|| ওঁ নমঃ শিবায় ||

-: শিবধর্ম ও শৈবাচার :-

শৈব আগমোক্ত

বৃহৎ শিবার্চন বিধি



শিব পরিবার

https://shaivadharma.wordpress.com

https://issgt100.blogspot.com

প্রকাশনায়:

International Shiva Shakti Gyan Tirtha

(আন্তর্জাতিক শিব শক্তি জ্ঞান তীর্থ)

[Mobile friendly Free e-book version]

|| ওঁ পার্বতীপতয়ে নমোঽস্তু ||

তথ্যসূত্র:- পূর্বকামিকাগম, অজিতাগম, উত্তরকামিকাগম, পারমেশ্বরাগম, মকুটাগম, বাতুলশুদ্ধাখ্য তন্ত্র, রৌরবাগম, দীপ্তাগম, সুপ্রভেদাগম, বীরাগম, কিরণাগম, পূর্বকারণাগম, চন্দ্রজ্ঞানাগম, কারণাগম, সার্ধত্রিশতিকালোত্তর আগম, কালোত্তর আগম, মতঙ্গপারমেশ্বর আগম, ক্রিয়াদীপিকা, স্বচ্ছন্দতন্ত্র (কাশ্মীর শৈবাগম), শ্রীশিবপূজাবিধি, বীরাশৈবাচারপ্রদীপিকা, শিবমহাপুরাণ, স্কন্দমহাপুরাণ, সূতসংহিতা, অথর্বশির উপনিষদ, মহানারায়ণ উপনিষদ, শিবসংকল্প উপনিষদ, ভস্মজাবাল উপনিষদ, রুদ্রাক্ষজাবাল উপনিষদ, কালাগ্নিরুদ্র উপনিষদ, জাবালি উপনিষদ, বৃহজ্জাবাল উপনিষদ, পঞ্চব্রহ্ম উপনিষদ, শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ, অথর্ব শিখা উপনিষদ, কৈবল্য উপনিষদ, ঋগ্বেদসংহিতা, শুক্লযজুর্বেদ, কৃষ্ণযজুর্বেদ, বৃহৎ তন্ত্রসার, মহানির্বাণ তন্ত্র এবং পুরোহিত দর্পণ।

- **সংগ্রাহক ও অনুবাদক:-**

শ্রীরোহিত কুমার চৌধুরী (Email- senguptahrittik@gmail.com)

শ্রীকৌশিক রায় (Email- roykoushik31@gmail.com)

প্রথম সংস্করণ- নভেম্বর, সাল ২০২১

To visit our blog
scan this QR code

- **সম্পাদক:-**

শ্রীরোহিত কুমার চৌধুরী

শ্রীকৌশিক রায় (সভাপতি, ISSGT)

ISSGT

প্রকাশনায়:-

International Shiva Shakti Gyan Tirtha

সংগ্রাহক এবং সম্পাদকমণ্ডলীর সংক্ষিপ্ত পরিচয়



শ্রীরোহিত কুমার চৌধুরী শৈবজী,
কাশ্মীর অদ্বৈত শৈব পরম্পরানুসারী,
শৈব-সনাতন ধর্মের তথ্যসংগ্রাহক,
ব্লগার, শৈবধর্ম প্রচারক,
সম্পাদক, ISSGT

বোল্লা, বালুরঘাট, দক্ষিণ দিণাজপুর, পঃবঃ



শ্রীকৌশিক রায় শৈবজী (নন্দীনাথ শৈব),
অবধূত শৈব পরম্পরাভুক্ত,
শৈব-সনাতন ধর্মের তথ্যসংগ্রাহক,
ব্লগার, শৈবধর্ম প্রচারক,
সভাপতি, ISSGT

বারাসাত, উত্তর ২৪ পরগণা, পঃবঃ

➢ অনুক্রমণিকা :-

অনেক প্রচেষ্টার পর অবশেষে পরমেশ্বর শিবের এবং শৈব গুরুদের আশীর্বাদে **'শৈব আগমোক্ত বৃহৎ শিবার্চন বিধি'** পুস্তকটিকে আমাদের ব্লগ ও পেজ **ISSGT** এর পক্ষ থেকে প্রকাশ করা হল। ভক্তশৈবদের আবেগ প্রবণতাকে সঠিক শিবজ্ঞান দ্বারা সিঞ্চিত করতে এবং শাস্ত্রজ্ঞানের দ্বারা তাঁদের সেই আবেগকে আরও ধারালো করতে আমাদের এই নিঃস্বার্থ ও নিঃশুল্ক প্রয়াস। মূলত **শৈব সিদ্ধান্তআগমোক্ত** রীতি ও সংস্কারের উপর ভিত্তিকরে আনুষ্ঠানিকভাবে শিবপূজার জন্য সাথে নিত্য-শিবার্চনের জন্য আমাদের এই পুস্তকটি রচিত হয়েছে। তাছাড়া শৈব আগমোক্ত জটিলতাগুলিকে এড়িয়ে শৈবাচারকে আরও শক্তিশালী করতে বিশেষ স্বল্প কিছু ক্ষেত্রে **শিবমহাপুরাণোক্ত , শৈবউপনিষদোক্ত** ও **সাধারণ তন্ত্রোক্ত** মন্ত্র ও রীতিকে ব্যবহার করা হয়েছে। সুতরাং বঙ্গীয় সাধারণ মতে শিব পূজা বিধি ও মন্ত্রের সাথে এই পুস্তকে উল্লেখিত শিবপূজা বিধির আপনারা তেমন একটা মিল খুঁজে পাবেন না। পুস্তকটিতে ব্যবহৃত মূল সংস্কৃত শ্লোকগুলির ক্ষেত্রে **য়** কার এর জায়গায় **য** কার এর ব্যবহার করা হয়েছে কেননা সংস্কৃতে **য(য)** কার কেই **Ya(ইঅ)** হিসেবে উচ্চারণ করা হয়, আলাদা কোনো **য়** কারের কোনো প্রয়োগ নেই।

শ্রীকৌশিক রায় ও শ্রীরোহিত কুমার চৌধুরী

আন্তর্জাতিক শিব শক্তি জ্ঞান তীর্থ (ISSGT)

➢ জনসাধারণের উদ্দেশ্যে বার্তা :-

বাংলায় শৈবাচার প্রায় নেই বললেই চলে। বঙ্গ সহ উত্তর, পূর্ব ও মধ্যভারতে এমনকি এইসব অঞ্চলের শিবমন্দির এবং বেশিরভাগ জ্যোতির্লিঙ্গ গুলিতেও সঠিক শৈবাচারে শিবের পূজা-অর্চনা প্রায় হয়না বললেই চলে। এসব শিবমন্দির গুলোতে অন্যান্য সম্প্রদায়ের আগ্রাসনের ফলেই মূলত শৈবাচার আজ তলানিতে এসে ঠেকেছে। এতদিন ধরে সাধারণ বঙ্গীয় স্মার্ত মতেই বা অনেকসময় শাক্তমতে শিবের পুজোর প্রথা চলে আসছে বাংলায়। সাধারণত ঘরে ঘরে মানুষ শিবের পুজো বঙ্গীয় স্মার্ত পুরোহিত বিধিতেই করে আসছে, এমনকি বঙ্গের পুরোহিতরাও শৈবাচার ও শৈবশাস্ত্র সম্পর্কে বিন্দুমাত্রও ধারণা রাখেন বলে মনে হয় না। বাংলায় সাধারণ মন্দিরে শিবের পূজাতে শিবকে ভস্ম, ত্রিপুণ্ড্র নিবেদন, শতরুদ্রিয়পাঠ তো দূরের কথা, সাধারণ পঞ্চব্রহ্ম মন্ত্রে পর্যন্ত শিবের পূজা করা হয়না। এমন কি শিবপূজাকালীন আচমনের সময়, হোমের সময়, মন্ত্র ন্যাসের সময় পর্যন্ত শিবনির্দেশিত সঠিক শৈবাচার পালন করা হয় না বরং শিবপূজার সময় শিবের নাম কম এবং অন্য দেবতাদের প্রাধান্য ও স্মরণ বেশি করা হয়।



এর কারণ হল- বাংলার মানুষ শিবতত্ত্ব সম্পর্কে একদম অজ্ঞ। তারা শিবসম্পর্কে কিছু না জেনেই লোকমুখে শোনা অপপ্রচারে কান দিয়ে ও মনগড়া কিছু ধারাবাহিক অনুষ্ঠান, বৈষ্ণবীয় পালাকীর্তন ইত্যাদির উপর নির্ভর করে পরমেশ্বর শিবকে **পরমবৈষ্ণব, পরমশাক্ত** বলে কটুক্তি করেন এবং মায়াশাস্ত্রের উপর ভিত্তি করে শিবতত্ত্বকে বিশ্লেষণ করার দুঃসাহস দেখান। সুতরাং তাঁদের জন্য নিম্নোক্ত কিছু শ্লোকই যথেষ্ট এটা প্রমাণ করার জন্য যে শিব কে-

“পরাৎপরতরো ব্রহ্মা তৎপরাৎপরতো হরিঃ |

তৎপরাৎপরতো হ্যেষ তন্মে মনঃ শিবসংকল্পমস্তু || ১৮ ||

প্রযতঃ প্রণবো নিত্যং পরমং পুরুষোত্তমম্ |

ওঙ্কারং পরমাত্মানং তন্মে মনঃ শিবসংকল্পমস্তু || ২০ ||

কৈলাসশিখরাভাসা হিমবদ্-গিরিসংস্থিতাঃ |

নীলকণ্ঠং ত্রিনেত্রং চ তন্মে মনঃ শিবসংকল্পমস্তু || ২৫ ||”

(রেফারেন্স- ঋগ্বেদ সংহিতা /খিলানি/ ৪ নং অধ্যায় / ১১ নং খিলা এবং শিবসংকল্প উপনিষদ)

https://issgt100.blogspot.com

"একো হি রুদ্র ন দ্বিতীযায তস্থুর্য... ২ ||"

(রেফারেন্স – শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ/তৃতীয় অধ্যায়)

"ঋতং সত্যং পরং ব্রহ্ম পুরুষং কৃষ্ণপিঙ্গলম্ |

ঊর্ধ্বরেতং বিরূপাক্ষং বিশ্বরূপায বৈ নমঃ ||"

(রেফারেন্স- কৃষ্ণ যজুর্বেদ/তৈত্তিরীয় আরণ্যক/দশম প্রপাঠক/ ১২ নং অনুবাক এবং শিবসংকল্প উপনিষদ/ ৩০ নং শ্লোক)

"ধ্যাত্বা সাম্বং মামেব বৃষভারূঢ়ং হিরণ্যবাহুং হিরণ্যবর্ণং হিরণ্যরূপং পশুপাশবিমোচকং পুরুষং কৃষ্ণপিঙ্গলমূর্ধ্বরেতং বিরূপাক্ষং বিশ্বরূপং সহস্রাক্ষং সহস্রশীর্ষং সহস্রচরণং বিশ্বতোবাহুং বিশ্বাত্মানমেকমদ্বৈতং নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং শিবমক্ষরমব্যযং হরিহরহিরণ্যগর্ভশ্রষ্টারমপ্রমেযমনাদ্যন্তং...|"

(রেফারেন্স- ভস্মজাবাল উপনিষদ/ দ্বিতীয় অধ্যায়)

"সর্বো বৈ রুদ্রস্তস্মৈ রুদ্রায নমো অস্তু |

পুরুষো বৈ রুদ্রঃ সন্মহো নমো নমঃ |"

(রেফারেন্স - কৃষ্ণ-যজুর্বেদ/ তৈত্তিরীয় আরণ্যক/ দশম প্রপাঠক/ ১৬ নং অনুবাক)

"সর্বাংল্লোকান্ব্যাপ্নোতি ব্যাপযতীতি ব্যাপনাদ্ব্যাপী মহাদেবঃ || ২ || সর্বধ্যানযোগজ্ঞানানাং যৎফলোমোঙ্কার বেদ পর ঈশো বা শিব একো ধ্যেযঃ শিবংকরঃ... || ৩ ||" **(রেফারেন্স – অথর্বশিখা উপনিষদ)**

"য ওঙ্কারঃ স প্রণবঃ যঃ প্রণবঃ স সর্বব্যাপী যঃ সর্বব্যাপী সোঽনন্তঃ ... | যৎপরং ব্রহ্ম স একঃ য একঃ স রুদ্রঃ য রুদ্রঃ যো রুদ্রঃ স ঈশানঃ য ঈশান স ভগবান্ মহেশ্বরঃ || ৩ ||"

(রেফারেন্স- অথর্বশির উপনিষদ)

"অবস্থাত্রিতযাতীতং তূরীয়ং ব্রহ্মসংজ্ঞিতম্ |

ব্রহ্মবিষ্ণবাদিভিঃ সেব্যং সর্বেষাং জনকং পরম্ || ১৮ ||"

(রেফারেন্স – পঞ্চব্রহ্ম উপনিষদ)



https://issgt100.blogspot.com

“উমাসহায়ং পরমেশ্বরং প্রভুং ত্রিলোচনং নীলকণ্ঠং প্রশান্তম্...|| ৭ ||

স ব্রহ্মা স শিবঃ সেন্দ্রঃ সোঽক্ষরঃ পরমঃ স্বরাট্ |

স এব বিষ্ণুঃ স প্রাণঃ স কালোঽগ্নিঃ স চন্দ্রমাঃ || ৮ ||”

(রেফারেন্স – কৈবল্য উপনিষদ /প্রথম খণ্ড)

সুতরাং উপরিউক্ত শ্রুতি বাক্য গুলিকে পর্যালোচনা করার পর এটা বলার আর অপেক্ষা থাকেনা যে শিব কে, শিবতত্ত্ব কি। সেই পরমেশ্বর শিব এবং তাঁর বিভিন্ন ভক্ত ও অনুচরবৃন্দ কর্তৃক প্রণীত রীতি, নীতি, জ্ঞান ও কর্মকাণ্ডের মেলবন্ধনই হল শৈবধর্ম। আর শৈবধর্মকেই শাস্ত্রে সনাতন ধর্ম নামে উল্লেখ করা হয়েছে, কেননা ইহাই পরমেশ্বর শিব কর্তৃক প্রকাশিত প্রাচীনতম পন্থা –



“জ্ঞানং ক্রিয়া চ চর্যা চ যোগশ্চেতি সুরেশ্বরী |

চতুষ্পাদঃ সমাখ্যাতো মম ধর্ম সনাতনঃ || ৩০ ||”

(রেফারেন্স- শিবমহাপুরাণ/ বায়বীয় সংহিতা/ উত্তরখণ্ড/ ১০ নং অধ্যায়)

সরলার্থ- শিব বললেন যে জ্ঞান, ক্রিয়া, চর্যা ও যোগ এই চারটি পদ বিশিষ্ট আমার যে ধর্ম রয়েছে তার নামই সনাতন ধর্ম।

অতএব আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই সনাতন ধর্মের এক ও অদ্বিতীয় পরমেশ্বর কে। বাকি ধারা গুলি এই শৈবসনাতন ধর্ম থেকেই কালক্রমে বিবর্তিত হয়ে এসেছে। শিব নির্দেশিত, প্রাচীন বেদজ্ঞ মুনি-ঋষিদের দ্বারা অনুদিত, শৈবগুরুপরম্পরা ও শৈবপণ্ডিতবর্গের দ্বারা স্বীকৃত বিভিন্ন শৈব শাস্ত্র অনুযায়ী সঠিক বিধি সম্মত ভাবে শিবের পূজা ও সেই সম্পর্কিত আচার অনুষ্ঠানগুলি পালনের রীতিই হল **শৈবাচার**।

শৈবাচারের মূল ভিত্তি হল- শৈবআগম, শৈবতন্ত্র, শৈবউপনিষদ, শিবমহাপুরাণ সহ অন্যান্য শৈবপুরাণ এবং শৈব গুরুপরম্পরাগত জ্ঞান ও অন্যান্য শৈবশাস্ত্রাবলী। শিবধর্ম সর্বপ্রাচীন ধর্ম এবং শৈবাচার সর্বশ্রেষ্ঠ আচার। শৈবাচারই এমন একটি আচার যেখানে বৈদিক ও অবৈদিক দুইরকমের কর্মকাণ্ডই বর্তমান,জ্ঞানকাণ্ড সহিত।

বৈদিক শৈবাচারের(শ্রৌত)মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- শৈবসিদ্ধান্ত-আগমোক্ত শৈবাচার এবং শৈবউপনিষদোক্ত শৈবাচার। এগুলি সাধারনত দক্ষিণমার্গী। এই আচারের কয়েকটি শৈব পরম্পরা হল - তামিল শৈবসিদ্ধান্ত পরম্পরা, শ্রৌতশৈব সিদ্ধান্ত পরম্পরা, বীরশৈব

পরম্পরা, বৈদিক পাশুপত পরম্পরা (শ্বেতঋষি প্রবর্তিত), রসেশ্বর দর্শন ভিত্তিক পরম্পরা, নন্দীকেশ্বর দর্শনভুক্ত অদ্বৈত শৈব পরম্পরা ইত্যাদি। অবৈদিক শৈবাচারের অন্তর্ভুক্ত পরম্পরা গুলি হল - লকুলপাশুপত পরম্পরা, অতিমার্গিক কাপালিক পাশুপত পরম্পরা, মন্ত্রমার্গিক কাপালিক শৈব (সোমসিদ্ধান্ত) পরম্পরা, মহাব্রতধারী শৈব পরম্পরা, কৌল শৈব পরম্পরা, অবধূত শৈব পরম্পরা, ভৈরব কুল পরম্পরা, অঘোর শৈব পরম্পরা, কাশ্মীর ভৈরবাগম পরম্পরা, কাশ্মীর প্রত্যভিজ্ঞা তান্ত্রিক পরম্পরা, নাথকৌল পরম্পরা, নাথঅঘোরী পরম্পরা ইত্যাদি। এগুলি মূলত শৈবতন্ত্র, ভৈরবাগম, শাবর তন্ত্র, ভূততন্ত্র, গারুড় তন্ত্র ও লাকুলাগম(পাশুপততন্ত্র) ভিত্তিক।

তাছাড়া শৈবদের অন্যতম উল্লেখযোগ্য পরম্পরা হল- যোগ পরম্পরা। যার মধ্যে অন্যতম- নাথ যোগী পরম্পরা। এটি একটি বৃহৎ পরম্পরা। কাশ্মীর শৈবদেরও একটি বিরাট অংশ যোগমার্গিক।

উপরিউক্ত পরম্পরাগুলির অসংখ্য শাখা-প্রশাখা রয়েছে। সুতরাং শৈবপরম্পরা সর্ববৃহৎ ও জটিলতম পরম্পরা। যেহেতু প্রত্যেকটি শৈব পরম্পরারই মূল প্রবক্তা স্বয়ং আদিগুরু শিব সুতরাং শৈব পরম্পরা সর্বপ্রাচীন পরম্পরা এবং যেহেতু সবরকমেরই আচার (অঘোরাচার,

যোগাচার, কৌলাচার, বামাচার, দক্ষিণাচার) শৈবপরম্পরাভুক্ত এবং বিভিন্ন তান্ত্রিক, যোগমার্গিক সাধনপথের সাথে যুক্ত সুতরাং শৈব পরম্পরা এবং শৈব আচারই সর্বশ্রেষ্ঠ আচার। তাই তো শ্রীপুষ্পদন্তক তাঁর 'শিব মহিম্ন স্তোত্র' তে বলেছেন-

"মহেশান্নাপরো দেবো মহিম্নো নাপরা স্তুতিঃ |

অঘোরান্নাপরো মন্ত্রো নাস্তি তত্ত্বং গুরোঃ পরম্ || ৩৫ ||"

তাছাড়া স্কন্দমহাপুরাণ বলছে-

"নাস্তি মহেশ্বরাদ্ধর্ম্মো নাস্তি দেবো মহেশ্বরা |

নাস্তি জ্ঞানং শিব – জ্ঞানান্নাস্তি শ্রীরুদ্রতঃ শ্রুতিঃ || ৫৫ ||

নাস্তি শৈবাগ্রণীর্বিষ্ণোর্নাস্তি রক্ষা বিভূতিতঃ নাস্তি ভক্তেঃ সদাচারো নাস্তি রক্ষাকরাদ্ গুরুঃ || ৫৬ ||"

(রেফারেন্স-স্কন্দমহাপুরাণ/মাহেশ্বরখণ্ড/অরুণাচল মাহাত্ম্য/উত্তরার্ধ/৪নং অধ্যায়)

কলির প্রকোপের দরুন আজ সেই মহানতম, পরমতম শৈবধর্ম ও শৈবাচার সম্পর্কে সনাতনীরা অজ্ঞ। সুতরাং শৈবধর্মের এরূপ শোচনীয়

অবস্থায় শিবভক্তসনাতনীদের স্বার্থ ও আবেগ রক্ষার্থে এবং পাশাপাশি শৈবধর্মের ভীতকে মজবুত করতে এই প্রথমবার বাংলায় শৈব আগমোক্ত সঠিক বিধান সহ পরমেশ্বর শিবের পূজার বিধি বিশদভাবে ও শৈব শাস্ত্রসম্মত ভাবে প্রকাশিত করা হল **ISSGT-INTERNATIONAL SHIVA SHAKTI GYAN TIRTHA** এর পক্ষ থেকে। দীক্ষিত-অদীক্ষিত সকলেই এই বিধি পালন করতে পারবেন তবে শৈব গুরুপরম্পরা মতে বা শিবমন্ত্রে দীক্ষিতদের জন্য এই বিধি বিশেষভাবে কার্যকারী হবে।

অদীক্ষিত ব্যক্তিরা মন্ত্রের বীজগুলিকে ছেড়ে মূলমন্ত্র অংশটুকুই শুধু উচ্চারণ করবেন কেননা মন্ত্রের বীজ দীক্ষিতদের জন্যই অধিক ফলপ্রদ। যারা এর আগে শাক্তাচারে বাড়িতে বা মন্দিরে শিবপূজা দেখেছেন বা করিয়েছেন বা নিজে করেন তাদের জন্য আগমোক্ত রীতি অনুযায়ী শিবার্চন করা খুব একটা কঠিন বলে মনে হবে না বলে আমাদের আশা। আপনাদের সকলের আশীর্বাদ, ভালোবাসা ও শুভেচ্ছা যেন আগামীদিনেও আমাদের সাথে থাকে এটি কামনা করি। আপনাদের উৎসাহ পেলে এবং পরমেশ্বর শিব সহায় থাকলে ভবিষ্যতে আমরা - **আগমোক্ত শৈবাচার, শিবপুরাণোক্ত শৈবাচার, উপনিষদোক্ত শৈবাচার, শিবগীতা, ঈশ্বরগীতা, শিবদর্পণ, শৈবউপনিষদসমূহ**

এইসব নিয়ে আসার কাজেও ব্রতী হব। পুস্তকের কোথাও কোনো অনিচ্ছাকৃত ভুল-ত্রুটি থাকলে তার জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী। আপনাদের মতামত ও সমালোচনা একান্তই কাম্য।

পুস্তকটিকে পরমেশ্বর শিবের শ্রীচরণের উদ্দ্যেশ্যে সমর্পিত করা হল। যদি কোনো ব্যক্তি প্রকাশকের বা সংগ্রাহকের অনুমতি ছাড়াই পুস্তকটির কোনো অংশ নকল করে নিয়ে নিজের নামে চালান অথবা পুস্তকটিকে নিয়ে ব্যবসা করেন তবে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

শ্রীরোহিত কুমার চৌধুরী

আন্তর্জাতিক শিব শক্তি জ্ঞানতীর্থ (ISSGT)



উদ্দ্যন্ড তাণ্ডব নৃত্য মূর্তি



চণ্ডতাণ্ডব নৃত্য মূর্তি

➢ প্রকাশকের নিবেদন :-

বর্তমানে আমাদের সনাতন সমাজে শৈব সংস্কৃতি অবলুপ্তির পথে। কেননা সেই সুদূর অতীত থেকেই এই বিশাল শৈব গুরু পরম্পরা চলে আসছে কিন্তু পরবর্তীতে অন্যান্য সম্প্রদায়গুলির মতবাদ ও তার আগ্রাসনের ফলে শৈব মতাদর্শ, শৈবধর্ম ও শৈবসংস্কৃতি সবটাই এখন প্রায় লুপ্ত হতে চলেছে। আমরা বর্তমানে সেই মহান প্রাচীনতম শৈবধর্ম কে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য এবং শৈব সংস্কৃতির নিজস্ব শৈবশাস্ত্রোক্ত আচার অনুষ্ঠান পূজা পদ্ধতি প্রভৃতিকে পুনরায় সমস্ত শিবভক্ত তথা শৈব সনাতনীদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য **শৈব আগমোক্ত বৃহৎ শিবার্চন পদ্ধতি** পুস্তকটি প্রকাশিত করলাম। আমাদের শৈব পদ্ধতি অনুসারেই পরমেশ্বর শিবের আরাধনা করা উচিত। সেই উদ্দেশ্য কে সাফল্য করতেই আমরা শৈবদের কর্মকাণ্ডোক্ত শিব পূজা পদ্ধতি প্রকাশ করলাম। এছাড়া এর মধ্যে শিব মহাপুরাণ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় কিছু শাস্ত্র থেকেও বিভিন্ন পূজা পদ্ধতি ও তার আচার-অনুষ্ঠানকে একত্রীকরণ এর পাশাপাশি ও সর্বশেষে কিছু **প্রশ্ন উত্তর পর্ব** আমরা উপস্থাপন করেছি। যদিও সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেয়া এই বইয়ের মধ্যে সম্ভব হলো না তাই ভবিষ্যতে **ISSGT** এর পক্ষ থেকে বেশ কিছু পুস্তক প্রকাশিত হবে। আপনারা আমাদের এই সংগঠনের নামটিকে সর্বদা স্মরণে রাখবেন, এখান থেকেই আপনারা শিব সম্পর্কিত বহু তথ্য ভবিষ্যতেও সংগ্রহ করতে পারবেন।

পরমেশ্বর শিবের সম্পর্কে সঠিকভাবে জানতে সক্ষম না হয়ে মানুষ বহু বিভ্রান্তিতে ভোগেন। যদিও তাকে কোনো বিদ্বান ব্যক্তিও সম্পূর্ণরূপে জানতে সক্ষম হননি। তবুও শাস্ত্রে সেই পরমেশ্বরকে মহিমা কে যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং তার উপর ভিত্তি করে তার বিরাট গুহ্য রহস্য কে সঠিক মার্গে বিচার বিবেচনা করে তার পরমার্থ কে জানতে খুবই কম ভাগ্যবান ব্যক্তিই সক্ষম হয়েছেন।

যেমন - উদাহরণস্বরূপ কিছু ব্যক্তি পঞ্চমতের আধারে এক ব্রহ্মের পাঁচ স্বরূপ পাঁচটি দেবতা (গণেশ, বিষ্ণু, শিব, শক্তি ও সূর্য) কে ভাবেন। যা কিনা সুদূর অতীত থেকে আজ পর্যন্ত চলে আসছে কিন্তু একথাটি যতটা মান্য তার চেয়েও অধিক মান্য হল শাস্ত্রের কথা। পরমেশ্বর শিব সেই পঞ্চদেবতার মধ্যে শুধুমাত্র কোন একজন দেবতা নন বরং তিনি সেই পাঁচ দেবতার মধ্যে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম। কেননা নিরাকার স্বরূপে একমাত্র শিবেরই পূজা করা হয়ে থাকে। শিবলিঙ্গই সাক্ষাৎ নিরাকার পরব্রহ্মের প্রতীক। পরমেশ্বর সদাশিবের নিরাকার স্বরূপকে **পরমশিব** বলা হয়, এই মত শুধু শিবমহাপুরাণ নয় বরং যোগশাস্ত্র, শৈবআগম,তন্ত্র সহ অন্যান্য পুরাণ দ্বারাও সমর্থিত। শ্রুতিশাস্ত্রেও পরমেশ্বর শিবের নিরাকার স্বরুপের ধারণার উল্লেখ রয়েছে। বাকি অন্যান্য দেবতার প্রত্যক্ষ নিরাকার স্বরূপের উল্লেখ শাস্ত্রে তেমন একটা পাওয়া যায় না। কেননা পরমার্থে সকল সাকার দেব-দেবী সহ সকল সমগ্র জগৎই সেই পরমশিবলিঙ্গে বিলীন হয়ে সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ

হয়ে যায়। তাই পরমার্থে কোনো ভেদাভেদ থাকে না। সবকিছুই শিবস্বরূপ, তাই পরমার্থে সকল দেবদেবীই ব্রহ্মস্বরূপ। তাই শিবেরই নাম **ওমকারেশ্বর,** কেননা তিনিই সাক্ষাৎ প্রণব ওঁকার। এটাই অদ্বৈত শৈব দর্শনের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। বস্তুত এই ধারণা বহু মানুষ উপলব্ধি করতে সক্ষম নন। শিব মহাপুরাণে বলা হয়েছে -

যাবদগৃহাশ্রমে তিষ্ঠেত্তাবদাকারপূজনম্ |

কুর্যাচ্ছ্রেষ্ঠস্য সুপ্রীত্যা সুরেষু খলু পঞ্চসু || ৮২ ||

অথবা চ শিবঃ পূজ্যো মূলমেকং বিশিষ্যতে |

মূলে সিক্তে তথা শাখাঃ তৃপ্তাঃ সন্ত্যখিলাঃ সুরাঃ || ৮৩ ||

[রেফারেন্স - শিবমহাপুরাণ/রুদ্রসংহিতা/সৃষ্টিখণ্ড/১২নং অধ্যায়]

সরলার্থ - মানুষ যতক্ষণ গৃহস্থাশ্রমে(সংসারে) থাকে, ততক্ষণ পঞ্চদেবতা এবং তাঁর মধ্যে শ্রেষ্ঠ পরমেশ্বর শিবের বিগ্রহ পরম ভক্তি সহকারে পূজা করা উচিত, অথবা যিনি সবকিছুর একমাত্র মূল, সেই ভগবান শিবের পূজাই সব থেকে বড়ো, কারণ শিবরূপ বৃক্ষের মূলে জল সিঞ্চন করলে শাখাস্থানীয় সমস্ত দেবতা স্বতঃই তৃপ্ত হয়ে যান।

সিদ্ধান্ত - পঞ্চদেবতার মধ্যে বা সমস্ত দেবতার মধ্যেও উৎকৃষ্ট যিনি, সেই পরমেশ্বর শিবের আরাধনাই সর্বোপরি। তাকেই ভজনা করা উচিত, তার পূজাতেই সমস্ত দেবতা তৃপ্তি লাভ করেন।

অতএব শাস্ত্রের চেয়ে নিশ্চয়ই অন্য কোনো ব্যক্তিগত মতামত গ্রহণযোগ্য নয়, তাই শাস্ত্র বাক্যে অবশ্যই অটুট বিশ্বাস রেখে শৈব সংস্কৃতি পালন করা উচিত।

অনেকে হয়তো ভাবতে পারেন যে এখানে অন্যান্য দেবতাদের সাথে ভেদাভেদ করা হচ্ছে আসলে বিষয়টি তা নয় আমাদের শৈবদের কাছে শৈবদর্শন এর ভিত্তিতে আমরা সমস্ত দেবদেবীদের এক ও অদ্বিতীয় পরমেশ্বর শিবের বিভিন্ন স্বরূপ বলে গণ্য করি তাই সমস্ত দেবদেবী আমাদের শৈবদের কাছে শিবস্বরূপ বলেই শ্রদ্ধেয়। পরমেশ্বর শিবই বিষ্ণুর রূপ ধারণ করেন, তিনি শক্তির রূপ ধারণ করেন এবং তিনি গণেশ রূপ ধারণ এর পাশাপাশি সূর্য রূপ ধারণ করেন এবং অন্যান্য সমস্ত দেবদেবীর রূপ ধারণ করেন। তাই আমরা মূলে সর্বদা পরমেশ্বর শিবকে আরাধ্য হিসেবে গণ্য করি। আমাদের শৈবদের অদ্বৈত শৈবদর্শন আমাদের কখনও কোন দেব দেবীর সাথে পরমেশ্বর শিবকে তুলনা বা ভেদাভেদ করতে শিক্ষা দেয় না বরং সমস্ত দেবদেবী এক পরমেশ্বর শিবের বিভিন্ন বিভূতিস্বরূপ এটি আমাদের কাছে গণ্য চিরকাল। এই কারণেই শিব মহাপুরাণে বলা হয়েছে এক পরমেশ্বর শিবকে আরাধনা করলে সমস্ত

দেবদেবী তৃপ্ত হন তবুও মহাভারত থেকে আর একটি শ্লোক তুলে ধরছি যেখানে পরিষ্কারভাবে বোঝানো হয়েছে যে পরমেশ্বর শিবই সমস্ত দেবদেবীর রূপ ধারণ করেন।

ধাতা চ স বিধাতা চ বিশ্বাত্মা বিশ্বকর্মকৃৎ |

সর্ব্ববাসাং দেবতানাঞ্চ ধারয়ত্যবপূর্বপূঃ || ৮৫ ||

বেদাঃ সাঙ্গোপনিষদঃ পুরাণাধ্যাত্মনিশ্চয়াঃ |

যদত্র পরমং গুহ্যংস বৈ দেবো মহেশ্বরঃ || ৮৯ ||

(রেফারেন্স - মহাভারত/দ্রোনপর্ব/সপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ)

সরলার্থ - ব্যাসদেব বললেন , তিনি (শিব) ধাতা, বিধাতা, সকলের আত্মা ও সমস্তকার্যকারী এবং তিনি নিরাকার হয়েও সমস্ত দেবতার আকার ধারণ করেন। ব্যাকরণাদি অঙ্গশাস্ত্র ও উপনিষদের সহিত সমস্ত বেদ এবং পুরাণ ও অধ্যাত্মশাস্ত্র এই গুলির মধ্যে যা অত্যন্ত গোপনীয়, সেটিই একমাত্র মহেশ্বর মহাদেব।

অর্থাৎ উপরোক্ত শাস্ত্র থেকে শব্দ প্রমাণসহ প্রমাণিত হয় যে, সমগ্র শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রের মধ্যে একমাত্র যিনি পরমেশ্বর তিনি সেই একমাত্র পার্বতীপতি শিব। তাই নিজের সমস্ত চিন্তাভাবনা ভক্তিসহকারে এক ও অদ্বিতীয় পরমেশ্বর শিবের উদ্দেশ্যেই সমর্পণ করা আমাদের

জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ এবং পরমকর্তব্য, ইহাই পরম সনাতন ধর্ম। শিববিমুখ ব্যক্তি সর্বদাই মায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে সংসার মধ্যে দুঃখ ভোগ করেন। কিন্তু যিনি পরমেশ্বর শিবের চিন্তায় মগ্ন হয়ে গেছেন তিনিই সেই পরমেশ্বরে বিলীন হয়ে কৈবল্যপদ **শিবত্ব** লাভ করেছেন।

তাই প্রত্যেক সনাতনীর কাছে এই আমাদের অতি পরিশ্রমের ফলে প্রকাশিত **শৈব আমোক্ত বৃহৎ শিবার্চন বিধি** পুস্তকটির মাধ্যমে শিবচিন্তা পৌঁছে যাক এই প্রার্থনা করি, সকলের হৃদয়ে শৈব চেতনা জাগ্রত হোক। নানা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়েও বহু প্রচেষ্টার ফলে আমরা শৈব আগমশাস্ত্র এর নির্দেশিত শিব অর্চনা এবং তার সাথে **শিব হোম পদ্ধতিও** যোগ করেছি, যা এই বাংলা তথা ভারতেও প্রায় দুর্লভ। পুস্তকের মধ্যে অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি হতে পারে, তার জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।

দক্ষিণামূর্তয়ে নমঃ ||

পার্বতীপতয়ে নমঃ ||

শ্রীসাম্বসদাশিবায় নমঃ ||

শ্রীকৌশিক রায়, সভাপতি

আন্তর্জাতিক শিব শক্তি জ্ঞানতীর্থ (ISSGT)

-:বিষয়সূচি:-

https://issgt100.blogspot.com





➢ অধ্যায় নং 1

শৈব আগমোক্ত পঞ্চব্রহ্ম মন্ত্র এবং ষড়াঙ্গমন্ত্র :-

- **পঞ্চব্রহ্মের সংক্ষিপ্ত পরিচয় -**

পঞ্চব্রহ্ম বলতে পরমেশ্বর সদাশিবের পাঁচটি মস্তককে বোঝায় যাঁদের দ্বারা পরমেশ্বর সদাশিব পঞ্চকৃত্য করতে পারেন। সদাশিবের এই পাঁচটিমস্তকের নাম **সদ্যোজাত** (পশ্চিমমুখ), **বামদেব** (উত্তরমুখ), **অঘোর** (দক্ষিণমুখ), **তৎপুরুষ** (পূর্বমুখ) ও **ঈশান** (ঊর্ধ্বমুখ)।

সদ্যোজাত হলেন - সৃষ্টিকর্তা **ব্রহ্মা** – মাটিতত্ত্ব - **অকার**

বামদেব হলেন - স্থিতিকর্তা **বিষ্ণুদেব** - জলতত্ত্ব - **উকার**

অঘোর হলেন – লয়কর্তা **রুদ্র** - অগ্নিতত্ত্ব – **মকার**

তৎপুরুষ হলেন - তিরোভাবকর্তা **ঈশ্বর/মহেশ্বর** – বায়ুতত্ত্ব - **বিন্দু**

ঈশান হলেন - অনুগ্রহকর্তা **সদাশিব** - আকাশতত্ত্ব – **নাদ**

আর **পরমেশ্বর সদাশিব** হলেন পঞ্চব্রহ্মময় পঞ্চকৃত্যকারী পঞ্চভূতের অধীশ্বর এবং সাক্ষাৎ **ব্যক্তপ্রণব** ওঁকার। (অব্যক্ত মাত্রাগুলির সম্বন্ধে আলোচনা গোপনীয় রাখা হল।)

[**বিঃদ্রঃ-** পঞ্চব্রহ্মের ধারণা আসলে আরও জটিল। শৈব আগমগুলিকে গভীরভাবে অধ্যয়ন করলে জানা যায় যে আসলে পঞ্চব্রহ্মের নাম গুলি হল – **মূর্তিব্রহ্ম, তত্ত্বব্রহ্ম, ভূতব্রহ্ম, পিণ্ডব্রহ্ম** ও **কলাব্রহ্ম**। এই **কলাব্রহ্মকেই** সাধারণ ভাষায় এবং জটিলতা এড়াতে আমরা সদ্যোজাত, বামদেব ইত্যাদি পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করে পঞ্চব্রহ্ম বলে থাকি। এসম্পর্কে বিশদ আলোচনা গুরুপরম্পরার মধ্যেই সীমাবদ্ধ তাই তা গোপনীয় রাখা হল।]

- **ষড়াঙ্গের সংক্ষিপ্ত পরিচয়** – হৃদয়, শির, শিখা, কবচ, নেত্র ও করতলপৃষ্ঠ(অস্ত্র) এই ছয়টি অঙ্গকে সাধারভাবে **ষড়াঙ্গ** বলে। তবে শৈবআগম শাস্ত্র গভীরভাবে অধ্যয়ন করলে ষড়াঙ্গের ধারণা সেখানে আরও বৃহৎ ভাবে পাওয়া যায়। শৈবআগম মতে ষড়াঙ্গ গুলি হল – **শিবাঙ্গ, ভূতাঙ্গ, কূটাঙ্গ, বিদ্যাঙ্গ, শক্ত্যঙ্গ** এবং **সামান্যাঙ্গ**। এই **শিবাঙ্গকেই** সাধারণ ভাষায় জটিলতা এড়াতে হৃদয়, শির, শিখা ইত্যাদি ছয়টি ভাগে ভাগ করে ষড়াঙ্গ বলা হয়ে থাকে। এই ব্যাপারেও গুরুপরম্পরাগত গোপনীয়তা থাকার দরুন এসব সম্পর্কিত বিশদ আলোচনা গুহ্য রাখা হল।



▪ পঞ্চব্রহ্ম মন্ত্র :-

1.সদ্যোজাত মন্ত্র -

বৈদিক –

ওঁ সদ্যোজাতং প্রপদ্যামি সদ্যোজাতায বৈ নমো নমঃ |

ভবে ভবে নাতিভবে ভবস্ব মাম্ |

ভবোদ্ভবায নমঃ ||

শৈব আগমোক্ত - ওঁ হং সদ্যোজাতমূর্তযে নমঃ | **অথবা** ওঁ হং সদ্যোজাতমূর্তযে নিবৃত্তিকলাযৈ নমঃ|

2.বামদেব মন্ত্র –

বৈদিক – ওঁ বামদেবায নমো জ্যেষ্ঠায নমঃ শ্রেষ্ঠায নমো রুদ্রায নমঃ কালায নমঃ কলবিকরণায নমো বলবিকরণায নমো বলায নমো বলপ্রমথনায নমঃ সর্বভূতদমনায নমো মনোন্মনায নমঃ ||

শৈব আগমোক্ত - ওঁ হিং বামদেবগুহ্যায নমঃ | **অথবা** ওঁ হিং বামদেবগুহ্যায প্রতিষ্ঠাকলাযৈ নমঃ|

3.অঘোর (বহুরূপ) মন্ত্র –

বৈদিক - ওঁ অঘোরেভ্যো অথ ঘোরেভ্যো ঘোরঘোরতরেভ্যঃ | সর্বেভ্যঃ সর্ব শর্বেভ্যো নমস্তে অস্তু রুদ্ররূপেভ্যঃ ||

শৈব আগমোক্ত - ওঁ হুং অঘোর হৃদয়ায নমঃ | **অথবা ওঁ** হুং অঘোর হৃদয়ায বিদ্যাকলাযৈ নমঃ |

4.তৎপুরুষ মন্ত্র –

বৈদিক - ওঁ তৎপুরুষায বিদ্মহে মহাদেবায ধীমহি তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদযাৎ ||

শৈব আগমোক্ত - ওঁ হেং তৎপুরুষবক্ত্রায নমঃ | **অথবা ওঁ** হেং তৎপুরুষবক্ত্রায শান্তিকলাযৈ নমঃ

5.ঈশান মন্ত্র – বৈদিক – ওঁ ঈশানঃ সর্ববিদ্যানাং ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং ব্রহ্মাধিপতির্ব্রহ্মণোঽধিপতির্ব্রহ্মা শিবো মে অস্তু সদাশিবোম্ ||

শৈব আগমোক্ত - ওঁ হোং ঈশানমূর্ধায নমঃ | **অথবা ওঁ** হোং ঈশানমূর্ধায শান্ত্যতীতকলাযৈ নমঃ|

- **শৈবাগমোক্ত ষড়াঙ্গমন্ত্র :-**

1.হৃদয় মন্ত্র - ওঁ ওঁ হ্রাং হৃদযায নমঃ |

অথবা ওঁ ওঁ অনন্তশক্তিধাম্নে হৃদযায নমঃ |

2.শির মন্ত্র - ওঁ নং হ্রীং শিরসে স্বাহা |

অথবা ওঁ নং সর্বজ্ঞশক্তিধাম্নে শিরসে স্বাহা |

3. শিখা মন্ত্র - ওঁ মং হ্রূং শিখাযৈ বষট্ |

অথবা ওঁ মং নিত্যতৃপ্তিধাম্নে শিখাযৈ বষট্ |

4.কবচ মন্ত্র - ওঁ শিং হ্রৈং কবচায হুং |

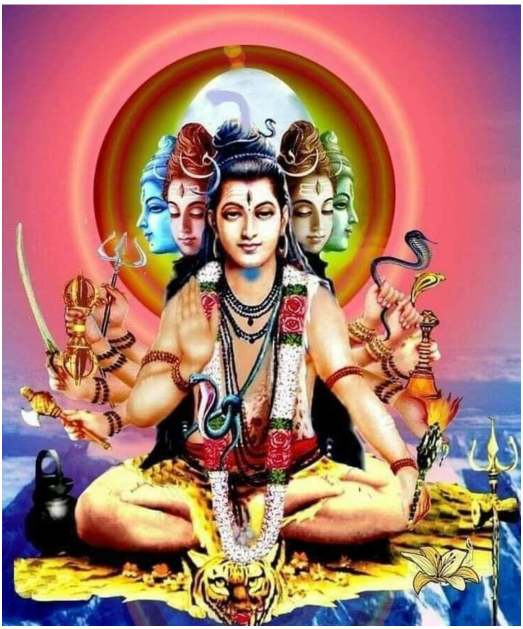
অথবা ওঁ শিং অনাদিবোধশক্তিধাম্নে কবচায হুং ||

5.নেত্র মন্ত্র - ওঁ বাং হ্রৌং নেত্রত্রযায বৌষট্ |

অথবা **ওঁ** বাং স্বতন্ত্রশক্তিধাম্নে নেত্রত্রযায বৌষট্ ||

6.অস্ত্র মন্ত্র - **ওঁ** যং হ্রঃ অস্ত্রায ফট্ |

অথবা **ওঁ** যং অলুপ্তশক্তিধাম্নে অস্ত্রায ফট্ ||





➢ অধ্যায় নং 2

শিবলিঙ্গ স্থাপন বিধি (শিবমহাপুরাণোক্ত):-



পরমেশ্বরের **নির্গুণ** স্বরুপকেই শিবলিঙ্গের মাধ্যমে চিহ্নিত করা হয়। শিবলিঙ্গ পূজন সর্বোত্তম। সমস্ত দেবদেবীর পূজা শিবলিঙ্গে করা যায় কেননা এক নির্গুণ শিবই গুনান্বিত হয়ে সব দেবী দেবতার রুপ ধারন করেন। শিবপ্রতিমা পূজনের থেকে শিবলিঙ্গ পূজা অধিক ফলপ্রদ।

- **শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠার স্থান নির্বাচন:-**

নিত্যদিন পূজা করা যাবে এমন কোনো পবিত্র জায়গা যেমন বাড়ির উপাসনালয় বা তীর্থক্ষেত্র বা নদীর পাড়েও শিবলিঙ্গ স্থাপনের জন্য আদর্শ। যেকোনো শুভ দিন দেখে এই কাজ শুরু করা উচিৎ।

পার্থিব যেকোনো দ্রব্য (যেমন মাটি, পাথর এসব), জলময় যেকোনো দ্রব্য এবং ধাতু জাতীয় যেকোনো পদার্থ দ্বারা শিবলিঙ্গ তৈরী করা সম্ভব, এটা ভক্তের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে।

- **স্থান বিশেষে লিঙ্গ নির্বাচন:-**

স্থাবর স্থায়ী লিঙ্গকে বলে **অচললিঙ্গ**। অচল লিঙ্গ প্রতিষ্ঠার জন্য স্থূল-বড় আকারের শিবলিঙ্গ শ্রেষ্ঠ। অর্থাৎ ইহা মন্দিরে প্রতিষ্ঠার জন্য।

আবার অস্থায়ী, বহনযোগ্য জঙ্গমলিঙ্গকে বলে **চললিঙ্গ**। চললিঙ্গ প্রতিষ্ঠার জন্য ছোটো আকারের শিবলিঙ্গ শ্রেষ্ঠ।

অর্থাৎ গৃহে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠার জন্য এই শিবলিঙ্গ।

- **উত্তম লক্ষনযুক্ত লিঙ্গের নির্বাচন:-**

উত্তম লক্ষনযুক্ত এবং **গৌরীপট্ট সহ শিবলিঙ্গই** শিবমহাপুরাণ অনুযায়ী একমাত্র পূজনীয় ও স্থাপনের যোগ্য। যোনিপীঠ পরাপ্রকৃতি জগদম্বার স্বরুপ এবং সমস্ত শিবলিঙ্গ চৈতন্যস্বরুপ। যেমনটা মাতা পার্বতী সদাশিবের বাম

ক্রোড়ে উপস্থিত থাকেন তেমনই লিঙ্গভাগ সর্বদা পীঠভাগের সাথেই বিরাজিত থাকে।

শিবলিঙ্গের গৌরীপীঠ সর্বদা **মণ্ডলাকৃতি** (গোলাকার) অথবা **চৌকাকার** অথবা **ত্রিকোণাকার** অথবা **খটবাঙ্গকার** (উপরে গোল এবং পরে ক্রমশ লম্বা অর্থাৎ যোনি আকৃতির)।

চললিঙ্গই হোক বা অচললিঙ্গই হোক লিঙ্গভাগ আর পীঠভাগ যেন একই জাতীয় বস্তু দ্বারা নির্মিত হয়। এটা কিন্ত খেয়াল রাখার বিষয়। কিন্তু বাণেশ্বর লিঙ্গের ক্ষেত্রে এমনটা আবশ্যক নয়।

- **মন্দির/সিংহাসনের সজ্জারীতি:-**

সাধারন মন্দিরে বা গৃহমন্দিরে **অচললিঙ্গ স্থাপনের ক্ষেত্রে** শিবলিঙ্গের দৈর্ঘ্য নির্মাণকর্তার **বারো আঙ্গুলের** সমান হওয়া দরকার, তার চেয়ে কম নয়। তবে বেশি হলে ক্ষতি নেই।

আবার সাধারন গৃহসিংহাসনে **চললিঙ্গ** প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে লিঙ্গের দৈর্ঘ্য কমপক্ষে নির্মাণকর্তার **এক আঙুল** বরাবর হতে হবে, বেশি হলে ক্ষতি নেই।

যে সিংহাসনে লিঙ্গ স্থাপন করা হবে সেটাকে অন্যান্য দেবদেবী অর্থাৎ দেবী পার্বতী, কার্তিক, গণেশ, শিবগণ, নন্দী এদের মূর্তি (অথবা ছবি) দ্বারা

সজ্জিত করতে হবে। অন্দরভাগ(গর্ভগৃহ) যেন দৃঢ় ও স্বচ্ছ হয় এবং নবরত্ন দ্বারা সজ্জিত হয় (নীলা, লালরত্ন, বৈদূর্য্য, শ্যামরত্ন, মরকত/পান্না, মোতি/মুক্তা, মূঁগা/প্রবাল, গোমেদ ও বজ্রা/হীরা।) সিংহাসনের মুখ্য দ্বারদ্বয় যেন পূর্ব ও পশ্চিমমুখী হয়।

[দশকর্মার দোকানে পূজার সামগ্রী হিসেবে সস্তার নবরত্ন পাওয়া যায় এবং সিংহাসনটি কাঠের/পাথরের/লোহার অথবা অন্য ধাতু দিয়ে বানাতে পারেন]

- **করণীয় জীবসেবা:-**

  স্থাবর, জঙ্গম সকল জীবকেই সন্তুষ্ট করতে হবে অর্থাৎ উদ্ভিদ, গুল্ম, লতা সহ বিভিন্ন প্রাণীদের জল ও খাদ্য প্রদান করতে হবে। এর তাৎপর্য হল - সমগ্র স্থাবর জীব যেমন বৃক্ষ, লতা এসব সাক্ষাৎ স্থাবর লিঙ্গ স্বরুপ , তাই তাদেরকে সিঞ্চিত করা উচিৎ এবং বিশ্বের সমগ্র জঙ্গম জীব যেমন কৃমি কীট পিঁপড়ে প্রভৃতি এরা সাক্ষাৎ জঙ্গম/চল লিঙ্গ স্বরুপ, তাই তাদের খাদ্য, পানীয় দান করা উচিৎ।

- **পূজার জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহ:-**

1. এক ঘটি গঙ্গাজল
2. এক গ্লাস মহাদেবের পানীয় জল
3. নবরত্ন (পূজার জন্য)
4. দূর্বা
5. চন্দন
6. আতপচাল
7. ভস্ম বা খড়িমাটি
8. কুমকুম
9. সুগন্ধ যুক্ত ফুল এবং ফুলের মালা
11. বেশকিছু বেলপাতা (অন্তত ১০টি)
12. একটি তামার পাত্র
13. একটি রুদ্রাক্ষ (যে কোনো মুখী)

- **পূজা পদ্ধতি:-**

1.স্নানাদি কর্ম সেরে শুদ্ধবস্ত্র (ধোয়া পরিষ্কার বস্ত্র) পরিধান করে **ত্রিপুণ্ড্র** ও **রুদ্রাক্ষ** ধারণ করবেন। (**ত্রিপুণ্ড্র** ও **রুদ্রাক্ষ** ধারণ বিধি এই পুস্তকের যথাক্রমে **10 নং** ও **12 নং** অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।)

2.পূজা শুরু করার আগে বৃক্ষে জল প্রদান করবেন, পশুপাখিকে খেতে দেবেন, পিপড়েকেও চিনিজাতীয় কিছু খাবার দিতে পারেন। এতে পরমেশ্বর শিব অতি প্রসন্ন হন।

3.এবার পূজার ঘরে উপস্থিত হয়ে **নমঃ শিবায** মূল মন্ত্র জপ করতে করতে গঙ্গাজল ছিটিয়ে দিতে হবে।

4.অল্প করে কিছু দূর্বা,আতপচাল, বেলপাতা সহ নবরত্ন হাতে নিয়ে নিম্নোক্ত বৈদিক পঞ্চবক্ত্র শিবের মন্ত্রগুলি উচ্চারণ করুন -

ওঁ সদ্যোজাতং প্রপদ্যামি সদ্যোজাতায বৈ নমো নমঃ |

ভবে ভবে নাতিভবে ভবস্ব মাম্ |

ভবোদ্ভবায নমঃ || **(শিবের সদ্যোজাত বক্ত্রের মন্ত্র, পশ্চিমবক্ত্র)**

ওঁ বামদেবায নমো জ্যেষ্ঠায নমঃ শ্রেষ্ঠায নমো রুদ্রায নমঃ কালায নমঃ কলবিকরণায নমো বলবিকরণায নমো বলায নমো বলপ্রমথনায নমঃ সর্বভূতদমনায নমো মনোন্মনায নমঃ ||

(শিবের বামদেব বক্ত্রের মন্ত্র, উত্তরবক্ত্র)

ওঁ অঘোরেভ্যোঽথ ঘোরেভ্যো ঘোরঘোরতরেভ্যঃ সর্বেভ্যঃ সর্ব শর্বেভ্যো নমস্তে অস্তু রুদ্ররূপেভ্যঃ ||

(শিবের অঘোর বক্ত্রের মন্ত্র, দক্ষিণবক্ত্র))

ওঁ তৎপুরুষায বিদ্মহে মহাদেবায ধীমহি তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ |

(শিবের তৎপুরুষ বক্ত্রের মন্ত্র, পূর্ববক্ত্র)

ওঁ ঈশানঃ সর্ববিদ্যানাং ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং ব্রহ্মাধিপতির্ব্রহ্মণোঽধিপতির্ব্রহ্মা শিবো মে অস্তু সদাশিবোম্ ||

(শিবের ঈশান বক্ত্রের মন্ত্র, উর্ধ্ববক্ত্র)

5.এবার সিংহাসনের যে স্থানে শিবলিঙ্গটি স্থাপন করা হবে সেখানে ঐ মন্ত্রপূত দ্রব্যগুলি রেখে একটু ছড়িয়ে দিন।

6.এবার শিবলিঙ্গটিকে একটি তামার পাত্রে রেখে গঙ্গাজল দ্বারা অভিষেক করে শোধন করে নিন **ওঁ নমঃ শিবায** মন্ত্র জপ করতে করতে।

7.এবার কিছু দূর্বা,আতপচাল ও বেলপাতা ডান হাতে নিয়ে নিন। বাম হাতে শিব লিঙ্গ কে ধরুন। শিবলিঙ্গের পাঁচটি স্থানের প্রত্যেকটিতে একটি করে স্থানে ওই দ্রব্যসমূহ উপর থেকে নীচ পর্যন্ত স্পর্শ করে একটি একটি করে ক্রমশ পাঁচটি মন্ত্র উচ্চারণ করুন।



নম্বর অনুসারে প্রত্যেকটি স্থানে দ্রব্য স্পর্শ করে মন্ত্র পাঠ করবেন-

[১] শিবলিঙ্গের উপরে প্রথম **১নং** স্থানে দ্রব্যসমূহ স্পর্শ করে এই মন্ত্র উচ্চারণ করবেন-

ওঁ সদ্যোজাতং প্রপদ্যামি সদ্যোজাতায বৈ নমো নমঃ |

ভবে ভবে নাতিভবে ভবস্ব মাম্ | ভবোদ্ভবায নমঃ ||

[২]শিবলিঙ্গের উপরে দ্বিতীয় **২নং** স্থানে দ্রব্যসমূহ স্পর্শ করে এই মন্ত্র উচ্চারণ করবেন-

ওঁ বামদেবায নমো জ্যেষ্ঠায নমঃ শ্রেষ্ঠায নমো রুদ্রায নমঃ কালায নমঃ কলবিকরণায নমো বলবিকরণায নমো বলায নমো বলপ্রমথনায নমঃ সর্বভূতদমনায নমো মনোন্মনায নমঃ ||

[৩]শিবলিঙ্গের উপরে তৃতীয় **৩নং** স্থানে দ্রব্যসমূহ স্পর্শ করে এই মন্ত্র উচ্চারণ করবেন-

ওঁ অঘোরেভ্যোঽথ ঘোরেভ্যো ঘোরঘোরতরেভ্যঃ সর্বেভ্যঃ সর্ব শর্বেভ্যো নমস্তে অস্তু রুদ্ররূপেভ্যঃ ||

[৪]শিবলিঙ্গের উপরে চতুর্থ **৪নং** স্থানে দ্রব্যসমূহ স্পর্শ করে এই মন্ত্র উচ্চারণ করবেন-

ওঁ তৎপুরুষায বিদ্মহে মহাদেবায ধীমহি তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদযাৎ||

[৫]শিবলিঙ্গের উপরে পঞ্চম **৫নং** স্থানে দ্রব্যসমূহ স্পর্শ করে এই মন্ত্র উচ্চারণ করবেন- **ওঁ ঈশানঃ সর্ববিদ্যানাং ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং ব্রহ্মাধিপতির্ব্রহ্মণোঽধিপতির্ব্রহ্মা শিবো মে অস্তু সদাশিবোম্||**

8.এবার সেই শিবলিঙ্গকে হাতে ধারণ করে সেই একই পাঁচটি মন্ত্র উচ্চারণ করে পঞ্চবক্ত্র মহাদেবের ধ্যান করতে হবে।

শিবমহাপুরাণোক্ত পঞ্চবক্ত্র শিবের ধ্যান:-

কৈলাসপীঠাসনমধ্যসংস্থং ভক্তৈঃ সনন্দাদিভির্র্চ্যমানম্|

ভক্তার্তিদাবানলহাপ্রমেযং ধ্যাযেদুমালিঙ্গিতবিশ্বভূষণম্||

ধ্যাযেন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং

রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং পরশুমৃগবরাভীতিহস্তং প্রসন্নম্|

পদ্মাসীনং সমন্তাৎ স্তুতমমরগণৈর্ব্যাঘ্রকৃত্তিং বসানং

বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিলভযহরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রম্||

9. উপরিউক্ত মন্ত্রে কিছুক্ষন ধ্যান করার পর **ওঁ -কার** মন্ত্র জপ করতে করতে শিবলিঙ্গকে সিংহাসনে বসাতে হবে (পীঠভাগের বাইরের দিকটি উত্তর দিকে মুখ করে রাখবেন।)

10.এবার শিবলিঙ্গে **ওঁ নমঃ শিবায** মহামন্ত্র উচ্চারণ করে ভস্ম বা সাদা খড়িমাটি ত্রিপুণ্ড্র এঁকে দিন এবং ত্রিপুণ্ড্রের মধ্যবর্তী রেখার মাঝখানে একটি কুমকুমের গোলাকার ফোঁটা দিন।

[প্রসঙ্গত বলে রাখা উচিৎ যে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠার সময় যেমন প্রণব **ওঁ -কার** জপের বিধান আছে তেমনই মহেশ্বরের মূর্তি স্থাপনের সময় প্রণবের পরিবর্তে পঞ্চাক্ষর **[নমঃ শিবায]** মহামন্ত্র জপের বিধান আছে। এটাই শিবমহাপুরাণোক্ত নির্দেশ।

এবার নিজের সাধ্যমতো শৈব আচারে পরমেশ্বর শিবের অর্চনা করুন। অন্তত ফুল, জল, ধূপ ও দীপ, নৈবেদ্য, সুগন্ধ চন্দন দিয়ে পঞ্চোপচারে ভক্তিভরে পূজা করতে পারেন। যখন পূজা করবেন তখন পরমেশ্বর কে বেলপাতা অর্পন করবেন। বিভিন্ন মিষ্টান্ন ও পাকা ফল ও একগ্লাস জল নিবেদন ককরবন। শেষে আরতি করবেন।

এরপর ভক্তিভরে **শিব লিঙ্গাষ্টকম্** পাঠ করুন।

অথ লিঙ্গাষ্টকম্ স্তোত্রম্-

ব্রহ্মমুরারি সুরার্চিত লিঙ্গং নির্মলভাসিত শোভিত লিঙ্গম |

জন্মজ দুঃখ বিনাশক লিঙ্গং তৎ প্রণমামি সদাশিব লিঙ্গম্ || ১ ||

দেবমুনি প্রবরার্চিত লিঙ্গং কামদহন করুণাকর লিঙ্গম্ |

রাবণ দর্প বিনাশন লিঙ্গং তৎ প্রণমামি সদাশিব লিঙ্গম্ || ২ ||

সর্ব সুগন্ধ সুলেপিত লিঙ্গং বুদ্ধি বিবর্ধন কারণ লিঙ্গম্ |

সিদ্ধ সুরাসুর বংদিত লিঙ্গং তৎ প্রণমামি সদাশিব লিঙ্গম্ || ৩ |

কনক মহামণি ভূষিত লিঙ্গং ফণিপতি বেষ্টিত শোভিত লিঙ্গম্ |

দক্ষ সুযজ্ঞ নিনাশন লিঙ্গং তৎ প্রণমামি সদাশিব লিঙ্গম্ || ৪ ||

কুঙ্কুম চন্দন লেপিত লিঙ্গং পঙ্কজ হার সুশোভিত লিঙ্গম্ |

সঞ্চিত পাপ বিনাশন লিঙ্গং তৎ প্রণমামি সদাশিব লিঙ্গম্ || ৫ ||

দেবগণার্চিত সেবিত লিঙ্গং ভাবৈর্ভক্তিভিরেব চ লিঙ্গম্ |

দিনকর কোটি প্রভাকর লিঙ্গং তৎ প্রণমামি সদাশিব লিঙ্গম্ || ৬ ||

অষ্টদলোপরিবেষ্টিত লিঙ্গং সর্বসমুদ্ভব কারণ লিঙ্গম্ |

অষ্টদরিদ্র বিনাশন লিঙ্গং তৎ প্রণমামি সদাশিব লিঙ্গম্ || ৭ ||

সুরগুরু সুরবর পূজিত লিঙ্গং সুরবন পুষ্প সদার্চিত লিঙ্গম্ |

পরাৎপরং পরমাত্মক লিঙ্গং তৎ প্রণমামি সদাশিব লিঙ্গম্ || ৮ ||

লিঙ্গাষ্টকমিদং পুণ্যং য পঠেশ্শিব সন্নিধৌ |

শিবলোকমবাপ্নোতি শিবেন সহ মোদতে ||

|| ইতি লিঙ্গাষ্টকম্ স্তোত্রম্ সম্পূর্ণম্ ||

সাথে আপনারা নিম্নোক্ত বৈদিক মন্ত্রও পাঠ করতে পারেন-

নিধনপতযে নমঃ | নিধনপতান্তিকায নমঃ | ঊর্ধ্বায নমঃ |

ঊর্ধ্বলিঙ্গায নমঃ | হিরণ্যায নমঃ | হিরণ্যলিঙ্গায নমঃ | সুবর্ণায নমঃ |

সুবর্ণলিঙ্গায নমঃ | দিব্যায নমঃ | দিব্যলিঙ্গায নমঃ | ভবায নমঃ |

ভবলিঙ্গায নমঃ | শর্বায নমঃ | শর্বলিঙ্গায নমঃ | শিবায নমঃ |

শিবলিঙ্গায নমঃ | জ্বলায নমঃ | জ্বললিঙ্গায নমঃ | আত্মায নমঃ |

আত্মলিঙ্গায নমঃ | পরমায নমঃ | পরমলিঙ্গায নমঃ | এতৎসোমস্য সূর্যস্য

সর্বলিঙ্গং স্থাপযতি পাণিমন্ত্রং পবিত্রম্| **(রেফারেন্স- কৃষ্ণ যজুর্বেদ/ তৈত্তিরীয় আরণ্যক/১০ম প্রপাঠক/১৬ নং অনুবাক)**

এবার সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করুন পরমেশ্বর শিবের সম্মুখে। এখানে পূজা সমাপ্ত করে ভক্ত শৈবগণকে নিজ সাধ্যমতো ভোজন করাবেন। সকল শিবভক্তের কপালে ত্রিপুণ্ড্র অঙ্কিত করে দেবেন।

শেষে পরমেশ্বর মহাদেবের কাছে প্রার্থনা করে বলবেন-

হে প্রভু ! হে জগতস্বামী ! হে উমাপতি শিব ! আপনি সর্বদা আমার গৃহে অবস্থান করে আমার পরিবার,বংশ,কূল এবং সকল পুরুষকে রক্ষা করুন। আপনার আশীর্বাদ যেন চিরকাল আমাদের সকলের উপর থাকে। আমরা যেন কখনোই আপনার কৃপা দৃষ্টি থেকে বঞ্চিত না হই। সমস্ত বিপদ থেকে আপনি আমাদের উদ্ধার করুন, আমরা নিজেকে আপনার কাছে সমর্পণ করছি। হে পরমেশ্বর আমাদের প্রতি কৃপা করুন, আমাদের প্রতি দয়া করুন, আমাদের প্রতি কল্যাণ করুন।

তবে উপাচার ছাড়াও ভক্তিভরে মন থেকে করা ভক্তিভাবের পূজাও পরমেশ্বর মহাদেব অতি প্রসন্ন হয়ে গ্রহণ করেন। যে গৃহে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত থাকে সেই ব্যক্তির কূল ধন্য হয়ে যায় , পূর্বপুরুষগণ আনন্দিত

হয়ে আশীর্বাদ করেন। গৃহের উপর পরমেশ্বরের সদা কৃপা বর্ষিত হয়। এই প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গে প্রতিদিন স্নান করে ত্রিপুণ্ড্র ও রুদ্রাক্ষ ধারণ করে শিবারাধনা করা অবশ্যই প্রয়োজন গৃহস্থের।

----------------|| **ইতি শিবলিঙ্গ স্থাপন বিধি সম্পূর্ণম্** ||----------------



➢ অধ্যায় নং 3

শৈবাগমোক্ত আচারে আচমন পদ্ধতি:-



বাংলায় শিবপূজায় শৈবাচারে আচমনের প্রচলন নেই। সুতরাং শিবভক্তরা সাধারণ স্মার্ত বা শাক্তমতেই শিবপূজাকালীন আচমন করে আসছেন। সুতরাং তাঁদের স্বার্থে বাংলায় প্রথমবার আগমোক্ত শৈবাচারে আচমন বিধি আনা হল। শৈব আচমনকে ভক্তের সুবিধার্থে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে -

- **প্রথম পর্যায়:-**

1. আচমনকারীর সবার প্রথমে করণীয় – হাত, পা, মুখ ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে ভূমিতে কুক্কুট আসনের ন্যায় বসা।

2. তার মুখ পূর্বদিকে অথবা উত্তর দিকে করে থাকতে হবে।

3. দুই হাঁটুর মাঝে তার দুই হস্ত রাখতে হবে।

4. তার হস্তদ্বয়ের কব্জি পরস্পরের সাথে যুক্ত অর্থাৎ মণিবন্ধ অবস্থায় রাখতে হবে।

5. ডান হাতের তালুকে গোরুর কানের ন্যায় ভাঁজ করতে হবে।

6. সেখানে তাকে সামান্য পরিমান জল নিয়ে তা পরপর তিনবার হাতের ব্রহ্মতীর্থে মুখ লাগিয়ে ঠোঁট দ্বারা শুষে নিয়ে পান করতে হবে। সেই জল যেন কীটপতঙ্গমুক্ত, ফ্যানাবিহীন, বুদবুদ বর্জিত ও পরিষ্কার থাকে। তৎপশ্চাৎ ডানহাতের বুড়ো আঙ্গুলের গোড়া দ্বারা দুইবার ঠোঁট মুছতে হবে।

7. বুড়ো আঙ্গুল এবং অনামিকা আঙ্গুল একত্রে যোগ করে ক্রমশ চোখ, নাক, কান, দুই বাহু(হাত), বুক, নাভি ও মাথা স্পর্শ করতে হবে।

- **দ্বিতীয় পর্যায়:-**

8. পুনরায় ডান হাত পেতে নিয়ে তাতে বিশুদ্ধ জল নিন একফোঁটা পরিমান।

9. এবার ঐ হাতের ব্রহ্মতীর্থে ঠোঁট লাগিয়ে জল শোষন করতে করতে মনে মনে নিঃশব্দে উচ্চারণ করুন এই প্রথম মন্ত্রটি- **ওঁ হ্রাং (হ্লাং) আত্মতত্ত্বায স্বধা**।

10. এবার হাতটি মুছে নিয়ে আবার ঐ ভাবে ডানহাতে একফোঁটা জল নিয়ে ব্রাহ্মতীর্থে ঠোঁট লাগিয়ে জল শোষন করতে করতে মনে মনে নিঃশব্দে উচ্চারণ করুন এই দ্বিতীয় মন্ত্রটি - **ওঁ হ্রীং (হ্লীং) বিদ্যাতত্ত্বায স্বধা**।

11. পুনরায় হাতটি মুছে নিয়ে আবার ঐ একই ভাবে ডানহাতে একফোঁটা জল নিয়ে ব্রহ্মতীর্থে ঠোঁট লাগিয়ে জল শোষন করতে করতে মনে মনে নিঃশব্দে উচ্চারণ করুন এই তৃতীয় মন্ত্রটি - **ওঁ হ্রূং (হ্লূং) শিবতত্ত্বায স্বধা**।

12. এইবার ডানহাতের বুড়ো আঙ্গুল দ্বারা ঠোঁট দুবার মুছতে হবে এবং মনে মনে নিঃশব্দে **কবচমন্ত্র** পাঠ করতে করতে হবে- **ওঁ শিং হ্রৈং কবচায হুং** অথবা **ওঁ শিং অনাদিবোধশক্তিধাম্নে কবচায হুং**। (দুটোই শৈবআগমোক্ত কবচ মন্ত্র , যেকোনো একটি উচ্চারণ করুন।)

13. এরপরে ডাননহাত দিয়ে নিজের ডান ও বামচোখ একত্রে স্পর্শ করে মনে মনে নিঃশব্দে **হৃদয়মন্ত্র** জপ করুন - **ওঁ ওঁ হ্রাং হৃদযায নমঃ**

অথবা **ওঁ ওঁ অনন্তশক্তিধাম্নে হৃদযায নমঃ**। (দুটোই শৈবআগমোক্ত হৃদয় মন্ত্র , যেকোনো একটি উচ্চারণ করুন।)

তৃতীয় পর্যায়:-

14. পুনরায় পরিষ্কার, ফেনামুক্ত, জীবানুমুক্ত শুদ্ধ একফোঁটা জল ডান হাতের তালুতে নিতে হবে।

15. এরপর পূর্বোক্ত একইরকম ভাবে তিনবার মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক তিনবার আচমন পূর্বক তা পান করতে হবে।

16. তারপর **অস্ত্রমন্ত্র** জপ পূর্বক দুইবার নিজের ঠোঁট মুছতে হবে **- ওঁ যং হ্রঃ অস্ত্রায ফট্** অথবা **ওঁ যং অলুপ্তশক্তিধাম্নে অস্ত্রায ফট্**। (দুটোই শৈবআগমোক্ত অস্ত্র মন্ত্র , যেকোনো একটি উচ্চারণ করুন।)

17. তারপর একবার করে ধীরে ধীরে নিজের মুখমন্ডল ও পায়ের পাতা মুছতে হবে।

18. এরপর তাকে বুড়ো আঙুল ও তর্জনীকে পরস্পর জোড়া করে মাথা স্পর্শ করতে হবে।

19. তারপর বুড়ো আঙুল ও তর্জনীকে পরস্পর জোড়া করে তাঁকে প্রথমে বাম চোখ তারপর ডান চোখ স্পর্শ করতে হবে।

20. তারপর বুড়ো আঙুল ও কনিষ্ঠা পরস্পর জোড়া করে তাকে নিজের নাকের ছিদ্র দুটিকে স্পর্শ করতে হবে।

21. তারপর বুড়ো আঙুলে জল লাগিয়ে নিজের কান ও বাহু(হাত) দুটিতে স্পর্শ করতে হবে।

22. তারপর বুড়ো আঙুল দিয়ে তাকে নিজের নাভি স্পর্শ করতে হবে।

23. তারপরে সমস্ত আঙুলের অগ্রভাগ একসাথে করে নিজের হৃদয়ে বা বাম বক্ষস্থলে রাখতে হবে এবং সর্বশেষে সমস্ত আঙুল দিয়ে নিজের মাথাকে স্পর্শ করতে হবে।



[**বিঃদ্রঃ- ১.** উপরিউক্ত সবকটি মন্ত্রের বীজগুলি শৈবআগমোক্ত। অদীক্ষিতদের জন্য বীজ উচ্চারণ নিষ্প্রয়োজন।

২. বীজগুলিতে **হ্র** এর জায়গায় অনেকসময় অনেক জায়গায় **র-**ফলা বাদ দিয়ে শুধুমাত্র **হ** উচ্চারণ করা হয়ে থাকে। যেমন **- হ্রূং** থেকে **হূং** বা **হ্রাং** থেকে **হাং** বা **হ্রৌং** থেকে **হৌং** ইত্যাদি। এরকম অনেক জায়গাতেই দেখতে পাওয়া যায়। সুতরাং দুটোই সঠিক।

৩.যে সমস্ত ব্যক্তির কাছে সময়ের অভাব রয়েছে তিনি শুধুমাত্র দ্বিতীয় পর্যায়টি অনুসরণ করতে পারেন।]

-------------|| ইতি শৈব আচমন পদ্ধতি সম্পূর্ণম্ ||------------





➢ অধ্যায় নং 4

শৈবাগমোক্ত আচারে পঞ্চশুদ্ধি :-

শৈবাগমোক্ত নির্দেশানুযায়ী শিবার্চনকালীন পঞ্চশুদ্ধি করা খুবই জরুরি। পঞ্চশুদ্ধি বলে **আত্মশুদ্ধি, স্থানশুদ্ধি, দ্রব্যশুদ্ধি, লিঙ্গশুদ্ধি** ও **মন্ত্রশুদ্ধি** এই পাঁচ প্রকারের শুদ্ধিকে বোঝায়।

- **আত্মশুদ্ধি:-**

সবার প্রথমে এই আত্মশুদ্ধি সেরে ফেলতে করতে হয়। **স্নান, শৌচকর্ম, করশুদ্ধি, ভস্মস্নান, আচমন, করন্যাস, প্রাণায়াম** ও **ভূতশুদ্ধি, দেহন্যাস, ৩৮ কলান্যাস, ষড়াঙ্গন্যাস** ও **মাতৃকান্যাস** – এগুলি সবই আত্মশুদ্ধির মধ্যে পড়ে।

1. ঘুম থেকে ব্রহ্মমুহূর্তে (3:30-6:00 am) উঠে অথবা যারা পারবেন না তারা ভোর সকালে উঠে শিবকে চিন্তন করবেন – **হৃৎপঙ্কজগতং শিবম্। নিষ্কম্পং দীপিকাকারং প্রণবাত্মকং অব্যযম্।** - এটি পাঠ করে।

2. শৈব আগমে শৌচকর্ম, স্নান, দন্তপরিষ্কার, মার্জন, অঘমর্ষণ ও তর্পণ এসবের জন্যও বিশদ বিধির উল্লেখ আছে। একদম সংক্ষেপে নিম্নে এসবের বর্ণন করা হল।

3. স্নান - আপনারা সাধারণ নিয়মেই শৌচকর্মাদি সারবেন। এরপর স্নানের জলকে **নমঃ শিবায** মহামন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করে নেবেন। এরপর **পঞ্চব্রহ্ম মন্ত্র** অর্থাৎ সদ্যোজাত, বামদেব, অঘোর, তৎপুরুষ ও ঈশান মন্ত্র জপ পূর্বক স্নান সেরে নেবেন। স্নানের পরে আচমনের বিধি আছে শাস্ত্রে। তবে সুবিধার্থে শিবপূজায় বসার পূর্বে করশুদ্ধি করার পর আচমন করলেও তা মান্য।

4. মার্জন – বামহাতের তালুতে খানিকটা জল নেবেন। তারপর **নমঃ শিবায** জপ পূর্বক সেটিকে অভিমন্ত্রিত করবেন। তারপর ডানহাতের তালুতে সেই জল স্থানান্তরিত করবেন। এরপর আগমোক্ত নির্দেশানুসার নিম্নোক্ত বৈদিক **মার্জন মন্ত্র** পাঠ পূর্বক সেই জল নিজের মস্তক, বক্ষ, উদর, পদ ইত্যাদি সর্বাঙ্গে ছেঁটাবেন –

আপো হি ষ্ঠা মযোভুবস্তা ন ঊর্জে দধাতন।

মহে রণায় চক্ষসে॥

যো বঃ শিবতমো রসস্তস্য ভাজযতেহ নঃ।

উশতীরিব মাতরঃ॥

তস্মা অরং গমাম বো যস্য ক্ষযায জিন্বথ।

আপো জনযথা চ নঃ॥

5.অঘমর্ষণ- পুনরায় বামহাতের তালুতে জল নিয়ে পঞ্চব্রহ্ম ও ষড়াঙ্গ মন্ত্র জপ করে তা ডানহাতের তালুতে স্থানান্তরিত করবেন ও বামহাত দিয়ে ঢেকে রেখে নিম্নোক্ত বৈদিক **অঘমর্ষণ মন্ত্র** তিনবার জপ করবেন –

ওঁ ঋতং চ সত্যং চাভীদ্ধাত্তপসোঽধ্যজাযত।

ততো রাত্রিরজাযত ততঃ সমুদ্রো অর্ণবঃ ||

সমুদ্রাদর্ণবাদধি সংবৎসরো অজাযত।

অহোরাত্রাণি বিদধদ্বিশ্বস্য মিষতো বশী ||

সূর্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্বমকল্পযৎ।

দিব্যং চ পৃথিবীং চান্তরিক্ষমথো সুবঃ | (বৈদিক মন্ত্র, শৈবাগমোক্ত নির্দেশ)

এরপর ডানহাতের সেই জলকে বাম নাসাছিদ্রের কাছে নিয়ে গিয়ে শ্বাস নিতে হবে এবং চিন্তন করতে হবে যে সেই অভিমন্ত্রিত জল ইড়া নাড়িতে অবস্থিত সকল পাপের বিনাশ করছে। এরপর সেই জলপূর্ণ ডানহস্তকে ডান নাসাছিদ্রের কাছে এনে শ্বাস ছাড়তে হবে এবং চিন্তন করতে হবে যে সেই পাপপুরুষ পিঙ্গলা নাড়ি দ্বারা বাইরে এসে গেছে। এরপর নিজদেহের বামদিকে বজ্রশিলার কল্পনা করে সেই শিলায় সেই ডানহাতের তালুমধ্যস্থ

পাপপুরুষ মিশ্রিত জলকে **শিবাস্ত্র মন্ত্র** পাঠ পূর্বক নিক্ষেপ করতে হবে যাতে সেই পাপপুরুষ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়।

আগমোক্ত শিবাস্ত্র মন্ত্র - ওঁ যং হ্রূঃ শিবাস্ত্রায ফট্

6. তর্পণ- এরপর দেবগণ, দিকপালগণ, ঋষিগণ, পিতৃগণ ইত্যাদি গণাদির উদ্দেশ্য **তর্পণ** করতে হবে। পূর্বকামিকাগমোক্ত তর্পণ বিধি নীচে দেওয়া হল-

ওঁ দেবানাং তর্পযামি স্বাহা |

ওঁ দিকপতীনাং তর্পযামি নমঃ |

ওঁ ঋষীণাং তর্পযামি নমঃ |

ওঁ সিদ্ধানাং তর্পযামি নমঃ |

ওঁ গ্রহানাং তর্পযামি নমঃ |

ওঁ ভূতানাং তর্পযামি বৌষট্ |

ওঁ পিতৃণাং তর্পযামি স্বধা |

এরপর **নমঃ শিবায** মূল মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক শিবের উদ্দেশ্য তর্পণ করুন-

শিবংস্তর্পযামি স্বাহা |

কালোত্তর-আগম মতে কুশ, **পুষ্প**, অক্ষত (আতপচাল ও দানাশস্য) এসবের দ্বারা দেবতাগণের, **কুশের** দ্বারা ঋষিগণের, **তিল** দ্বারা পিতৃপুরুষগণের এবং জলদ্বারা দেবগণ ও ঋষিগণের উদ্দেশ্যে তর্পণ করা উচিত। এরপর ধৌত বস্ত্র ধারণ করতে হবে।

7. বস্ত্র ধারণের পূর্বে যারা পারবেন তারা শৈবাগমোক্ত আচারে **ভস্ম স্নান** করবেন অর্থাৎ এক কথায় নিজদেহের পঞ্চঅঙ্গে (ব্রহ্মতালু, মুখমণ্ডল, হৃদয়/বুক, গুহ্যদেশ ও পদদ্বয়) সামান্য ভস্ম মাখতে হবে। তারপর বাকি সব অঙ্গে সামান্য ভস্ম মাখতে হবে, একে **ভস্ম উদ্ধুলন** বলে। শৈবাগমোক্ত পদ্ধতিতে **ভস্মস্নান ও উদ্ধুলন** এই পুস্তকের **9 নং অধ্যায়েই** দেওয়া হয়েছে।

[**বিঃদ্রঃ**- স্নান, আচমন, মার্জন, অঘমর্ষণ ,তর্পণ ও ভস্মস্নান এসব রীতিনীতি গুলিকে **ত্রিসন্ধ্যাকালীনই** অর্থাৎ ব্রহ্মমুহূর্তে (**ব্রাহ্মীসন্ধ্যা**), দুপুরবেলায় (**বৈষ্ণবীসন্ধ্যা**) এবং সন্ধ্যাবেলায় (**রৌদ্রীসন্ধ্যা**) পালন করার নির্দেশ প্রদান করছে আগম। তবে কেউ তা পালন করতে সমর্থ না হলে - সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে স্নান, মার্জন, অঘমর্ষ ও তর্পণ সেরে পূজায় বসার আগে ভস্মস্নান, রুদ্রাক্ষ ও ত্রিপুণ্ড্রধারণ, করশুদ্ধি, আচমন এসব করবেন।

দুপুরে এবং সন্ধ্যাবেলায় অন্তত **মন্ত্রস্নানের রীতিটুকু** সম্পন্ন করবেন তাহলেই হবে। মন্ত্রস্নানের জন্য **নমঃ শিবায** মন্ত্রে জলকে অভিমন্ত্রিত করে তা **পঞ্চব্রহ্ম** মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক দেহের সর্বাঙ্গে সামান্য ছিঁটিয়ে নেবেন।]

8. ভস্ম স্নানের পর **করশুদ্ধি** করতে হবে। এরজন্য সচন্দন কোনো লাল পুষ্প দুই হাতের তালুর মধ্যে রেখে **ফট্** উচ্চারণ পূর্বক ওই পুষ্প করদ্বয়ের তালুদ্বারা পেষণ করে সেটাকে ফেলে দিতে হবে। এইভাবেই করশুদ্ধি করার বিধান আছে শাস্ত্রে।

9.এরপর উত্তরমুখী বা পূর্বমুখী হয়ে শৈবাগমোক্ত মতে **আচমন** করতে হবে। শৈবাগমোক্ত আচমন এই পুস্তকের **3 নং** অধ্যায়েই দেওয়া রয়েছে।

10.এরপর **করন্যাস** করতে হবে। শৈবাগমোক্ত করন্যাস বিধি এই পুস্তকের **12 নং** অধ্যায়েই দেওয়া রয়েছে।

11.এরপর **তালমুদ্রা** অর্থাৎ ডান হাতের তর্জনী ও মধ্যমা আঙুলকে জোড়া করে বাম হাতের তালুতে তিনবার তালি দিয়ে অস্ত্রমন্ত্র **ফট্** বা **ওঁ যং হ্রঃ অস্ত্রায় ফট্** মন্ত্র পাঠ পূর্বক **দশদিককে বন্ধন** করতে হবে।

12.এরপর ভূতশুদ্ধি করতে প্রথমে **তিনবার প্রাণায়াম** করতে হবে। তারসাথে তারপর করতে হবে শিব পঞ্চাক্ষর মন্ত্রের ঋষ্যাদিন্যাস, বিনিয়োগ, করন্যাস, দেহন্যাস, ৩৮ কলান্যাস, ষড়াঙ্গন্যাস সাথে করতে

হবে মাতৃকান্যাস এবং ষটচক্রভেদ পূর্বক পরমশিবের চিন্তন। শৈবাগমোক্ত উপায়ে প্রাণায়াম ও ভূতশুদ্ধি বিধি এই পুস্তকের **18 নং** অধ্যায়েই দেওয়া রয়েছে।

- **স্থানশুদ্ধি :-** **নমঃ শিবায** মূল মন্ত্রে বিশুদ্ধ, সুগন্ধি জল দ্বারা প্রোক্ষণ সম্পন্ন করে **ফট্** উচ্চারণ পূর্বক বিঘ্নকে দূর করুন। **ওঁ শিং হ্রেং কবচায় হুং** - উচ্চারণ করে স্থানটিকে **অবগুণ্ঠণ** অর্থাৎ **সুরক্ষিত** করতে হবে সাথে **অবগুণ্ঠণ মুদ্রা** দেখাতে হবে। এরপর সেই স্থানের উদ্দেশ্যে ফুল, চন্দন, ধূপ, দীপ এসব দেখাতে হবে।

- **দ্রব্যশুদ্ধি :-**

1.পূজায় ব্যবহৃত সকল দ্রব্য, অর্ঘ্যপাত্র, পানপাত্র, পুষ্পপাত্রকে **অস্ত্রমন্ত্র** দ্বারা **ক্ষালণ/প্রক্ষালণ** (সামান্য জল ছেঁটানো) করে নিতে হবে।

2.তারপর অর্ঘ্য উদক (জল) ছিঁটিয়ে **হৃদয়মন্ত্র** দ্বারা দ্রব্যসমূহের **প্রোক্ষণ**(সামান্য জল ছিঁটিয়ে শুদ্ধিকরণ) ও **নিরীক্ষণ** (পর্যবেক্ষণ করা) করতে হবে।

3.এরপর **কবচমন্ত্র** দ্বারা **অবগুণ্ঠণ** করতে হবে। সাথে **অবগুণ্ঠণ মুদ্রা** দেখাতে হবে।

4.পঞ্চামৃত, ধূপ, দীপ গন্ধ, পুষ্প, এসবের **তৎপুরুষ** মন্ত্র দ্বারা **প্রোক্ষণ** করতে হবে।

5.আবার চন্দন, ফুল, নৈবেদ্য, বস্ত্র, গহনা এদেরকেও সদ্যোজাত, বাম,অঘোর ইত্যাদি **পঞ্চাঙ্গমন্ত্র/পঞ্চব্রহ্ম মন্ত্র** দ্বারাও শুদ্ধি করার বিধান আছে কামিকাগমে। আপনারা যেকোনো একটি উপায়কে বাছতে পারেন। **পঞ্চব্রহ্ম** মন্ত্র এই পুস্তকের **1 নং অধ্যায়েই** দেওয়া আছে।

6.গুরুর আজ্ঞা নিয়ে ডান হাতে ন্যাস করতে হবে – **ব্যোমব্যাপী মন্ত্রের**। **ব্যোমব্যাপী মন্ত্র - ওঁ আং ঈং ঊং ব্যোমব্যাপিনে ওঁ নমঃ** (পূর্ব কারণাগমোক্ত মন্ত্র।) এমনটাই নির্দেশ দেওয়া আছে **দীপ্ত-আগমে**।

7.এরপর সেইসব দ্রব্যের উদ্দেশ্য **সুরভীমুদ্রা/ধেনুমুদ্রা** ও **শূলমুদ্রা** দেখাতে হবে। এটাই দীপ্তাগমোক্ত নির্দেশ। কেউ চাইলে আবার শিবমহাপুরাণোক্ত নির্দেশ অনুযায়ী সকল দ্রব্যের উদ্দেশ্যে শুধুমাত্র **ধেনুমুদ্রা/সুরভীমুদ্রা** দেখাতে পারেন। এই বিধিকে **অমৃতীকরণ** বলে।

- **লিঙ্গশুদ্ধি :-**

1.প্রথমে **হৃদয় মন্ত্র** পাঠ পূর্বক ঘন্টা বাজিয়ে **তাড়ন** করে নিন।

2.শিবলিঙ্গের মাথায় কিছু পরিমান অর্ঘ্যউদক(জল) ছিঁটিয়ে নিন।

3.নির্মাল্য, পুষ্পগুলিকে **পঞ্চব্রহ্ম মন্ত্র** পাঠ পূর্বক অভিমন্ত্রিত করে নিন।

4.এরপর **তর্জনী** ও **মধ্যমা** দ্বারা কিছু পুষ্প নিয়ে তা **সদ্যোজাত মন্ত্র** পাঠ পূর্বক কনিষ্ঠা ও তর্জনী দ্বারা শিবলিঙ্গের মাথায় স্থাপন করতে হবে।

5. কিছু নির্মাল্য চণ্ডেশ্বরের উদ্দেশ্যে সমর্পণ করতে হবে। শিবলিঙ্গের মাথায় সবসময়ই যেন পুষ্প, বিল্বপত্র এসব উপস্থিত থাকে। শিবলিঙ্গের মস্তকভাগ পুষ্প, নির্মাল্য শূণ্য যেন কখনোই না থাকে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

6.**শিবাস্ত্র** মন্ত্র পাঠ পূর্বক শিবলিঙ্গের **লিঙ্গভাগকে** শুদ্ধ/**প্রোক্ষণ** করতে হবে। শৈবাগমোক্ত **শিবাস্ত্র** মন্ত্র - **ওঁ হ্রঃ শিবাস্ত্রায ফট্** অথবা **ওঁ হ্রঃ অনন্তশক্তিধাম্নে জ্যোতিরূপায শিবাস্ত্রায ফট্ |**

7.এরপর **পাশুপতাস্ত্র** মন্ত্রের দ্বারা শিবলিঙ্গের **পীঠভাগকে** শুদ্ধ করতে হয়। শৈবাগমোক্ত **পাশুপতাস্ত্র** মন্ত্র – **ওঁ... পাশুপতাস্ত্রায ফট্ |** (বীজ গোপনীয়)

8.তারপর **বিদ্যাঙ্গাস্ত্র** মন্ত্র দ্বারা শিবলিঙ্গের **'স্থল' ভাগকে** শুদ্ধ করতে হবে। [**'লিঙ্গস্থল'** বলতে উপরের লিঙ্গভাগ ও নীচের পীঠভাগের মধ্যবর্তী অংশকে কল্পনা করে চলুন।] শৈবাগমোক্ত **বিদ্যাঙ্গাস্ত্র মন্ত্র** - **ওঁ .... বিদ্যাঙ্গাস্ত্রায ফট্ |** (বীজ গোপনীয়।)

9.এরপর **ক্ষুরিকাস্ত্র** মন্ত্র দ্বারা সেখানে নির্মাল্য/পুষ্প অর্পণ করতে হবে। শৈবাগমোক্ত **ক্ষুরিকাস্ত্র** মন্ত্র - **ওঁ...ক্ষুরিকাস্ত্রায ফট্ |** (বীজ গোপনীয়।)

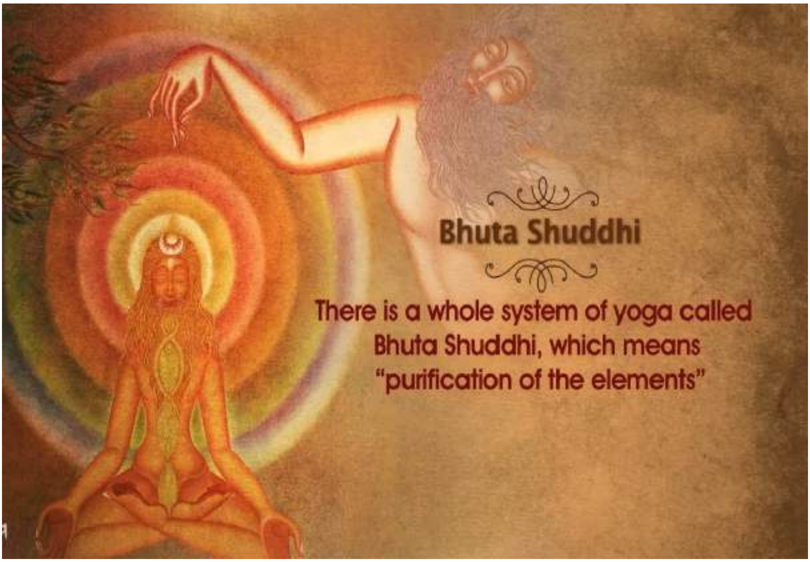
[**বিঃদ্রঃ-** গুরুর আজ্ঞা ব্যতীত অস্ত্রের বীজ উচ্চারণ করবেন না। শুধু মূল মন্ত্রটুকু বললেই হবে। তাই অস্ত্রের বীজগুলি দেওয়া হল না।]

- **ন্ত্রশুদ্ধি :-**

বিশেষত শিব পঞ্চাক্ষর বা ষড়াক্ষর মন্ত্র জপের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হল মন্ত্রশুদ্ধি। শিব পঞ্চাক্ষর মন্ত্রের বিনিয়োগ, ঋষ্যাদিন্যাস, করন্যাস, দেহন্যাস ষড়াঙ্গন্যাস সহ মাতৃকান্যাস করলেই মন্ত্রশুদ্ধির বেশিরভাগই সম্পন্ন হয়ে যায়। এরপর পূজায় ব্যবহৃত সমস্ত মন্ত্রগুলি যেমন – **পঞ্চব্রহ্ম মন্ত্র, ষড়াঙ্গমন্ত্র, ব্যোমব্যাপী মন্ত্র** এসবের উদ্দেশ্যে পূর্বে **ওঁ** ও শেষে **নমঃ** যোগ করে প্রতিটি মন্ত্রের জন্য পুষ্পাঞ্জলি দিতে হবে। এইভাবেই সম্পন্ন হয় **মন্ত্রশুদ্ধি**। মন্ত্রশুদ্ধির সময় মাথায় **ত্রিপুণ্ড্র** এবং মাথার উপরে **পুষ্প**

রাখতে হবে এবং মৌনভাবে মনে মনে মন্ত্রোচ্চারণ করতে হবে। উপরিউক্ত মুদ্রাগুলির রেখাচিত্র আপনারা এই পুস্তকের **25 নং** অধ্যায় **মুদ্রা প্রকরণ** এ পেয়ে যাবেন।

----------------|| ইতি শৈবাগমোক্ত পঞ্চশুদ্ধি সম্পূর্ণম্ ||-----------------



➢ অধ্যায় নং 5

শৈবাগমোক্ত আচারে অর্ঘ্য, পাদ্য ও আচমনীয় প্রস্তুতি :-

বঙ্গের পুরোহিতেরা শিবপূজার ক্ষেত্রে এতদিন ধরে সাধারণ বঙ্গীয় স্মার্ত বিধি অনুসারেই অর্ঘ্য, পাদ্য ও আচমনীয় উদক তৈরী করে আসছেন, এমনকি বাংলার শৈবদের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। তবে আজ থেকে শিবার্চনের দরুন আপনাদের আর সাধারণ বঙ্গীয় পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে না কেননা আজ থেকে শিবমুখ নিঃসৃত শৈব আগমোক্ত বিধান অনুযায়ী অর্ঘ্য, পাদ্য ও আচমনীয় উদক তৈরীর বিধি নিয়ে আমরা হাজির হয়েছি।



- **পদ্ধতি-**

1. প্রথমে পূজায় ব্যবহার করা হবে এমন সকল দ্রব্যের **দ্রব্যশুদ্ধি** করে নিতে হবে শৈব আগমোক্ত উপায়ে। এই দ্রব্যশুদ্ধির বিধি এই পুস্তকের **চতুর্থ** অধ্যায়েই বর্ণিত আছে।

2. তারপরে বর্ধনীকলস বা শক্তিকলসে সুগন্ধি জল ভরতে হবে **অস্ত্র মন্ত্র** পাঠ পূর্বক – **ওঁ যং হ্রঃ অস্ত্রায ফট্** ।

3. তারপর সেখান থেকে কিছু জল নিয়ে তা পুনরায় **অস্ত্র মন্ত্র** – **ওঁ যং হ্রঃ অস্ত্রায ফট্** – পাঠ পূর্বক পাদ্য, আচমনীয় ও অর্ঘ্য পাত্রের উপর ছেঁটাতে হবে। এটাকেই **প্রোক্ষণ** বলে।

4. এরপর পাত্রগুলির দিকে **হৃদয়মন্ত্র** – **ওঁ ওঁ হ্রাং হৃদযায নমঃ** – পাঠ পূর্বক **নিরীক্ষণ** করতে হবে/দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে হবে এবং **কবচমন্ত্র** – **ওঁ শিং হ্রৈং কবচায হুং** – দ্বারা **অবগুণ্ঠণ** /রক্ষা করতে হবে। সাথে **অবগুণ্ঠণ মুদ্রা** দেখাতে হবে।

5. এরপর বিভিন্ন ফুল, পত্র, কর্পূর চন্দন, চাল, কুশঘাস, তিল, যব, সর্ষে, বিল্বপত্র, দুধ এসব সংগ্রহ করে তাদেরকেও **হৃদয়মন্ত্র** – **ওঁ ওঁ হ্রাং হৃদযায নমঃ** পাঠ পূর্বক বর্ধনীকলসের সুগন্ধি জল দ্বারা প্রোক্ষণ করতে হবে।

6. এরপর **পাদ্য পাত্রে** বর্ধনীপাত্রের সুগন্ধি জল ভরতে হবে এবং ওর মধ্যে কুঙ্কুম, চন্দন, সাদা সর্ষে, দূর্বা, উশীর গাছের মূল(বেনা বা নল গাছ) এগুলি দিতে হবে।

7. এরপরে **আচমনীয় পাত্রেও** বর্ধনীপাত্র থেকে জল ঢালতে হবে এবং সেখানে কর্পূর, কুষ্ঠকপত্র, লবঙ্গ, এলাচ, বিল্বপত্র, গন্ধ, পুষ্প এসব দিতে হবে - হৃদয়মন্ত্র – **ওঁ ওঁ হ্রাং হৃদযায নমঃ** – পাঠ পূর্বক।

8. এরপর **অর্ঘ্য উদক পাত্রেও** বর্ধনীকলসের জল ঢালতে হবে। সেখানে জল, দুধ, কুশাগ্র, দুর্বাঘাস, আতপচাল, পুষ্প, তিল, যব, ধান, সাদা সর্ষে এগুলি দিতে হবে।

9. অর্ঘ্য পাত্র সহ বাকি পাত্রগুলির উদ্দেশ্য এরপর অমৃতমুদ্রা/ধেনুমুদ্রা দেখাতে হবে এবং বলতে হবে **ওঁ ওঁ হৃদযায বৌষট্ |** একে **অমৃতীকরণ** বলে।

10. তারপর কবচ মন্ত্রে পাত্রগুলিকে সুরক্ষিত করতে হবে – **ওঁ শিং হ্রৈং কবচায হুং |**

11. তারপর পাত্রগুলিকে ফুল, চন্দন, ধূপ সহ পূজা করতে হবে।

এই ভাবেই অর্ঘ্য , পাদ্য ও আচমনীয় উদক প্রস্তুতির কথা বর্ণিত আছে পূর্ব-কামিকাগমে। উপরিউক্ত মুদ্রাগুলির ছবি এই পুস্তকের **25 নং** অধ্যায় **মুদ্রা প্রকরণ** এ দেওয়া রয়েছে।

----------|| ইতি অর্ঘ্য, পাদ্য ও আচমনীয় প্রস্তুতি সম্পূর্ণম্ ||---------



➢ অধ্যায় নং 6

শৈবাগমোক্ত আচারে পঞ্চামৃত শোধন পদ্ধতি :-

দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু ও শর্করা (আঁখের রস বা চিনি জল) এদেরকে একসাথে **পঞ্চামৃত** বলে যা সাধারণত **রুদ্রাভিষেকে** ব্যবহৃত হয়। পূর্ব-কামিকাগমে পঞ্চামৃত শোধনের যে বিধি আছে তা নিম্নে বর্ণিত হল-

দুগ্ধকে অভিমন্ত্রিত করতে হবে - **হৃদয়মন্ত্র** দ্বারা - **ওঁ ওঁ হ্রাং হৃদযায নমঃ।**

দধিকে অভিমন্ত্রিত করতে হবে - **শিরমন্ত্রের** দ্বারা - **ওঁ নং হ্রীং শিরসে স্বাহা।**

ঘৃতকে অভিমন্ত্রিত করতে হবে - **শিখামন্ত্র** দ্বারা - **ওঁ মং হ্রূং শিখাযৈ বষট্।**

ধুকে অভিমন্ত্রিত করতে হবে - **কবচমন্ত্র** দ্বারা - **ওঁ শিং হ্রৈং কবচায হুং।**

শর্করাকে অভিমন্ত্রিত করতে হবে - **নেত্রমন্ত্র** দ্বারা - **ওঁ বাং হ্রৌং নেত্রত্রযায বৌষট্।**

সুগন্ধি জলকে অভিমন্ত্রিত করতে হবে - **অস্ত্রমন্ত্র** দ্বারা - **ওঁ যং হ্রঃ অস্ত্রায ফট্ ।**

[**বিঃদ্রঃ**- দ্রব্যগুলিকে একটি পাত্রে নিয়ে সেই পাত্রটিকে হাতে ধরে মন্ত্রগুলি পাঠ করতে হবে।]



------------------|| ইতি শৈবাগমোক্ত পঞ্চামৃত শুদ্ধি সম্পূর্ণম্ ||----------------

➢ অধ্যায় নং 7

শৈবাগমোক্ত আচারে পঞ্চগব্য শোধন পদ্ধতি :-

দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, গোময় (গোবর) ও গোমূত্র এই পাঁচটি উপাদানকে একত্রে বলে **পঞ্চগব্য।** শৈব আগমে পঞ্চগব্য দ্বারাও **রুদ্রাভিষেকের** বিধান আছে। শৈবরা শিবার্চনকালীন, এবার থেকে বঙ্গীয় স্মার্ত আচার ছেড়ে শৈবাচারে পঞ্চগব্যকে শোধন করতে পারবেন। পূর্ব-কামিকাগমে পঞ্চগব্য শোধনের যে বিধি রয়েছে তা নীচে বর্ণিত হল –

দুগ্ধের শোধনের জন্য - **ঈশান** মন্ত্রের **একবার** জপ করতে হবে - **ওঁ** হোং **ঈশানমূর্ধায নমঃ** |

দই/দধি এর শোধন করতে - **তৎপুরুষ** মন্ত্রের **দুইবার** জপ করতে হবে - **ওঁ** হেং **তৎপুরুষবক্ত্রায নমঃ** |

ঘৃতকে শোধনের জন্য - **অঘোর** মন্ত্রের **তিনবার** জপ করতে হয় - **ওঁ** হুং **অঘোরহৃদযায নমঃ** |

গোমূত্রের শোধনের জন্য - **চারবার বামদেব** মন্ত্র জপ করতে হবে - **ওঁ** হিং **বামদেবগুহ্যায নমঃ** |

গোময়কে শুদ্ধ করতে - **পাঁচবার সদ্যোজাত** মন্ত্র জপতে হবে-

ওঁ হং সদ্যোজাতমূর্তযে নমঃ |

অংশুমান আগমে পঞ্চগব্য তৈরীর বৃহৎ বিধান দেওয়া রয়েছে। জটিলতার কারণে সেই বিধির আর উল্লেখ করা হল না।

[**বিঃদ্রঃ-** দ্রব্যগুলিকে একটি পাত্রে নিয়ে সেই পাত্রটিকে হাতে ধরে মন্ত্রগুলি পাঠ করতে হবে।]

---------------|| ইতি শৈবাগমোক্ত পঞ্চগব্য শুদ্ধি সম্পূর্ণম্ ||-----------



➢ **অধ্যায় নং ৪**

শৈবাগমোক্ত আচারে পবিত্র ভস্ম তৈরীর বিধি :-



- **সংক্ষিপ্ত পরিচয়-**

পূর্ব-কামিকাগম মতে ভস্ম বা বিভূতি চারপ্রকারের - **কল্প, অনুকল্প, উপকল্প** ও **অকল্প**। এদের মধ্যে **কল্প** ভস্ম সর্বোত্তম। কোনো রোগমুক্ত, কালো না নীলচে বা খয়েরী গাত্র বর্ণের গোরুর তাজা গোবর মাটিতে পড়ার আগেই সেটা সংগ্রহ করে তা থেকে তৈরী ভস্ম - **কল্প ভস্ম**। কোনো জঙ্গলাকীর্ণ এলাকা থেকে সংগ্রহ করা গোময় থেকে তৈরী ভস্ম -**অনুকল্প ভস্ম**। নদীর ধার বা অন্যান্য জলযুক্ত এলাকা থেকে সংগ্রহীত গোময় থেকে

তৈরী ভস্ম- **উপকল্প ভস্ম**। অন্যান্য জায়গা থেকে সংগৃহীত করে নিজের মতো করে ভস্ম বানালে তা হয় – **অকল্প ভস্ম**।

চন্দ্রজ্ঞানাগম **মতে শিবাগ্নি** দ্বারা প্রস্তুত ভস্ম **শিবযোগীদের** জন্য আদর্শ।

বিরজা দীক্ষাকৃত অগ্নি থেকে প্রস্তুত ভস্ম **ভস্ম স্নানের** জন্য আদর্শ।

ঔপাসনা অগ্নির/ গৃহাগ্নির দ্বারা প্রস্তুত ভস্ম **গৃহস্থের** জন্য আদর্শ।

সমিদা অগ্নি থেকে উদ্ভূত ভস্ম ব্রহ্মচারিদের জন্য আদর্শ। ইত্যাদি।

শৈবাগমে ভস্মের আরও কিছু বিশেষ প্রকারের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়, যথা - মাটিতে পড়ার আগেই গোময় সংগ্রহ করে সেটিকে **পঞ্চব্রহ্ম** মন্ত্র দ্বারা শোধন করার পর সেটাকে ব্যবহার করে যে ভস্ম তৈরী হয় তাকে **শান্তিক ভস্ম** বলে।

যদি গোময়কে মাটিতে পড়ার পূর্বে সংগ্রহ করে **ষড়াঙ্গ মন্ত্র** দ্বারা সেটাকে শোধন করা হয় তবে সেটা থেকে তৈরী ভস্মকে **পৌষ্টিক ভস্ম** বলে।

ভূমিতে পতিত হওয়া গোবর সংগ্রহ করে সেটা থেকে যে ভস্ম তৈরী করা হয় তাকে **কামদ ভস্ম** বলে।

আবার **বৃহজ্জাবাল উপনিষদ** মতে ভস্মের পাঁচটি স্বরূপ আছে, যথা – **বিভূতি, ভসিত, ভস্ম, ক্ষার** ও **রক্ষা**।

সদ্যোজাত থেকে পৃথিবী তত্ত্বের সৃষ্টি হয়। সেখান থেকে জাত হয় নিবৃত্তি কলা। তার থেকে জাত হয় কপিল বর্ণের (খয়েরী বা লালচে) নন্দা গাভী। এই গাভীর গোবর থেকে প্রস্তুত ভস্মকে বলে - **বিভূতি।**

বামদেব থেকে জলতত্ত্বের সৃষ্টি হয়। সেখান থেকে জাত হয় প্রতিষ্ঠা কলা। তার থেকে জাত হয় কৃষ্ণ বর্ণের ভদ্রা গাভীর। সেই গাভীর গোময় থেকে প্রস্তুত হয় – **ভসিত**।

অঘোর থেকে **অগ্নি তত্ত্বের** সৃষ্টি হয়। সেখান থেকে জাত হয় বিদ্যা কলা। সেখান থেকে জাত হয় লাল বর্ণের সুরভী গাভী। সেই গাভীর গোময় থেকে প্রস্তুত ভস্মকে - **ভস্ম** বলে।

তৎপুরুষ থেকে বায়ু তত্ত্বের সৃষ্টি হয়। সেখান থেকে জাত হয় শান্তিকলা। সেখান থেকে জাত হয় শ্বেত বর্ণের সুশীলা গাভী। সেই গাভীর গোময় থেকে প্রস্তুত ভস্মকে - **ক্ষার** বলে

ঈশান থেকে আকাশ তত্ত্বের সৃষ্টি হয়। সেখান থেকে জাত হয় শান্ত্যতীত কলা। সেখান থেকে জাত হয় মিশ্র বর্ণের সুমনা গাভী। সেই গাভীর গোময় থেকে প্রস্তুত ভস্মকে - **রক্ষা** বলে।

- **শৈবাগমোক্ত ভস্ম তৈরীর সংক্ষিপ্ত বিধি -**

1. চন্দ্রজ্ঞান আগম মতে প্রথমে গোময় গ্রহণ করার বা সংগ্রহ করার সময় **বামদেব** মন্ত্র উচ্চারণ করতে হবে।

অথবা পূর্বকামিকাগম মতে কেউ যদি চায় তো সে **সদ্যোজাত** মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতেও পদ্মপাতায় গোময় সংগ্রহ করতে পারে।

2. তারপর সেটিকে শুদ্ধ করতে **সদ্যোজাত মন্ত্র** উচ্চারণ করতে হবে।

3. তারপরে সেই গোবরকে গোল গোল পিণ্ডের আকারে ভাগ করতে হবে **বামদেব মন্ত্র** উচ্চারণ পূর্বক। নির্দেশ প্রদানে **পূর্ব কামিকাগম**।

4.এরপর **শৈবাগ্নি** প্রজ্জ্বলিত করতে হবে শৈব আগমোক্ত বিধি অনুযায়ী। [এই পুস্তকের **21**নং অধ্যায়ে **শৈবাগমোক্ত শিবাগ্নি প্রজ্বলন বিধি** দেওয়া হয়েছে।] সময়ের অভাবে আপনারা **অঘোর মন্ত্রোচ্চারণ** পূর্বক শিবাগ্নি জ্বালিয়ে সেটিকে ভস্ম তৈরীর কাজে ব্যবহার করতে পারবেন। কেননা শিবপুরাণের বিদ্যেশ্বর সংহিতা অনুযায়ী **অঘোর মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক প্রজ্জ্বলিত অগ্নিই শিবাগ্নি।**

5. তারপর পিণ্ড গুলিকে আগুনে দিতে হবে। চন্দ্রজ্ঞান আগম মতে অগ্নিতে গোময় পিন্ড দানের মন্ত্র হল - **তৎপুরুষ মন্ত্র**।

6. তারপরে কামিকাগম মতে সে সেই পিণ্ডগুলিকে শিবাগ্নিতে দগ্ধ করতে হবে **অঘোর মন্ত্র** পাঠ পূর্বক।

7. তারপর সেই অগ্নি থেকে **তৎপুরুষ মন্ত্র** উচ্চারণ পূর্বক সেই গোময়ের ভস্ম সংগ্রহ করতে হবে।

8. তারপর কেউ চাইলে নিজ দেহে সেই পবিত্র ভস্ম মাখতে পারেন। (ভস্ম স্নান ও উদ্ধুলন) এক্ষেত্রে **ঈশান** মন্ত্রোচ্চারণ করতে হবে।

-------------------**|| সংক্ষিপ্ত ভস্ম তৈরীর বিধি সমাপ্ত ||**------------------



- **শৈবাগমোক্ত ভস্ম তৈরীর বৃহৎ বিধি-**

এটিই আসলে শৈবাগমোক্ত ভস্ম তৈরীর মূল এবং বৃহৎ বিধি। এই বিধির দ্বারা প্রস্তুত শৈব ভস্ম অনেক বেশি সক্রিয় ও কার্যকরী।

কপিলা (লালচে বা খয়েরী) বর্ণের গোরুর গোবর শৈবভস্ম তৈরীতে আগম ও শিবপুরাণ মতে সর্বোত্তম।

1. সবার প্রথমে গোমাতার কর্ণে শিব পঞ্চাক্ষর মন্ত্র - **নমঃ শিবায** জপ করে তাঁকে শোধন করতে হবে।

2. এরপর গোমাতাকে প্রদানের পূর্বে জল এবং তৃণকেও ১০৮ বার পঞ্চাক্ষরী মন্ত্র **নমঃ শিবায** উচ্চারণ করে শোধন করে নিতে হবে।

3. সাধারনত কৃষ্ণ অথবা শুক্ল পক্ষের চতুর্দশী তিথিতে সকাল বেলা উঠে নিজেকে শুদ্ধ করে, ধ্যান-আসনাদি করে, স্নান করে, ধৌত বস্ত্র পরিধান করে উপবাস থেকে এই রীতি পালন করা দরকার।

4. গো মাতাকে শুদ্ধিকৃত জল, তৃণ অর্পণের পর গোমাতার পবিত্র মূত্র সংগ্রহের পূর্বে **গায়ত্রী মন্ত্র** উচ্চারণ করতে হবে এবং তারপর মাটির বা

তামার বা চাঁদির পাত্রে অথবা পদ্ম, পলাসের পাতায় পবিত্র গোমূত্র সংগ্রহ করতে হবে।

বৈদিক গায়ত্রী মন্ত্র –

ওঁ ভূর্ভূবঃ স্বঃ |

তৎসবিতুর্বরেণ্যম্ ভর্গো দেবস্য ধীমহি |

ধীয়ো যো নঃ প্রচোদযাৎ ||

[অথবা কেউ বৈদিক শিব গায়ত্রী পাঠ করতে চাইলেও করতে পারেন - **ওঁ তৎপুরুষায বিদ্মহে মহাদেবায ধীমহি | তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ ||**]

5. সাথে এর আগে সেই সংগ্রাহক পাত্রটিকেও পঞ্চাক্ষর মন্ত্র **নমঃ শিবায** মারফত শুদ্ধ করে নেওয়া বা বাঞ্ছনীয়।

6. অন্যদিকে পবিত্র গোবরকে ভূমি স্পর্শ করার আগেই সংগ্রহ করে হবে একই জাতীয় কোনো পাত্রে।

7. এরপর **গোময়** কে শুদ্ধ করতে হবে পঞ্চাক্ষরী মন্ত্রের **৮ বার** উচ্চারণ মারফত এবং **গোমূত্রকে** শোধন করতে হবে **১০ বার** পঞ্চাক্ষরী মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক।

8. এরপর **ভবায নমঃ** মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে গোময় ও গোমূত্রকে পরস্পর মেশাতে হবে ও মণ্ড তৈরী করতে হবে।

9. এরপর **শর্বায নমঃ** জপ করতে করতে সেই মন্ডটির ১৪ টি ছোট ছোট গোল পিণ্ড করতে হবে।

10.এরপর পিণ্ডগুলিকে সূর্যালোকে শুকিয়ে নিতে হবে তারপর **৭ বার নমঃ শিবায** পঞ্চাক্ষরী মন্ত্র উচ্চারণ মারফত সেই শুকোনো পিণ্ড গুলিকে পূর্বের সেই তাম্র বা রৌপ্য বা মাটির পাত্রে রাখতে হবে।

11. এরপর **শৈবাগ্নি** প্রজ্জ্বলিত করতে হবে শৈব আগমোক্ত পদ্ধতি অনুযায়ী। [অধ্যায়ের শৈবাগমোক্ত শিবাগ্নি প্রজ্বলন বিধি দেওয়া হয়েছে।**]** সময়ের অভাবে আপনারা **অঘোর** মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক **শিবাগ্নি** জ্বালিয়ে সেটিকে ভস্ম তৈরীর কাজে ব্যবহার করতে পারবেন। কেননা **শিবপুরাণের বিদ্যেশ্বর সংহিতা** অনুযায়ী **অঘোর মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক প্রজ্জ্বলিত অগ্নিই শৈবাগ্নি।**

12.এরপর সেই পিণ্ডগুলিকে সেখানে ছাড়তে হবে একে একে এবং প্রত্যেকবার জপ করতে হবে **ওঁ নমঃ শিবায স্বাহা** এবং **য বা শি মঃ ন ওঁ স্বাহা** (reverse ordered) পরপর।

13. সব পিন্ড ছাড়া হয়ে গেলে তারপর সেগুলিকে পুড়তে দিতে হবে সাথে জপতে হবে - **ওঁ নমঃ শিবায ওঁ**

14. এরপর অগ্নিতে নৈবেদ্য প্রদান করতে হবে সাথে উচ্চারণ করতে হবে - **নিধনপতযে নমঃ |**

নিধনপতান্তিকায নমঃ | **(মহানারায়ণ উপনিষদোক্ত মন্ত্র)**

15. তারপর **পঞ্চব্রহ্ম** মন্ত্র এবং মন্ত্র পাঠ করতে করতে ঘৃতাহুতি দিতে হবে।

16. তারপরে অষ্টমূর্তির নামে অগ্নিতে আহুতি দিতে হবে। এইভাবে -

ওঁ ভবায শিবায স্বাহা

ওঁ শর্বায শিবায স্বাহা

ওঁ মৃডায শিবায স্বাহা

ওঁ রুদ্রায শিবায স্বাহা

ওঁ হরায শিবায স্বাহা

ওঁ শম্ভবে শিবায স্বাহা

ওঁ মহেশ্বরায শিবায স্বাহা

ওঁ শিবায শিবায স্বাহা

17. এরপর সেই অগ্নিতে তিনবার স্বিষ্টাকৃৎ আহুতি দিতে হবে - **ওঁ অগ্নয়ে স্বিষ্টিকৃতে স্বাহা** - মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক (পূর্ব-কামিকাগমোক্ত মন্ত্র) সাথে পাঠ করতে হবে পঞ্চাক্ষরী মন্ত্র নমঃ শিবায়।

18. ধানের তুষ বা পুলক সংগ্রহ করতে হবে তারপর সেই তুষ দ্বারা সেই প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকে ঢেকে দিতে হবে। কিন্তু তাঁর পূর্বে বলতে হবে -

শৈবানামাহরিষ্যামি সর্বেষাং কর্মগুপ্তযে |

জাতবেদসমেনং ত্বাং পুলকৈশ্ছাদযাম্যহম্ || (শৈবাগমোক্ত মন্ত্র)

19. কিন্তু আগুন যাতে নিভে না যায়। কম আচে যেন সেটা তিনদিন ধরে গরম থাকে সেই দিকে লক্ষ রাখতে হবে।



20. তিনদিন পর স্নান করে সাদা বস্ত্র পরে ত্রিপুন্ড্র লাগিয়ে সেই তুষ সরিয়ে সেখান থেকে পবিত্র ভস্ম সংগ্রহ করতে হবে সাথে জপতে হবে - পঞ্চাক্ষরী মন্ত্র **নমঃ শিবায।**

21. তারপর সেই ভস্মকে শুদ্ধ করতে উচ্চারণ করতে হবে - **সদ্যোজাত মন্ত্র।**

22. তারপর **বামদেব মন্ত্র** জপ করতে করতে সেটাকে মিহি গুঁড়ো করে ফেলতে হবে।

23. তারপর তাতে সুগন্ধি জল, গোমূত্র এবং কর্পূর , কুমকুম, কস্তুরী, চন্দন , খুসখুস, আগর গাছ (Agarwood) এসবের মূল ও বাকল গুঁড়ো করে দিতে হবে।

24. তারপর সেগুলিকে মিশিয়ে করে ভস্মের বল/মণ্ড তৈরী করতে হবে সাথে জপ করতে হবে - পঞ্চাক্ষরী মন্ত্র **নমঃ শিবায** এবং সাথে দশবার **অঘোরমন্ত্র** এই মন্ত্র উচ্চারণ করতে হবে।

তারপর সেটা শুকিয়ে গেলেই ভস্মের বল তৈরী। সেখান থেকে তারপর প্রয়োজন মত ভস্ম গুঁড়ো করে নিতে হবে।

-------------------|| **ইতি ভস্ম তৈরীর বৃহৎ বিধি সমাপ্ত** ||----------------



➢ অধ্যায় নং 9

ভস্ম মাহাত্ম্য এবং শৈবাগমোক্ত আচারে ভস্ম স্নান :-



ভস্মই অন্তিম সত্য। ভস্মই সেই চূড়ান্ত অঘোর অবস্থা। কেননা জগতের সবকিছুকেই একদিন ভস্মে বিলীন হতে হবে এবং সেই সর্বগ্রাসী ভস্মকে পরমেশ্বর শিব নিজ শরীরে ধারণ করেন। তাই ভস্মও ব্রহ্মস্বরূপ। সর্বজগতই ভস্মময়। মায়ার কারণে সেই ভস্মই আমাদের কাছে চাকচিক্য, রঙিন ও লাবণ্যময় হিসেবে প্রতিভাত হয়। সেই জন্য ভস্মজাবাল উপনিষদ এবং অথর্বশির উপনিষদ বলছে যে - অগ্নি, বায়ু, জল, মাটি ও আকাশ সবকিছুই আসলে ভস্মময়, সবকিছুরই অন্তিমরূপ সেই ভস্ম। আর সেই ভস্মের

ঈশ্বর সাক্ষাৎ শিব। এমন কি সেই ভস্মের মহিমা স্বয়ং শ্রীবিষ্ণুদেবও জানতে সমর্থ নন।

- সাধারণ স্নানের তুলনায় ভস্ম স্নান কোটি গুণ শ্রেষ্ঠ যা ব্রহ্মহত্যা সহ যেকোনো পাপকেই ধুয়ে দেয়, বলছে পূর্বকামিকাগম।
- **ভস্মের ব্যবহার -** ভস্মস্নান, উদ্ধুলন, অবগুণ্ঠণ, ত্রিপুণ্ড্র হিসেবে, অর্ধচন্দ্রপুণ্ড্র হিসেবে, গোলাকার তীলক হিসেবে আবার প্রদীপের আকৃতির মতো তিলক হিসেবেও ধারণ করা যেতে পারে। (পূর্বকামিকাগমোক্ত নির্দেশ)
- কিভাবে ভস্ম তৈরী করবেন তাঁর আগমোক্ত বিধি পূর্ববর্তী **অষ্টম অধ্যায়ে** দেওয়াই আছে।
- ভস্ম তৈরীর পর এবং ভস্মস্নানের পূর্বে **ভস্ম ন্যাসের** উল্লেখ আছে শৈব শাস্ত্রে। ভস্ম স্নানের পূর্বে ভস্মস্নান মন্ত্রোচ্চারণের জন্য আলাদা ন্যাস করতে হয়, যার বিধান শৈব শাস্ত্রে আছে। একে **ভস্মন্যাস** বলে।

❖ **ভস্মন্যাস:-** প্রথমে **প্রণব** জপ পূর্বক ডানহাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি, অনামিকা এবং মধ্যমা দিয়ে ভস্ম স্নানের জন্য অনুরূপ পরিমান ভস্ম নিয়ে বাম হস্তের তালুতে তা রাখতে হবে এবং **কুরঙ্গমুদ্রা** ধারণ করতে হবে।

(কুরঙ্গ মুদ্রার রেখাচিত্র আপনারা এই পুস্তকের '**মুদ্রা প্রকরণ**' অধ্যায়ে পেয়ে যাবেন।) এরপর এ অবস্থায় হাতের **বৃদ্ধাঙ্গুলে য-**কার কে, **তর্জনীতে বা-**কার কে, **মধ্যমাতে শি-**কার কে, **অনামিকাতে ম-**কার কে এবং **কনিষ্ঠিকা** অঙ্গুলে **ন-**কার কে বিন্যাস করবেন। তারপর ভস্মন্যাসের বিনিয়োগ করতে হবে।

- **বিনিয়োগ -**

👉 ওঁ অস্য শ্রীবিভূতিধারণ মহামন্ত্রস্য পিপ্পলাদ ঋষিঃ |

👉 দেবী গায়ত্রী ছন্দঃ ||

👉 কালাগ্নিরুদ্রো দেবতা |

👉 অগ্নিরিতি বীজং ||

👉 ভস্মেতি শক্তিঃ ||

👉 শিব ইতি কীলকং ||

👉 মম শিবজ্ঞানসংপৎসিদ্ধ্যর্থং ভস্মধারণে বিনিয়োগঃ ||

- **করন্যাস-**

👉ওঁ কালায নমঃ অঙ্গুষ্ঠভ্যাং নমঃ ||

👉কলবিকরণায নমঃ- তর্জনীভ্যাং নমঃ ||

👉বলবিকরণায নমো বলায নম- মধ্যমাভ্যাং নমঃ ||

👉বলপ্রমথনায নমঃ- অনামিকাভ্যাং নমঃ ||

👉সর্বভূতদমনায নমঃ- কনিষ্ঠিকাভ্যাং নমঃ ||

👉মনোন্মনায নমঃ - করতলপৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ ||

- **অঙ্গন্যাস/ষড়াঙ্গন্যাস-**

👉ওঁ কালায নমঃ- হৃদযায নমঃ ||

👉কলবিকরণায নমঃ-শিরসে স্বাহা ||

👉বলবিকরণায নমো বলায় নমঃ- শিখাযৈ বষট্ ||

👉বলপ্রমথনায নমঃ- কবচায হুং ||

👉সর্বভূতদমনায নমঃ-নেত্রত্রযায বৌষট্ ||

👉মনোন্মনায নমঃ – অস্ত্রায ফট্ ||

- এরপর **ভস্মস্নান** করতে নিম্নলিখিত ধাপগুলিকে অনুসরণ করুন -

1.প্রথমে ডানহাতে ভস্ম নিয়ে **মূল পঞ্চাক্ষর মন্ত্র - নমঃ শিবায়,** সাথে **পঞ্চব্রহ্মমন্ত্র, ষড়াঙ্গমন্ত্র** এবং **ব্যোমব্যাপী** মন্ত্র জপ পূর্বক সেটিকে অভিমন্ত্রিত করে নিতে হবে। (দীপ্তাগমোক্ত ও পূর্বকামিকাগমোক্ত নির্দেশ।) **শৈবাগমোক্ত ব্যোমব্যাপী মন্ত্র** – **ওঁ আং ঈং ঊং ওঁ ব্যোমব্যাপিনে নমঃ |**

2. তারপর সেই ভস্মকে **বামহাতে** নিয়ে জপতে হবে-

ওঁ অগ্নিরিতি ভস্ম বায়ুরিতি ভস্ম জলমিতি ভস্ম স্থলমিতি ভস্ম ব্যোমেতি ভস্ম সর্বংহ বা ইদং ভস্ম মন এতানি চক্ষূংষি ভস্মানি যস্ মাদ্ ব্রতমিদং পাশুপতং যদ্ ভস্ম নাঙ্গানি সংস্পৃশেত্ তসমাদ্ ব্রহ্ম তদেতত্ পাশুপতং পশুপাশ বিমোক্ষণায় | (অথর্বশির উপনিষদোক্ত মন্ত্র)

অথবা **ওঁ অগ্নিরিতি ভস্ম বায়ুরিতি ভস্ম জলমিতি ভস্ম স্থলমিতি ভস্ম ব্যোমেতি ভস্ম সর্বংহ বা ইদং ভস্ম। পূতং পাবনং নমামি সদ্যঃ সমস্তাঘশাসকমিতি শিরসাভিনম্য |** (ভস্মজাবাল উপনিষদোক্ত মন্ত্র) (পূর্বকামিকাগমোক্ত নির্দেশ)

3. এরপর প্রথমে সেই ভস্ম ললাটদেশ থেকে ব্রহ্মতালু পর্যন্ত অংশে (অর্থাৎ শিরে) মাখবেন - **ওঁ হোং ঈশানমূর্ধায় শান্ত্যতীতকলায়ৈ নমঃ** (শৈবাগমোক্ত ঈশান মন্ত্র) - উচ্চারণ পূর্বক।

4. তারপর কিছু পরিমাণ ভস্ম কণ্ঠদেশ থেকে ললাট পর্যন্ত স্থানে (অর্থাৎ বক্ত্রে) মাখবেন - **ওঁ হেং তৎপুরুষবক্ত্রায শান্তিকলাযৈ নমঃ**(তৎপুরুষ মন্ত্র) - উচ্চারণ পূর্বক।

5. এরপর কিছু পরিমাণ ভস্ম কণ্ঠ থেকে নাভিদেশ পর্যন্ত অংশে (বক্ষ স্থল ও উর্ধ্ব উদরে) মাখবেন - **ওঁ হুং অঘোরহৃদযায বিদ্যাকলাযৈ নমঃ**(অঘোর মন্ত্র) - উচ্চারণ পূর্বক।

6. তারপর কিছু পরিমাণ ভস্ম নাভিদেশ থেকে হাঁটু পর্যন্ত অংশে মাখবেন - **ওঁ হিং বামদেবগুহ্যায প্রতিষ্ঠাকলাযৈ নমঃ**(বামদেব মন্ত্র) - উচ্চারণ পূর্বক।

7. এরপর কিছু পরিমান ভস্ম হাঁটু থেকে পায়ের অঙ্গুলিপর্যন্ত স্থানে মাখবেন - **ওঁ হং সদ্যোজাতমূর্তযে নিবৃত্তিকলাযৈ নমঃ**(সদ্যোজাত মন্ত্র) - উচ্চারণ পূর্বক।

8. এরপর প্রণব **ওঁ** কার জপ পূর্বক বা মূল পঞ্চাক্ষর মন্ত্র - **নমঃ শিবায** জপ পূর্বক সর্বাঙ্গে সামান্য ভস্ম মাখবেন। শৈবাগম সহ অন্যান্য শাস্ত্রে আবার **সদ্যোজাত** মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বকও সর্বাঙ্গে ভস্ম মাখার বিধান আছে। এরূপ সর্বাঙ্গে শুকনো ভস্ম লেপনকে বলে **উদ্ধুলন।** (সুপ্রভেদাগম এবং ক্রিয়াদীপিকা শাস্ত্রোক্ত নির্দেশ)

9.এরপর **হৃদয়** মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক **হৃদয়ে**

শির মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক **মাথার ব্রহ্মতালুতে**

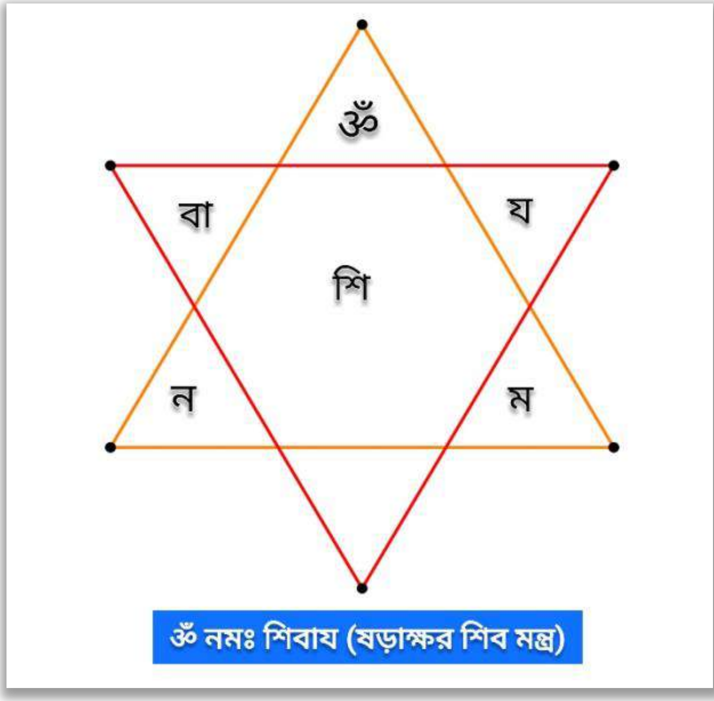
শিখা মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক **চুলের অগ্রভাগে** বা টিঁকিতে

কবচ মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক **ঊর্ধ্ববাহুদ্বয়ে**

অস্ত্র মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক দুই হাতের **তালুপৃষ্ঠে** সামান্য ভস্ম মাখতে হবে। (পূর্বকামিকাগমোক্ত নির্দেশ।) উক্ত পঞ্চব্রহ্ম মন্ত্রগুলির সবকটিই **প্রথম অধ্যায়েই** দেওয়া আছে।

- জল মিশ্রিত ভস্ম অভিমন্ত্রিত করে তা গাত্রে লেপন করলে সেটিকে **অবগুণ্ঠণ** বলে।

10. এরপর কিছু ভস্ম নিয়ে নিজের বামহাতে **ষট্-কোণ যন্ত্র** অঙ্কণ করতে হবে। এই ষট্-কোণ যন্ত্রের **মুখে** প্রণব **ওঁ**কার কে, দুই **বাহুতে** **'বা'** কার ও **'য'**কারকে, যন্ত্রের **মধ্যভাগে** **'শি'** কারকে এবং দুইপায়ে **'ন'**কার ও **'ম'**কারকে কল্পনা করে লিখতে হবে। তারপর যন্ত্রটিকে ছয়বার মূলমন্ত্র - **নমঃ শিবায** দ্বারা শোধন করতে হবে। (কারণাগমোক্ত নির্দেশ)



এভাবে ভস্ম স্নান সম্পন্ন করার পর আপনারা ভস্ম দিয়ে ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করবেন। ত্রিপুণ্ড্রধারণ বিধি এর পরবর্তী অধ্যায়েই দেওয়া হয়েছে।

---------------|| ইতি শৈবাগমোক্ত ভস্মস্নান বিধি সমাপ্তম্ ||--------------

➢ অধ্যায় নং 10

ত্রিপুণ্ড্রধারণ বিধি :-



- **ত্রিপুণ্ড্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয় -**

যজ্ঞের শুকনো ভস্ম অথবা গোবর বা ঘুঁটেকে সঠিক শৈবাচারে শৈবাগ্নিতে দগ্ধ করে প্রস্তুত ভস্ম দ্বারা বা সাদা বর্ণের খড়িমাটি দ্বারা তৈরি তিনটি লম্বা আড়াআড়ি অঙ্কিত সরল রেখার তিলক কে **ত্রিপুণ্ড্র** বলে। পরমেশ্বর শিব যেহেতু ত্রিগুণাতীত হয়েও ত্রিগুণধারী, তাই তিনি নিজ কপালে এই তিলক স্বয়ং ধারণ করেন। তাই পরমেশ্বরের উপাসকবৃন্দও এই মহাপবিত্র

শৈবতিলক ধারণ করেন। ত্রিপুণ্ড্রধারণের সময় খেয়াল রাখবেন, ত্রিপুণ্ড্র ভুরুর নীচের দিকে যেন না যায়। সমস্ত কপাল জুড়ে সমানভাবে তিনটি সরলরেখা আঁকবেন হাতের তিনটা আঙুল দিয়ে।

ত্রিপুণ্ড্র যে কোনো ব্যক্তিই ধারণ করতে পারেন, এতে কোনো বিধি নিষেধ নেই। প্রত্যেক শিবভক্ত শৈব প্রতিদিন স্নান কার্য সেরে প্রথমেই ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করবেন(সাথে রুদ্রাক্ষও ধারণ করবেন), তারপর পূজা শুরু করবেন। ত্রিপুণ্ড্র আর রুদ্রাক্ষ ধারণ না করে শিবপূজা করলে তা নিষ্ফল ও বৃথা। **কালাগ্নিরুদ্র উপনিষদে** বলা হয়েছে গৃহস্থ, সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থী সকলেই ভস্মের ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করতে পারবেন।

❖ ত্রিপুণ্ড্রের তিনটি রেখার তাৎপর্য্য (কালাগ্নিরুদ্র উপনিষদ মতে)-

ত্রিপুণ্ড্রের প্রতিটি রেখায় নয়জন করে দেবতা অবস্থান করেন

- **ত্রিপুণ্ড্রের প্রথম রেখার নয়জন দেবতা –**

1. প্রণবের (ওঁ – অ, উ, ম) প্রথম অক্ষর 'অ'কার,
2. গার্হপত্য অগ্নি,
3. পৃথিবী/ভূলোক,
4. স্ব-আত্মা স্বরূপ

5. রজোগুণ,

6. ঋগ্বেদ,

7. ক্রিয়াশক্তি,

8. প্রাতঃসবন,

9. মহেশ্বর

- **ত্রিপুণ্ড্রের দ্বিতীয় রেখার নয়জন দেবতা –**

1. প্রণবের দ্বিতীয় অক্ষর ‘উ’ কার,

2. দক্ষিণাগ্নি,

3. আকাশ,

4. সত্ত্বগুণ ,

5. যজুর্বেদ,

6. মাধ্যংদিনসবন,

7. ইচ্ছাশক্তি,

8. অন্তরাত্মা,

9.সদাশিব।

- **ত্রিপুণ্ড্রের তৃতীয় রেখার তাৎপর্য্য-**

1. প্রণবের দ্বিতীয় অক্ষর 'ম' কার,

2. আহ্বনীয় অগ্নি,

3. পরমাত্মা,

4. তমোগুণ,

5. দ্যুলোক,

6. জ্ঞানশক্তি,

7. সামবেদ,

8. তৃতীয় সবন,

9. মহাদেব।

- **ত্রিপুণ্ড্রধারণের জন্য ভস্ম শোধনের বিধি (শিবমহাপুরাণ, জাবালি উপনিষদ ও কালাগ্নিরুদ্র উপনিষদোক্ত):-**

1.প্রথমে **পঞ্চব্রহ্ম** মন্ত্র দ্বারা ভস্মকে সংগ্রহ করতে হবে। পঞ্চব্রহ্ম মন্ত্র প্রথম অধ্যায়েই দেওয়া রয়েছে। এটাই জাবালি উপনিষদ, কালাগ্নিরুদ্র উপনিষদ

ও ভস্মজাবাল উপনিষোক্ত নির্দেশ। শিবহাপুরাণোক্ত নির্দেশানুসার এই পঞ্চব্রহ্ম মন্ত্রেই **গৃহস্থরা** ভস্ম সংগ্রহ করবেন।

2.এরপর সেই শুকনো ভস্মকে নিম্নোক্ত মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক অভিমন্ত্রিত করবেন। ভস্মের অভাবে **খড়িমাটি** বা যেকোনো ধরনের মাটিও ব্যবহার করার ক্ষেত্রেও এই পদ্ধতি অনুসরণ করা যেতে পারে, নির্দেশ প্রদানে শিবমহাপুরাণ।

অভিমন্ত্রিত করার মন্ত্র-

ওঁ অগ্নিরিতি ভস্ম বায়ুরিতি ভস্ম জলমিতি ভস্ম স্থলমিতি ভস্ম ব্যোমেতি ভস্ম সর্বংহ বা ইদং ভস্ম মন এতানি চক্ষূংষি ভস্মানি যস্ মাদ্ ব্রতমিদং পাশুপতং যদ্ ভস্ম নাঙ্গানি সংস্পৃশেত্ তসমাদ্ ব্রহ্ম তদেতত্ পাশুপতং পশুপাশ বিমোক্ষণায। (অথর্বশির উপনিষদোক্ত মন্ত্র)

অথবা **ওঁ অগ্নিরিতি ভস্ম বায়ুরিতি ভস্ম জলমিতি ভস্ম স্থলমিতি ভস্ম ব্যোমেতি ভস্ম সর্বংহ বা ইদং ভস্ম।পূতং পাবনং নমামি সদ্যঃ সমস্তাঘশাসকমিতি শিরসাভিনম্য।** (ভস্মজাবাল উপনিষদোক্ত মন্ত্র)

3. এরপর নিম্নোক্ত মন্ত্রটি পাঠ করে ভস্মটিকে তিন আঙুলে তুলে নিন-

মা নস্তোকে তনযে মান আযুষি মা নো গোষু মা নো অশ্বেষু রীরিষঃ।

মা নো বীরান্ রুদ্র ভামিনো বধীর্হবিষ্মন্তঃ সদামিৎ ত্বা হবামহে ॥
(শুক্লযজুর্বেদীয় মন্ত্র/শতরুদ্রিয়, জাবালি উপনিষদোক্ত নির্দেশ)

4.এরপর সেই ভস্মে সামান্য **জল দিতে হবে** নিম্নোক্ত মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক-

মা নো মহান্তমুত মা নো অর্ভকং মা ন উক্ষন্তমুত মা নঃ উক্ষিতম্।

মা নো বধীঃ পিতরং মোত মাতরং মা নঃ প্রিযাস্তন্বো রুদ্র রীরিষঃ ॥
১৫ ॥ (শুক্লযজুর্বেদীয় মন্ত্র/শতরুদ্রিয়, কালাগ্নিরুদ্র উপনিষদোক্ত নির্দেশ)

এবার সেই ভস্ম পুরোপুরি ভাবে তৈরী ত্রিপুণ্ড্র হিসেবের ব্যবহারের জন্য।

- **জাবালি শৈবউপনিষদোক্ত বিধি অনুযায়ী দেহের পাঁচস্থানে ত্রিপুণ্ড্র ধারণ (শিবপুরাণোক্ত নির্দেশ মেনে) :-**

1. নিম্নলিখিত **ত্রাযুষম্ মন্ত্র** উচ্চারণ করতে করতে **মস্তক, ললাট, বুক এবং দুইকাঁধে** সেই ভস্মকে সামান্য পরিমান লাগান প্রথমে। (এখনই তিনটি দাগ কাটবেন না)

ত্রাযুষং জমদগ্নেঃ কশ্যপস্য ত্রাযুষম্।

যদ্দেবেষু ত্রাযুষং তন্নোঽস্তু ত্রাযুষম্॥

(শুক্লযজুর্বেদীয় মন্ত্র, জাবালি উপনিষদোক্ত নির্দেশ)

2. এরপর সেই **ত্রাযুষ মন্ত্র** এবং সাথে **মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র** এক এক বার করে পাঠ পূর্বক উপরিউক্ত জায়গা গুলিতে এরপর **তিনটি রেখা/ত্রিপুণ্ড্র** কাটবেন (অর্থাৎ মোট তিন তিনবার করে সেই মন্ত্র দুটো উচ্চারণ করতে হবে।) এই বিধিকেই শৈবউপনিষদে **শাম্ভবব্রত** বলা হয়েছে।

ওঁ ত্র্যম্বকম যজামহে সুগন্ধিম পুষ্টিবর্ধনম্। উর্বারুকমিব বন্ধনান্ মৃত্যোর্মুক্ষীয মামৃতাৎ॥ (মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র)

জাবালি উপনিষদোক্ত দেহে ৫টি ত্রিপুণ্ড্রধারণ স্থান	**ধারণ মন্ত্র**
মস্তক/ ব্রহ্মতালু	**ত্রাযুষম্ মন্ত্র ও মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র**
ললাট	**ত্রাযুষম্ মন্ত্র ও মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র**
বক্ষস্থল	**ত্রাযুষম্ মন্ত্র ও মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র**
দুই কাঁধ	**ত্রাযুষম্ মন্ত্র ও মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র**

- শিবমহাপুরাণোক্ত বিধি অনুযায়ী দেহের পাঁচ স্থানে ত্রিপুণ্ড্রধারণ:-

দেহের ৫টি ত্রিপুণ্ড্রধারণ স্থান	শিবমহাপুরাণোক্ত ধারণ মন্ত্র
ললাটদেশে	নমঃ শিবায
দুই ঊর্ধববাহুতে	ঈশাভ্যাং নমঃ
হৃদয়ে/বক্ষস্থলে	উমেশাভ্যাং নমঃ
নাভিদেশে	পিতৃভ্যাং নমঃ

- শিবমহাপুরাণোক্ত বিধি অনুযায়ী দেহের ৯টি স্থানে ত্রিপুণ্ড্রধারণ:-

দেহের ৯টি ত্রিপুণ্ড্রধারণ স্থান	শিবমহাপুরাণোক্ত ধারণ মন্ত্র
ললাটে	নমঃ শিবায
দুই পার্শ্বে/ঊর্ধববাহুতে	ঈশাভ্যাং নমঃ
দুই হাতের কনুই থেকে কব্জি পর্যন্ত যেকোনো একটি স্থানে	বীজাভ্যাং নমঃ
বুকে/ঊর্ধবদেশে	উমেশাভ্যাং নমঃ
নাভিদেশে/নিম্নদেশে	পিতৃভ্যাং নমঃ
মাথার পেছনে	ভীমায নমঃ
পিঠে	ভীমায নমঃ

কামিকাগম, চন্দ্রজ্ঞানাগম, কারণাগম সহ অন্যান্য শৈবআগমে এমনকি শিবপুরাণেও সর্বোচ্চ **৩২টি** স্থানে ত্রিপুণ্ড্র ধারণের বিধান আছে। তাছাড়া শৈবআগম ও শিবপুরাণ অনুযায়ী দেহের **১৬ টি** এবং **৮টি স্থানেও** ত্রিপুণ্ড্র ধারণের বিধান আছে। **চন্দ্রজ্ঞানাগমোক্ত** নির্দেশানুযায়ী গৃহস্থরা যদি এতগুলি স্থানে ত্রিপুণ্ড্র অঙ্কন করতে চান তবে **শুধুমাত্র মূল পঞ্চাক্ষর মন্ত্র নমঃ শিবায উচ্চারণ পূর্বকও তাঁরা ধারণ করতে পারেন।** তবে ব্রহ্মচারী ও ভিক্ষু সাধুদের জন্য মন্ত্র আলাদা হয়ে যায়।

- **পূর্বকামিকাগমোক্ত ত্রিপুণ্ড্র ধারণের ১৬ টি স্থানের নাম -** কপাল, দুই কান, দুই কাঁধ, দুই বাহু, দুই হাতের মুষ্ঠিতে, দুই কনুই আর কব্জির মাঝের অংশে, বুক, পেট, নাভির দুই পার্শ্বে ও পিঠে।
- **পূর্বকামিকাগমোক্ত ত্রিপুণ্ড্র ধারণের ৮ টি স্থানের নাম** – মাথার ব্রহ্মতালু, কপাল, দুই কান, দুইউর্ধ্ববাহু, বক্ষ ও নাভির বিপরীত পৃষ্ঠে।
- **পূর্বকামিকাগমোক্ত ত্রিপুণ্ড্র ধারণের ৩২ টি স্থানের নাম-** মাথার ব্রহ্মতালু, ললাটদেশ, দুই কান, দুই চোখের পাতায়, নাকের দুই পার্শ্বে, গলায়, মুখের উপরে, দুই কাঁধে, দুই ঊর্ধ্ববাহুতে, দুই কব্জিতে, দুই কব্জি আর কনুইয়ের মাঝের অংশে, বক্ষে, নাভিদেশে, লিঙ্গে, পায়ুতে,

দুই উরুতে, দুই জঙ্ঘাতে, দুই হাঁটুতে, পশ্চাৎদেশের দুইপার্শ্বে এবং দুই পায়ের পাতায়।

যদি কেউ ত্রিপুণ্ড্রের সাথে লাল বর্ণের শক্তিবিন্দু ধারণ করতে চান তবে একটু কুমকুম এর এক বিন্দু মধ্যমা আঙ্গুলে তুলে নিন। **ওঁ নমঃ শিবায়ৈ** অথবা **নমঃ পরাশক্তি** মন্ত্র উচ্চারণ করে কপালে ত্রিপুণ্ড্রের মাঝখানের যে রেখা আছে সেই রেখাটির একদম মাঝখানে একটি ছোট করে গোল বিন্দু করে ধারণ করুন। শুধুমাত্র কপালেই শক্তিবিন্দু ধারণ করবেন, দেহের অন্য স্থানে নয়।

----------------|| ইতি ত্রিপুণ্ড্র ধারণ পদ্ধতি সমাপ্তম্ ||-------------



➢ অধ্যায় নং 11

রুদ্রাক্ষমালা (ধারণমালা) শোধন পদ্ধতি:-



রুদ্রাক্ষ বা রুদ্রাক্ষের মালা ধারণের আগে অবশ্যই তা শুদ্ধ করে নিতে হবে। অশোধিত রুদ্রাক্ষ ধারন করলে সে নরকগামী হবে - বলছে শিবমহাপুরাণ এবং স্কন্দপুরাণ। যেকোনো রুদ্রাক্ষকে অবশ্যই ছয় মাস অন্তর একবার পুনরায় শোধন করে নেবেন। এতে রুদ্রাক্ষ মালার কার্যকারীতা বজায় থাকে।

- **কিছু সর্তকতা:-**

1.রাতে শোবার সময় রুদ্রাক্ষ একটি পবিত্র কাপড়ে জড়িয়ে রাখবেন।

2.প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে স্নান করে রুদ্রাক্ষ ধারণ করবেন।

3.রুদ্রাক্ষমালা ভেঙ্গে বা ফেটে গেলে নূতন রুদ্রাক্ষ মালা শোধন করে ধারণ করবেন।

4.ধারণ করার রুদ্রাক্ষমালাতে কখনো জপ করবেন না। কারণ জপের জন্য রুদ্রাক্ষ মালা এবং ধারণ করার জন্য রুদ্রাক্ষের মালা দুটিই ভিন্ন।

5.যে কোনও শুভ দিনে বা কোনও সোমবার সকালে স্নান, শৌচাদি সেরে পরিষ্কার পোশাক পরে গঙ্গা জল দিয়ে রুদ্রাক্ষ কে ধুতে হবে (পারলে ১৫ মিনিট ভিজিয়ে রাখুন গঙ্গাজলে।)

- **শোধনের জন্য দ্রব্যাদি :-** ঘি, প্রদীপ, ধূপ, গঙ্গাজল , পঞ্চামৃত, পঞ্চগব্য , একটি পরিষ্কার ছোট গামছা, সাদা চন্দন, রুদ্রাক্ষমালা বা রুদ্রাক্ষ (যেকোনো মুখী) বা রুদ্রাক্ষমালা, একটি পাত্র (তামার অথবা পিতলের ঘটি হলে ভালো হয়।)

- **শোধন পদ্ধতি :-**

1.প্রথমে ঘি-এর প্রদীপ জ্বালিয়ে নিন, ধূপ ধরিয়ে নিন।

2.এরপর পঞ্চামৃতকে আগমোক্ত মন্ত্রে শোধন করে নিন। এই পুস্তকের **6 নং** অধ্যায়ে **শৈবাগমোক্ত পঞ্চামৃত শুদ্ধির** বিধি উল্লেখিত আছে।

3.এরপর শিবলিঙ্গকে পঞ্চামৃত দিয়ে স্নান করান এই মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে –

ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনম্।

উর্ব্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোর্মুক্ষীযমামৃতাৎ॥

4.এবার প্রভু শিবকে দীপ, ধূপ সহ পঞ্চোপচার দিয়ে পূজা করুন।

5.এবার প্রভু শিবকে স্নান করানো পঞ্চামৃতের কিছুটা তুলে নিন একটি পাত্রে।

6.এবার গঙ্গাজলে ডুবিয়ে রাখা রুদ্রাক্ষমালাটি তুলে নিন।

7.অতপর মনে মনে শিব পঞ্চাক্ষর মন্ত্র – **নমঃ শিবায** জপ করতে করতে **পঞ্চগব্য** (দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, গোময় ও গোমূত্র) দ্বারা রুদ্রাক্ষমালা কে স্নান করাবেন।

8.এরপর আলাদা করে রাখা শিবলিঙ্গকে স্নান করানো **পঞ্চামৃত** (দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু ও শর্করা) দ্বারা সেই রুদ্রাক্ষমালাকে স্নান করাতে হবে মনে মনে শিব পঞ্চাক্ষর মন্ত্র – **নমঃ শিবায** জপ করতে করতে।

9.শেষে আবার রুদ্রাক্ষমালা কে গঙ্গা জলে ধুয়ে পরিষ্কার ছোট গামছা দিয়ে মুছতে হবে। এরপরে সেটিকে সাদা চন্দন লাগিয়ে ধূপ-প্রদীপ দিয়ে তার উপর কিছু ফুল বেলপাতা উৎসর্গ করতে হবে **ওঁ নমঃ শিবায** মহামন্ত্র পাঠ করতে করতে।

10.এবার ডান হাতে রুদ্রাক্ষ মালাটিকে নিয়ে নিম্নোক্ত মন্ত্রদুটি পাঠ করবেন

ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনম্ |

উর্ব্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোর্মুক্ষীযমামৃতাৎ ||

ওঁ হ্রৌং অঘোরে হ্রৌং হুং ঘোরতরে ওঁ হ্রেং হ্রীং শ্রীং ঐং সর্ব্বতঃ সর্ব্ব শর্ব্বেবভ্যো নমোহস্তু রুদ্র রুপিণে হ্রূং হ্রূং ||

11. এরপর প্রতিটি প্রকার রুদ্রাক্ষের **(** ১ থেকে ১৪ মুখী**)** জন্য আলাদা আলাদা কিছু নির্দিষ্ট ধারন মন্ত্র আছে, সেগুলি জপ করতে হবে। নির্দিষ্ট রুদ্রাক্ষের জন্য নির্দিষ্ট মন্ত্র ১০৮ বার জপ করতে হবে। তারপরেই সেই রুদ্রাক্ষ পূর্ণভাবে ধারণযোগ্য হয়ে উঠবে। নিম্নে **শিবমহাপুরাণোক্ত** মন্ত্রবীজ গুলি দেয়া হল-

১ মুখী রুদ্রাক্ষের মন্ত্র **- ওঁ হ্রীং নমঃ**

২ মুখী রুদ্রাক্ষের মন্ত্র **- ওঁ নমঃ**

৩ মুখী রুদ্রাক্ষের মন্ত্র **- ওঁ ক্লীং নমঃ**

৪ মুখী রুদ্রাক্ষের মন্ত্র **- ওঁ হ্রীং নমঃ**

৫ মুখী রুদ্রাক্ষের মন্ত্র **- ওঁ হ্রীং নমঃ**

৬ মুখী রুদ্রাক্ষের মন্ত্র **- ওঁ হ্রীং হুং নমঃ**

৭ মুখী রুদ্রাক্ষের মন্ত্র **- ওঁ হুং নমঃ**

৮ মুখী রুদ্রাক্ষের মন্ত্র **- ওঁ হুং নমঃ**

৯ মুখী রুদ্রাক্ষের মন্ত্র **- ওঁ হ্রীং হুং নমঃ**

১০ মুখী রুদ্রাক্ষের মন্ত্র **- ওঁ হ্রীং নমঃ**

১১ মুখী রুদ্রাক্ষের মন্ত্র **- ওঁ হ্রীং হুং নমঃ**

১২ মুখী রুদ্রাক্ষের মন্ত্র **- ওঁ ক্রৌং ক্ষৌং নমঃ**

১৩ মুখী রুদ্রাক্ষের মন্ত্র **- ওঁ হ্রীং নমঃ**

১৪ মুখী রুদ্রাক্ষের মন্ত্র **- ওঁ নমঃ**

--------------|| ইতি রুদ্রাক্ষ ধারণমালা শোধন পদ্ধতি সমাপ্তম্ ||----------

➤ অধ্যায় নং 12

শৈবাগমোক্ত উপায়ে রুদ্রাক্ষমালা/রুদ্রাক্ষ ধারণ বিধি :-

সাধারণ গৃহীরা সাধারণত গলাতেই রুদ্রাক্ষের মালা ঝুলিয়ে ধারণ করেন। এক্ষেত্রে মন্ত্রোচ্চারণ বিধি অপেক্ষাকৃত সরল। পূর্ব অধ্যায়ে বর্ণিত বিধি অনুসারে রুদ্রাক্ষমালাকে শোধন করে এবং নির্দিষ্ট মুখ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট রুদ্রাক্ষের নির্দিষ্ট **বীজমন্ত্র** ১০৮ বার উচ্চারণ করে তারপর গলাতে সেই **রুদ্রাক্ষ/রুদ্রাক্ষমালা ধারণের** সময় অঘোর মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক তা ধারণ করা উচিৎ। এমনটাই **মকুটাগমোক্ত, রুদ্রাক্ষজাবাল** উপনিষদোক্ত ও **শিবমহাপুরাণোক্ত** বিধান।

অথবা

নমঃ শিবায মূল পঞ্চাক্ষর মন্ত্র পাঠ পূর্বকও রুদ্রাক্ষমালা গলায় ধারণ করা যায়। কেননা **মকুটআগম, শিবমহাপুরাণ** এবং **রুদ্রাক্ষজাবাল** উপনিষদোক্ত নির্দেশ অনুযায়ী শুধুমাত্র **নমঃ শিবায** মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক রুদ্রাক্ষমালা শরীরের যেকোনো স্থানেও ধারণ করা যায়। এতে মন্ত্রোচ্চারণ সম্পর্কিত জটিলতাগুলি থাকে না।

অথবা

কেউ চাইলে নিম্নে প্রদত্ত মন্ত্র দ্বারা গলায় রুদ্রাক্ষ ধারণ করতে পারবেন –

রুদ্রাক্ষবৃক্ষবীজায ভূতিসংভূতিহেতবে |

নেত্রত্রযায রুদ্রায নমো লোকহিতার্থিনে ||

এখন কেউ যদি **একাধিক রুদ্রাক্ষের মালা গলায় ধারণ চান** তাঁকে চন্দ্রজ্ঞানাগম, মকুটাগম এবং শিবামহাপুরাণোক্ত নির্দেশানুযায়ী **পঞ্চব্রহ্ম** মন্ত্র ও **ষড়াঙ্গ** মন্ত্র পাঠ পূর্বক মালাগুলিকে গলায় ধারণ করতে হবে। [পঞ্চব্রহ্ম মন্ত্র ও ষড়াঙ্গ মন্ত্র এই পুস্তকের **প্রথম অধ্যায়ে** উল্লিখিত রয়েছে]

- **দেহের একাধিক জায়গায় একাধিক রুদ্রাক্ষ ধারণের মন্ত্রবিধি –**

এখন যারা সন্ন্যাস নিয়েছেন বা যদি কেউ দেহের একাধিক জায়গায় একাধিক রুদ্রাক্ষ ধারণ করতে ইচ্ছুক তাঁদের জন্য পৃথক মন্ত্রোচ্চারণ বিধি রয়েছে। **চন্দ্রজ্ঞানাগম, রুদ্রাক্ষজাবাল উপনিষদ** এবং **মকুটাগমোক্ত** বিধান অনুযায়ী –

1. **ত্বকে** রুদ্রাক্ষ ধারনের সময় **ঈশান মন্ত্র** জপ করতে হবে।

2.**কণ্ঠে/গ্রীবায়** রুদ্রাক্ষ ধারণের সময় **তৎপুরুষ মন্ত্র** জপ করতে হবে।

3.**অঘোর** মন্ত্র জপ দ্বারা **গলায়** এবং **হৃদয়ে/বক্ষপ্রদেশে** রুদ্রাক্ষ ধারণ করা উচিৎ।

4.বাহুদ্বয়ে রুদ্রাক্ষ ধারণের সময় **অঘোর** মন্ত্র জপতে হবে।

5. উদরে/পেটে/কোমরে ধারণ করার সময় **পঞ্চাশটি** রুদ্রাক্ষ দিয়ে তৈরী মালা **ব্যোমব্যাপী মন্ত্র** জপ পূর্বক ধারণ করতে হবে। [শৈবাগমোক্ত

👉 **ব্যোমব্যাপী মন্ত্র - ॐ আং ঈং ঊং ব্যোমব্যাপিনে ॐ নমঃ |**

6.তিনটি বা পাঁচটি বা সাতটি রুদ্রাক্ষের মালা গলায় ধারণ করার সময় **পঞ্চব্রহ্ম** মন্ত্র এবং সাথে **ষড়াঙ্গ** মন্ত্র পাঠ পূর্বক তা ধারণ করার বিধান আছে।

7.শিবমহাপুরাণে আবার **কানে(কর্ণছত্র)** রুদ্রাক্ষ ধারণের কথাও বলা আছে। শিবমহাপুরাণ মতে কানে রুদ্রাক্ষ ধারণ করার সময় **তৎপুরুষ মন্ত্র** জপ পূর্বক তা ধারণ করা উচিৎ।

- **ধারণ স্থান অনুযায়ী রুদ্রাক্ষের সংখ্যা -**

যেসমস্ত যোগীরা বা সন্ন্যাসীরা বা অপর যে কেউ যারা দেহের একাধিক স্থানে রুদ্রাক্ষ ধারণ করবেন তাঁদের জন্য দেহের কোন অংশে কয়টি রুদ্রাক্ষ ধারণ করা উচিৎ তার বিধানও শৈবশাস্ত্র প্রদান করছে। **চন্দ্রজ্ঞানাগম**, **মকুটাগম**, **রুদ্রাক্ষজাবাল উপনিষদোক্ত** বিধান অনুযায়ী-

শিখাবন্ধনীতে --- ১টি রুদ্রাক্ষ ধারণ করা উচিৎ।

স্তকে --- ৩০টি রুদ্রাক্ষ ধারণ করা উচিৎ।

গ্রীবায়/কণ্ঠে --- ৩২টি রুদ্রাক্ষ ধারণ করা উচিৎ।

বাহু দ্বয়ে--- ১৬-১৬ টি রুদ্রাক্ষ ধারণ করা উচিৎ।

প্রত্যেক **কবজি** বা **মণিবন্ধনীতে --- ১২-১২** টি রুদ্রাক্ষ ধারণ করা উচিৎ।

দুইকাঁধ মিলে **---** **৫০০** টি রুদ্রাক্ষ ধারণ করা উচিৎ।

গলায় ধারণীয় রুদ্রাক্ষ মালায় **১০৮** টি রুদ্রাক্ষ দ্বারা তৈরী মালা থাকা দরকার। কেউ চাইলে ২, ৩ , ৫ অথবা ৭ টি রুদ্রাক্ষের মালা একসাথে ধারণ করতে পারেন।

শিবমহাপুরাণ মতে প্রত্যেক **কানেও ১-১টি** করে রুদ্রাক্ষ ধারণ করা উচিৎ। শৈব আগম মতে দেহে **১০০০ রুদ্রাক্ষ** ধারন **সর্বোত্তম, ৫০০** রুদ্রাক্ষ ধারন **মধ্যম** ও **৩০০** রুদ্রাক্ষ ধারন **নিম্ন** ফল দায়ক।

[**বি:দ্র-** দেহের বিভিন্ন স্থানে রুদ্রাক্ষ ধারন মন্ত্র জপের সাথে সাথে ১ থেকে ১৪ মুখ পর্যন্ত প্রতিটি প্রকার রুদ্রাক্ষের যে আলাদা আলাদা নির্দিষ্ট

শিবপুরাণোক্ত বীজমন্ত্রগুলি **11 নং অধ্যায়ে** উল্লিখিত আছে সেগুলিও জপ করতে হবে।]

-----------------|| ইতি রুদ্রাক্ষ ধারণ বিধি সম্পূর্ণম্ ||-------------





ATYUDDANDA NṚTTA

➢ অধ্যায় নং 13

শৈবাগমোক্ত করন্যাস বিধি :-

শৈব আগমোক্ত নির্দেশ অনুযায়ী করন্যাসের ক্ষেত্রে **সৃষ্টিক্রম** অর্থাৎ **বুড়ো আঙুল** থেকে শুরু করে ক্রমশ **কনিষ্ঠা** আঙুল পর্যন্ত ক্রমে করন্যাস **গৃহীরাও** করতে পারবেন। তাই সৃষ্টিক্রমেই করন্যাসটি দেওয়া হল।

- **করন্যাস বিধি -**

ওঁ যং ঈশানায অঙ্গুষ্ঠভ্যাং নমঃ |

(তর্জনী দিয়ে বুড়ো আঙুলের গোড়া ছুঁতে হবে, দুই হাতেই এমনটা একসাথে করতে হবে)

ওঁ বাং তৎপুরুষায তর্জনীভ্যাং নমঃ |

(বুড়ো আঙুল দিয়ে তর্জনীর গোড়া ছুঁতে হবে, দুই হাতেই এমনটা একসাথে করতে হবে)

ওঁ শিং অঘোরায মধ্যমাভ্যাং নমঃ |

(বুড়ো আঙুল দিয়ে মধ্যমার গোড়া ছুঁতে হবে, দুই হাতেই এমনটা একসাথে করতে হবে)

ওঁ মং বামদেবায অনামিকাভ্যাং নমঃ |

(বুড়ো আঙুল দিয়ে অনামিকার গোড়া ছুঁতে হবে, দুই হাতেই এমনটা একসাথে করতে হবে)

ওঁ নং সদ্যোজাতায কনিষ্ঠিকাভ্যাং নমঃ |

(বুড়ো আঙুল দিয়ে কেনি আঙুলের গোড়া ছুঁতে হবে, দুই হাতেই এমনটা একসাথে করতে হবে)

ওঁ ওঁ প্রণবায করতলপৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ |

(ডান হাতের তর্জনী আর মধ্যমাদিয়ে বামহাতের তালুতে তালি বাজাতে হবে)

--------------|| ইতি শৈবাগমোক্ত করন্যাস বিধি সমাপ্তম্ ||-----------



➢ অধ্যায় নং 14

শৈবাগমোক্ত দেহন্যাস বিধি :-

শৈব আগম মতে দেহন্যাসের ক্ষেত্রে **দুইরকমের মন্ত্র বিধির** উল্লেখ পাওয়া যায়। এখানে দেহন্যাসের সেই দুটি পদ্ধতিই দেয়া হল। **যে কোনো একটি পদ্ধতি অনুসরণ করবেন। গৃহীদের** জন্য **স্থিতিক্রমে** দেহন্যাস করার বিধান আছে (স্থিতিন্যাস।)

[**বিঃদ্রঃ-** আমরা যখন শরীরের **ঊর্ধ্বভাগ** (যেমন শির বা শিখাভাগ) থেকে ন্যাস করা আরম্ভ করে ক্রমশ **নিম্নভাগের** দিকে যাই তখন তা **সৃষ্টিক্রম** আর আমরা যখন দেহের **নিম্নভাগ** (পাদদেশ) থেকে ন্যাস শুরু করে ক্রমশ **ঊর্ধ্বভাগের** দিকে যেতে থাকি তখন তা **লয়/সংহার ন্যাস**। আর, যখন দেহের **মধ্যভাগ** (হৃদয় বা বক্ষস্থল) থেকে ন্যাস করা প্রারম্ভ হয় তখন তা **স্থিতি ন্যাস।** বোঝার সুবিধার্থে দেহ ন্যাসের স্থিতি ক্রম নীচে উল্লেখ করা হল-

প্রথমে **হৃদয় ---** তারপর **মুখ** বা **বক্ত্র ---** তারপর **মস্তক ---** তারপর **গুহ্যদেশ ---** তারপর **পাদদেশ (পা)**। এটিই **স্থিতিক্রম** = **গৃহীদের** জন্য এই ক্রম।]

- **শৈবমতে দেহন্যাসের প্রথম পদ্ধতি :-**

ওঁ হুং অঘোরহৃদযায নমঃ |

(ডানহাতের মধ্যমা ও বুড়ো আঙুল একসাথে জোড়া করে হৃদয়ে স্পর্শ করবেন)

ওঁ হেং তৎপুরুষবক্ত্রায নমঃ |

(ডানহাতের তর্জনী ও বুড়ো আঙুল একসাথে জোড়া করে মুখ স্পর্শ করবেন)

ওঁ হোং ঈশানমূর্ধায নমঃ |

(ডানহাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে মাথার উপরি ব্রহ্মতালুকে স্পর্শ করবেন)

ওঁ হিং বামদেবগুহ্যায নমঃ |

(ডানহাতের অনামিকা ও বুড়ো আঙুল একসাথে জোড়া করে তলপেটের নিম্নভাগ/ গুহ্যদেশ স্পর্শ করবেন)

ওঁ হং সদ্যোজাতমূর্তযে নমঃ |

(ডানহাতের কনিষ্ঠা ও বুড়ো আঙুল একসাথে জোড়া করে পা স্পর্শ করবেন)

- **শৈবমতে দেহন্যাসের দ্বিতীয় পদ্ধতি :-**

ওঁ শিং অঘোরায নমঃ হৃদযে।

(ডানহাতের মধ্যমা ও বুড়ো আঙুল একসাথে জোড়া করে হৃদয়ে স্পর্শ করবেন)

ওঁ বাং তৎপুরুষায নমঃ মুখে।

(ডানহাতের তর্জনী ও বুড়ো আঙুল একসাথে জোড়া করে মুখ স্পর্শ করবেন)

ওঁ যং ঈশানায নমঃ মাথায।

(ডানহাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে মাথার উপরি ব্রহ্মতালুকে স্পর্শ করবেন)

ওঁ মং বামদেবায নমঃ গুহ্যে।

(ডানহাতের অনামিকা ও বুড়ো আঙুল একসাথে জোড়া করে তলপেটের নিম্নভাগ/ গুহ্যদেশ স্পর্শ করবেন)

ওঁ নং সদ্যোজাতায নমঃ পদদ্বযে।

(ডানহাতের কনিষ্ঠা ও বুড়ো আঙুল একসাথে জোড়া করে পা স্পর্শ করবেন)

https://issgt100.blogspot.com

ওঁ ওঁ প্রণবায নমঃ সর্বাঙ্গি।

(ডান হাতের সব আঙুল একসাথে জোড়া করে সর্বাঙ্গে ছুঁতে হবে)

[**খেয়াল রাখার বিষয়** –

নং এবং **হং** বীজদ্বয় – সর্বদা **সদ্যোজাত** মন্ত্রের সহিত উচ্চারিত হবে

ং এবং **হিং** বীজদ্বয় – **বামদেব** মন্ত্রের সহিত উচ্চারিত হবে

শিং এবং **হুং** বীজদ্বয় – **অঘোর** মন্ত্রের সহিত উচ্চারিত হবে

বাং এবং **হেং** বীজদ্বয়– **তৎপুরুষ** মন্ত্রের সহিত উচ্চারিত হবে

যং এবং **হোং** বীজদ্বয় – **ঈশান** মন্ত্রের সহিত উচ্চারিত হবে

এমনটাই শৈব আগমোক্ত বিধান।]

-----------------------|| **ইতি দেহন্যাস পদ্ধতি সমাপ্তম** ||-----------------------



➢ অধ্যায় নং 15

শৈবাগমোক্ত ষড়াঙ্গন্যাস বিধি :-

শিবপূজার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ন্যাস হল **ষড়াঙ্গন্যাস।** আবাহনের পর সকলীকরণের সময় এই ষড়াঙ্গন্যাস করতে হয়। গৃহীরা **স্থিতিক্রমে** ষড়াঙ্গন্যাস করবেন। তাছাড়া ভূতশুদ্ধি ও প্রাণায়ামের পর বিদ্যাদেহের সকলীকরণের সময় ষড়াঙ্গন্যাস করার দরকার পড়ে। শৈব আগমে ষড়াঙ্গ ন্যাসের ক্ষেত্রে মন্ত্রের উপর ভিত্তি করে **দুটি বিধির** উল্লেখ পাওয়া যায়।

- **শৈবাগমোক্ত ষড়াঙ্গন্যাসের প্রথম পদ্ধতি -**

1.হৃদয়মন্ত্র পাঠ করার সময় ডানহাতের মধ্যমা, অনামিকা ও তর্জনী আঙুল জোড়া করে বক্ষের বামভাগকে ছুঁয়ে ন্যাস করতে হবে – **ওঁ ওঁ হ্রাং হৃদযায নমঃ - উ**চ্চারণ পূর্বক।

2. শির মন্ত্র পাঠ করার সময় তর্জনী ও মধ্যমা দ্বারা মাথার উপরিভাগকে ছুঁতে হবে - **ওঁ নং হ্রীং শিরসে স্বাহা** - উচ্চারণ পূর্বক।

3. শিখা মন্ত্র পাঠের সময় ডানহাতের বুড়ো আঙুল দ্বারা নিজের মস্তকের কেশের অগ্রভাগ বা টিঁকি ছুঁতে হবে - **ওঁ মং হ্রূং শিখাযৈ বষট্ - উচ্চারণ পূর্বক**।

4. **কবচ** মন্ত্র পাঠের সময় নিজের দুই হাতের সর্বাঙ্গুলি দিয়ে বিপরীত দুইদিকের বাহুকে স্পর্শ করতে হবে- **ওঁ শিং হ্রৈং কবচায হুং** - উচ্চারণ পূর্বক।

5. **নেত্র** মন্ত্র পাঠের সময় নিজের ডান হস্তের তিনটি আঙুল তর্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা দিয়ে ডানচোখ, বামচোখ ও ভ্রূমধ্য(ললাট নেত্র) একসাথে স্পর্শ করতে হবে- **ওঁ বাং হ্রৌং নেত্রত্রযায বৌষট্** -উচ্চারণ পূর্বক।

6. **অস্ত্র** মন্ত্র পাঠের সময় নিজের ডানহাতের তর্জনী ও মধ্যমা জোড়া করে বাম হস্তের তালুতে তালি বাজাতে হবে - **ওঁ যং হ্রঃ অস্ত্রায ফট্** - উচ্চারণ পূর্বক।

- **ষড়াঙ্গন্যাসের মন্ত্রোচ্চারণের দ্বিতীয় পদ্ধতি –**

1.**হৃদয়মন্ত্র** পাঠ করার সময় ডানহাতের মধ্যমা, অনামিকা ও তর্জনী আঙুল জোড়া করে বক্ষের বামভাগকে ছুঁয়ে ন্যাস করতে হবে - **ওঁ ওঁ অনন্তশক্তিধাম্নে হৃদযায নমঃ** উচ্চারণ পূর্বক।

2.**শিরো** মন্ত্র পাঠ করার সময় তর্জনী ও মধ্যমা দ্বারা মাথার উপরিভাগকে ছুঁতে হবে - **ওঁ নং সর্বজ্ঞশক্তিধাম্নে শিরসে স্বাহা** - উচ্চারণ পূর্বক।

3.শিখা মন্ত্র পাঠের সময় ডানহাতের বুড়ো আঙুল দ্বারা নিজের মস্তকের কেশের অগ্রভাগ বা টিঁকি ছুঁতে হবে - **ওঁ মং নিত্যতৃপ্তিধাম্নে শিখাযৈ বষট্** - উচ্চারণ পূর্বক।

4. কবচ মন্ত্র পাঠের সময় নিজের দুই হাতের সর্বাঙ্গুলি দিয়ে দুইদিকের বাহুকে স্পর্শ করতে হবে- **ওঁ শিং অনাদিবোধশক্তিধাম্নে কবচায হুং**- উচ্চারণ পূর্বক।

5. নেত্র মন্ত্র পাঠের সময় নিজের ডান হস্তের তিনটি আঙুল তর্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা দিয়ে ডানচোখ, বামচোখ ও ভ্রূমধ্য একসাথে স্পর্শ করতে হবে- **ওঁ বাং স্বতন্ত্রশক্তিধাম্নে নেত্রত্রযায বৌষট্** - উচ্চারণ পূর্বক।

6.অস্ত্র মন্ত্র পাঠের সময় নিজের ডানহাতের তর্জনী ও মধ্যমা জোড়া করে বাম হস্তের তালুতে তালি বাজাতে হবে- **ওঁ যং অলুপ্তশক্তিধাম্নে অস্ত্রায ফট্** - উচ্চারণ পূর্বক।

---------------|| ইতি শৈবাগমোক্ত ষড়াঙ্গন্যাস সম্পূর্ণম্ ||------------

➢ অধ্যায় নং 16

শৈবাগমোক্ত ৩৮ কলান্যাস বিধি :-

সদাশিবের পঞ্চব্রহ্মমূর্তি কে বিন্যাস করলে ৩৮ কলা পাওয়া যায়। তাই ৩৮ কলান্যাসকে **ব্রহ্মন্যাস** বা **ব্রহ্মাঙ্গন্যাসও** বলে। এই ন্যাস বাংলায় প্রচলিত নেই কেননা এই ন্যাস সদাশিবের আগমোক্ত পূজাবিধির সাথেই সম্পর্কিত আর বাংলায় আগমোক্ত শৈবাচারের প্রচলন নেই। তবে দক্ষিণভারতে এই ন্যাস বহুল প্রচলিত। বিভিন্ন শৈব আগম সহ শিবপুরাণেও ৩৮কলা ন্যাসের উল্লেখ মেলে। এই ৩৮কলা ন্যাস শিবার্চনকালীন আবাহনের পর **সকলীকরণের** সময় করা হয় ষড়াঙ্গন্যাসের সাথে এবং ভূতশুদ্ধিকালীন প্রাণায়ামের পরে বিদ্যাদেহের সকলীকরণের সময়ও এই ন্যাস করা হয়ে থাকে। সকলীকরণের সময় সদাশিবের ৩৮ কলাময় দেহকে চিন্তন করার নিমিত্তে এই ৩৮ কলান্যাস করা হয়। **গৃহীরা স্থিতিক্রমে** এই ৩৮ কলান্যাস করবেন।

- **ক্রমনির্দেশ :-**

প্রথমে **অঘোর** --- তারপর **তৎপুরুষ** --- তারপর **ঈশান ---** তারপর **বামদেব ---** শেষে **সদ্যোজাত** কলার ন্যাস == এটাই **স্থিতিক্রম**। এই ক্রমে গৃহস্থরা করবেন।

[**বিঃদ্রঃ** – প্রসঙ্গত বলে রাখি শিবের পঞ্চমস্তক বা পঞ্চব্রহ্মের ক্ষেত্রে **সদ্যোজাত -- বামদেব -- অঘোর -- তৎপুরুষ -- ঈশান** == এই ক্রমটি হল **সংহার ক্রম**। এটি গৃহীদের জন্য নয়।

অন্যদিকে, **ঈশান --তৎপুরুষ -- অঘোর -- সদ্যোজাত -- বামদেব** = এই ক্রমটি হল **সৃষ্টিক্রম**। এটিও গৃহীদের জন্য নয়।]

- **নিম্নে শুধুমাত্র গৃহীদের জন্য স্থিতিক্রমটি দেয়া হল :-**

[প্রতিটি ন্যাস মন্ত্র উচ্চারণের সময় **তত্ত্বমুদ্রায়** ডান হাত দ্বারা প্রত্যেক মন্ত্রের পাশের ব্র্যাকেটে দেওয়া দেহের স্থান গুলিতে স্পর্শ করবেন। প্রত্যেকটি মন্ত্রের জন্য নির্দিষ্ট নির্দিষ্ট স্থানে স্পর্শ করতে হবে। **তত্ত্বমুদ্রার** ছবি আপনারা এই পুস্তকের **25 নং** অধ্যায় **মুদ্রা প্রকরণ** এ পেয়ে যাবেন।]

1.অঘোর কলান্যাস — (৮ কলাময়)-

ওঁ হুং অঘোরেভ্যস্তমাযৈ নমঃ (হৃদয়ে)

ওঁ হুং অথ ঘোরেভ্যো মোহাযৈ নমঃ (গ্রীবায়)

ওঁ হুং অঘোর রক্ষাযৈ নমঃ (ডান কাঁধে)

ওঁ হুং ঘোরতরেভ্যো নিষ্ঠাযৈ নমঃ (বাম কাঁধে)

ওঁ হুং সর্বেভ্যস্সর্বমৃত্যবে নমঃ (নাভিতে)

ওঁ হুং সর্বেভ্যো মাযাযৈ নমঃ (পেটে)

ওঁ হুং নমস্তে অস্তু রুদ্র অভয়াযৈ নমঃ (পিঠে)

ওঁ হুং রুপেভ্যঃ জরাযৈ নমঃ (বক্ষে)

2.তৎপুরুষ কলান্যাস – (8 কলাময়)-

ওঁ হেং তৎপুরুষায বিদ্মহে শান্ত্যৈ নমঃ (পূর্ব বক্ত্রে/মাথার পূর্বাংশে)

ওঁ হেং মহাদেবায ধীমহি বিদ্যাযৈ নমঃ (দক্ষিণ বক্ত্রে/মাথার ডানভাগে)

ওঁ হেং তন্নো রুদ্রঃ প্রতিষ্ঠাযৈ নমঃ (উত্তর বক্ত্রে)

ওঁ হেং প্রচোদয়ান্নি বৃত্ত্যৈ নমঃ (পশ্চিম বক্ত্রে)

ওঁ হেং অবক্তকলাযৈ নমঃ (ঊর্ধ্ববক্ত্রে/মাথার উর্ধ্বাংশে)— এটিকে কলার মধ্যে ধরা হয় না, কেননা এটা অব্যক্ত। তাই কেউ চাইলে এটা নাও বলতে পারেন।

3.ঈশান কলান্যাস —(৫ কলাময়)-

ওঁ হোং ঈশানস্সর্বদ্যানাং শশিন্যৈ নমঃ (উর্ধ্ব মস্তক/মাথার উর্ধ্বভাগে)

ওঁ হোং ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং অঙ্গদাযৈ নমঃ (পূর্ব মস্তক/মাথার পূর্বভাগে)

ওঁ হোং ব্রহ্মাধিপতির্ব্রহ্মণোহধিপতির্ব্রহ্মইষ্টাযৈ নমঃ (দক্ষিণ মস্তক/ মাথার দক্ষিণভাগে))

ওঁ হোং শিবো মে অস্তু রীচ্যৈ নমঃ (উত্তর মস্তক/মাথার উত্তরভাগে)

ওঁ হোং সদাশিবোং জ্বালিন্যৈ নমঃ (পশ্চিম মস্তক/মাথার পশ্চিম ভাগে)

4.বামদেব কলান্যাস–(১৩ কলাময়)-

ওঁ হিং বামদেবায নমঃ রজাযৈ নমঃ (গুহ্য দেশে)

ওঁ হিং জেষ্ঠায নমো রক্ষাযৈ নমঃ (লিঙ্গে)

ওঁ হিং রুদ্রায নমো রত্যৈ নমঃ (ডান উরুতে)

ওঁ হিং কালায নমো পাল্যৈ নমঃ (বাম উরুতে)

ওঁ হিং কল কামাযৈ নমঃ (ডান হাঁটুতে/জানুতে)

ওঁ হিং বিকরণায সংযমিন্যৈ নমঃ (বাম হাঁটু/জানুতে)

ওঁ হিং বলায ক্রিযাযৈ নমঃ (ডান জঙ্ঘায়/Shin-হাঁটু থেকে গোড়ালি পর্যন্ত অংশ)

ওঁ হিং বিকরণায নমো বুদ্ধোযৈ নমঃ (বাম জঙ্ঘায়/Shin)

ওঁ হিং বল কার্যাযৈ যৈ নমঃ (পশ্চাৎদেশের ডানভাগে বা ডান স্ফিক দেশে)

ওঁ হিং প্রমথনায নমো ধাত্রৈ নমঃ (পশ্চাৎদেশের বাম ভাগে বা বাম স্ফিক দেশে)

ওঁ হিং সর্বভূতদমনায নমো ব্রাহ্মণ্যৈ নমঃ (কোটিদেশে)

ওঁ হিং মনো মোহিন্যৈ নমঃ (ডান পার্শ্বে/দেহের ডানদিকে)

ওঁ হিং উন্মনায নমো ভবায়ৈ নমঃ (বাম পার্শ্বে/দেহের বামদিকে)

5.সদ্যোজাত কলান্যাস–(৮ কলাময়)-

ওঁ হং সদ্যোজাতং প্রপদ্যামি সিদ্ধৈ নমঃ — (এটি পাঠ পূর্বক ডান পদ ছুঁতে হবে)

ওঁ হং সদ্যোজাতায বৈ নম ঋদ্ধ্যৈ নমঃ (বাম পদ ছুঁতে হবে)

ওঁ হং ভবায দ্যুতৈ নমঃ (ডান হস্তে)

ওঁ হং ভবায লক্ষ্ম্যৈ নমঃ (বাম হস্তে)

ওঁ হং অনাদিভবায মেধায়ৈ নমঃ (নাসাগ্রে)

ওঁ হং ভবস্ব মাং কান্ত্যৈ নমঃ (শিরে/মাথায়)

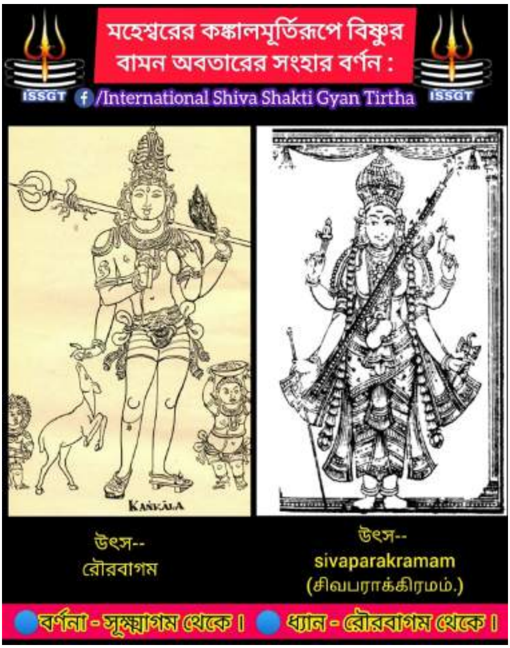
ওঁ হং ভবায স্বধায়ৈ নমঃ (ডান উর্ধ্ববাহুতে)

https://issgt100.blogspot.com

ওঁ হং উদ্ভবায ধৃত্যৈ নমঃ (বাম ঊর্ধ্ববাহুতে)

[**বিঃদ্রঃ-** পূর্ব-কামিকাগম, রৌরব আগম সহ বিভিন্ন শৈব আগমে, শিবার্চনচন্দ্রিকায় ও অন্যান্য শৈব শাস্ত্রে ৩৮ কলার অনুরূপ শক্তিগুলির নামের মধ্যে সামান্য পার্থক্য লক্ষ করা যায়। সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ে পূর্ব-কামিকাগম থেকে ৩৮কলান্যাস পদ্ধতিটি নেওয়া হয়েছে যা প্রধান শৈবাগম এবং সর্বাধিক মান্য।]

----------------|| শৈবাগমোক্ত ৩৮ কলান্যাস বিধি সমাপ্তম্ ||----------------





➢ অধ্যায় নং 17

শৈবাগমোক্ত মাতৃকান্যাস বিধি:-

শৈব আগমোক্ত মাতৃকান্যাসের পদ্ধতি সাধারণ বঙ্গীয় তন্ত্রোক্ত রীতির মাতৃকান্যাসের থেকে কিছুটা ভিন্ন। শিবমহাপুরাণ, শৈবাগম, বীরাশৈবাচার প্রদীপিকা সহ বিভিন্ন শৈবশাস্ত্রে শুধুমাত্র বহিঃমাতৃকা ন্যাসেরই উল্লেখ মেলে। শৈবশাস্ত্রে অন্তঃমাতৃকান্যাস, সংহারমাতৃকান্যাস, বহিঃমাতৃকান্যাসের বিনিযোগ, করন্যাস, ষড়াঙ্গন্যাস, মাতৃকাধ্যান এসবের বিধান দেওয়া নেই, শুধুমাত্র বহিঃমাতৃকা ন্যাসেরই বিধান দেওয়া আছে।

মাতৃকা ন্যাসকে **বর্ণন্যাস** বা **লিপিন্যাস** বা **অক্ষরন্যাসও** বলা হয়। সাধারণত প্রাণায়াম ও ভূতশুদ্ধির পর মাতৃকাবর্ণময় বিদ্যাদেহ কল্পনা করার উদ্দেশ্যে মাতৃকা ন্যাস করা হয়ে থাকে। মাতৃকা ন্যাসের ফলে **মন্ত্রশুদ্ধিও** হয়ে থাকে।

পূর্ব-কামিকাগম, রৌরবাগম, শিবমহাপুরাণ , বীরাশৈবাচার প্রদীপিকা এসব শাস্ত্রে মাতৃকান্যাসে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ স্পর্শের ক্ষেত্রে সামান্য পার্থক্য দেখা যায় (গুরুপরম্পরা ভিত্তিক।)তাই প্রধান শৈবাগম **পূর্ব-কামিকাগমে** উল্লিখিত মাতৃকা ন্যাসপদ্ধতিটিই সরলীকৃত করে নিম্নে বর্ণিত হল।

ভক্তের ভক্তির পথে জটিলতা গুলিকে এড়ানোর জন্য প্রত্যেক মাতৃকা বর্ণের সাথে সম্পর্কিত অনুরূপ শিব ও শক্তিস্বরূপের নামগুলিকে বাদ দিয়ে

সরলভাবে মাতৃকা ন্যাসের পদ্ধতি উল্লেখ করা হল। কেননা একজনের পক্ষে প্রত্যেকটি মাতৃকা বর্ণের শিব ও শক্তিস্বরূপের নাম সহ ন্যাস মনে রাখা অসম্ভব।

- **ন্যাসপদ্ধতি:–**

শুধুমাত্র **ওঁ + বিন্দু(ং) যুক্ত বর্ণ + নমঃ** এরূপ উচ্চারণ করে শরীরের বিভিন্ন স্থানে ডানহাত দিয়ে **তত্ত্বমুদ্রায়** স্পর্শ করে ন্যাস করলেই হবে। (যেমন- ওঁ আং নমঃ, ওঁ ইং নমঃ, ওঁ হং নমঃ ইত্যাদি।)

চুলের অগ্রভাগে— **অং** কার (**ওঁ অং নমঃ এইভাবে**)

ললাটে — **আং** কার

ডান ও **বাম নেত্রে** — **ইং** কার ও **ঈং** কার

ডান ও **বাম** কানে — **উং** কার ও **ঊং** কার

ডান ও **বাম কপোলে**(গালে) — **ঋং** কার ও **ঋ্ঋং** কার

ডান ও **বাম নাসাছিদ্রে** — **ঌং** কার ও **ঌঌং** কার (ঌ=লি)

উর্ধ্ব ও **অধঃ ওষ্ঠদ্বয়ে** — **এং** কার ও **ঐং** কার

ঊর্ধ্ব ও **অধঃ দন্তপংক্তিদ্বয়ে** — **ওং** কার ও **ঔং** কার

মস্তকের ব্রহ্মতালুতে— অং কার

মুখমন্ডলে — **অঃ** কার

ডান হাতের **পাঁচটি সন্ধিস্থলে** যথাক্রমে **(বাহু, কনুই, কব্জি, করতল** ও **অঙ্গুলাগ্রভাগ)** — **কং, খং, গং, ঘং, ঙং** কার

বাম হাতের **পাঁচটি সন্ধিস্থলে (বাহু, কনুই, কব্জি, করতল** ও **অঙ্গুলাগ্রভাগ)** — **চং , ছং, জং, ঝং, ঞং** কার

ডান পায়ের পাঁচটি অংশে **(উরু, হাঁটু, জঙ্ঘা, পায়ের পাতা, অঙ্গুলাগ্রভাগ)** — **টং, ঠং, ডং, ঢং, ণং** কার

বাম পায়ে (উরু, হাঁটু, জঙ্ঘা, পায়ের পাতা, অঙ্গুলাগ্রভাগ) — **তং, থং, দং, ধং, নং** কার

ডান ও **বাম** দুই পার্শ্বে — **পং** কার ও **ফং** কার

পিঠে — **বং** কার

নাভিতে — **ভং** কার

হৃদয়ে — **মং** কার

সপ্তধাতুর মধ্যে যথাক্রমে (**ত্বক, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র**) —যং, রং, লং, বং, শং, ষং, সং কার।

প্রাণাত্মা বা **হৃদয়ে** — **হং** কার

লিঙ্গাগ্রে — **ক্ষং** কারের বিন্যাস করতে হবে।

(সংশ্লিষ্ট মাতৃকান্যাসটি আসলেই **বহিঃমাতৃকা** ন্যাস। কেননা এইক্ষেত্রে দেহের বহির্ভাগের বিভিন্ন অংশকে স্পর্শ করে ন্যাস করতে হয়।)

- **আপনারা চাইলে উপরিউক্ত মাতৃকান্যাসের পূর্বে বহিঃমাতৃকার ধ্যান করে নিতে পারেন (বঙ্গীয় তন্ত্রাচারে এই ধ্যানের উল্লেখ পাওয়া যায়)-**

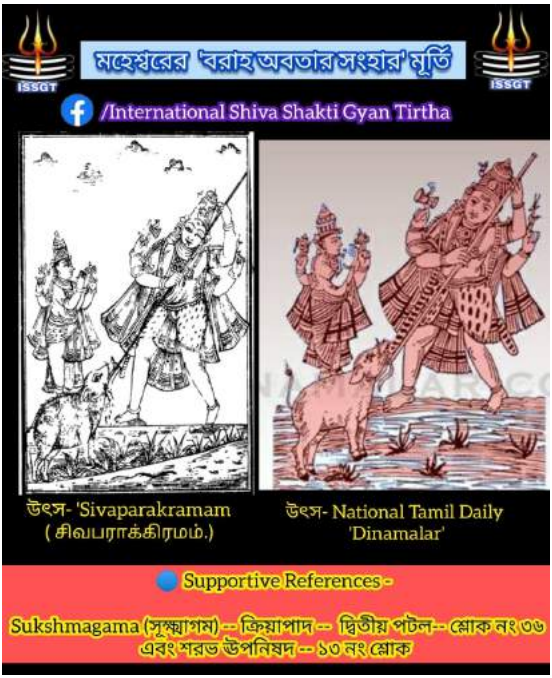
পঞ্চাশল্লিপিভির্বিভক্তমুখদোঃপন্মধ্যবক্ষঃস্থলাং

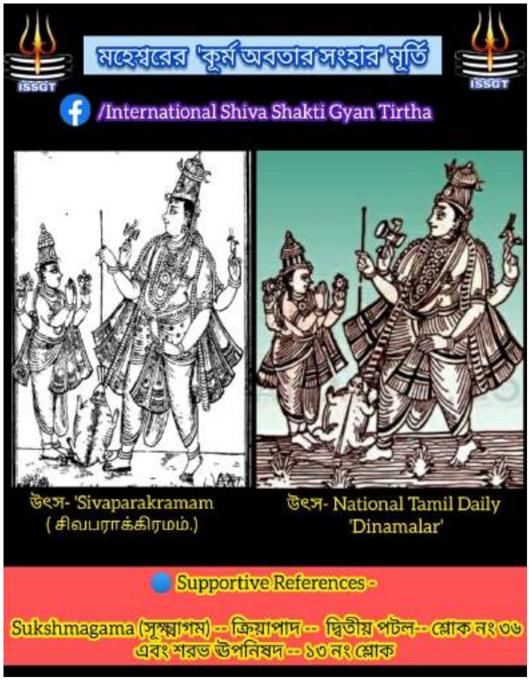
ভাস্বন্মৌলিনিবদ্ধচন্দ্রশকলামাপীনতুঙ্গস্তনীম্ |

মুদ্রামক্ষগুণং সুধাঢ্য কলসং বিদ্যাঞ্চ হস্তাম্বুজৈ-র্বিভ্রাণাং বিশদপ্রভাং ত্রিনয়নাং বাগ্দেবতামাশ্রয়ে ||

(বাংলা সরল অর্থে এভাবেও চিন্তা করতে পারেন — যাহার মুখ, বাহু, পদ, কোটিদেশ এবং বক্ষ স্থল পঞ্চাশদ্ বর্ণে বিভক্ত, যাহার কিরীট উজ্জল শশীকলা নিবদ্ধ, যাহার স্তন পীন ও উচ্চ এবং যিনি করকমল চতুষ্টয়ে তত্ত্ব মুদ্রা, অক্ষমালা, অমৃতকলস ও বিদ্যা ধারণ করছেন সেই শুক্লবর্ণা ত্রিনয়ণা বাগ্দদেবতাকে আশ্রয় করি।) যদিও শৈবাগম অনুযায়ী মাতৃকা ধ্যান বাধ্যতামূলক নয়।

------------ || ইতি শৈবাগমোক্ত মাতৃকান্যাস সম্পূর্ণম্ || ------------





➢ অধ্যায় নং 18

শিব পঞ্চাক্ষর মন্ত্রের বিনিয়োগ ও ঋষ্যাদিন্যাস :-

মূলত শিবের পঞ্চাক্ষর মন্ত্র **জপ** করতে যাওয়ার পূর্বে, শিবার্চনকালীন **ভূতশুদ্ধির** সময় বিদ্যাদেহের উদ্দেশ্যে এবং শিবার্চনকালীন **শিবের** আহ্বান, স্থাপন ইত্যাদির পরে **সকলীকরণের** সময় **শিবপঞ্চাক্ষর মন্ত্রের ন্যাস**(এসময় শুধুমাত্র দেহন্যাস ও ষড়াঙ্গন্যাস) করা প্রয়োজন। এই ন্যাসকে **শিব পঞ্চাক্ষরী বিদ্যার** ন্যাসও বলা হয়, কেননা এই শিব পঞ্চাক্ষর মন্ত্রকে একজন দেবী হিসেবে কল্পনা করা হয় শিবপুরাণ ও শৈব আগম মতে। শিবের মূল পঞ্চাক্ষর মন্ত্রের ন্যাসগুলি নিম্নলিখিত উপায়ে করা হয় —

1.শিব পঞ্চাক্ষরী বিদ্যার ধ্যান

2.বিনিয়োগ

3.ঋষ্যাদিন্যাস

4.করন্যাস

5.দেহন্যাস

6.ষড়াঙ্গন্যাস

এদের মধ্যে **করন্যাস, দেহন্যাস ও ষড়াঙ্গন্যাস** পূর্ববর্তী অধ্যায় গুলোতেই দেওয়া হয়ে গেছে। তাই এই অধ্যায়ে শুধুমাত্র **পঞ্চাক্ষরী বিদ্যার ধ্যান, বিনিয়োগ** আর **ঋষ্যাদিন্যাসটা** দেওয়া হল।

1.প্রথমে শিব পঞ্চাক্ষরী বিদ্যার ধ্যান করতে হবে নিম্নোক্ত মন্ত্র দ্বারা -

শিব পঞ্চাক্ষরী বিদ্যার ধ্যান (শিবমহাপুরাণোক্ত) –

তপ্তচাভীকরপ্রখ্যা পীনোন্নতপযোধরা ||

চতুর্ভুজা ত্রিনযনা বালেন্দুকৃতশেখরা |

পদ্মোৎপলকরা সৌম্যা বরদাভযপাণিকা ||

সর্বলক্ষণসম্পন্না সর্বাভরণভূষিতা |

সিতপদ্মাসনাসীনা নীলকুঞ্চিতভূর্দ্ধজা ||

অস্যাঃ পঞ্চবিদ্যা বর্ণাঃ প্রস্ফুরট্ রশ্মিমণ্ডলাঃ |

পীতঃ কৃষ্ণস্তথা ধূম্রঃ স্বর্ণাভো রক্ত এব চ ||

2.শিবের মূলপঞ্চাক্ষর মন্ত্রের বিনিয়োগ -

(প্রথম পদ্ধতি , চন্দ্রজ্ঞানাগমোক্ত)

নমঃ শিবায ইত্যস্য

শ্রীমূলপঞ্চাক্ষরমহামন্ত্রস্য বামদেব ঋষিঃ

পংক্তিশ্ছন্দঃ

শ্রী সদাশিবো দেবতা

প্রণব (ওঁ) বীজম্

উমা শক্তিঃ অথবা নমঃ শক্তি (এটাও বলা হয়ে থাকে অনেকসময়)

শিব ইতি কীলকং শ্রীসদাশিবপ্রীত্যর্থে জপে বিনিযোগঃ ।

- **শিবের মূলপঞ্চাক্ষর মন্ত্রের বিনিয়োগ-**

(দ্বিতীয় পদ্ধতি, শিবমহাপুরাণোক্ত)

ওঁ অস্য শ্রীশিবপঞ্চাক্ষরীমন্ত্রস্য

বামদেব ঋষিঃ

পংক্তিশ্ছন্দঃ

শিবো দেবতা

মং বীজম্

যং শক্তি

বাং কীলকং

সদাশিবকৃপাপ্রসাদোপলব্ধিপূর্বকমখিলপুরুষার্থসিদ্ধযে

জপে বিনিযোগঃ ।

3.ঋষ্যাদিন্যাস (স্থিতিক্রমে, চন্দ্রজ্ঞানাগমোক্ত)-

হৃদি ওঁ শ্রীসদাশিব দেবতাযৈ নমঃ

মুখে ওঁ পংক্তি ছন্দসে নমঃ

শিরসি ওঁ বামদেব ঋষযে নমঃ

গুহ্যে ওঁ প্রণব বীজায নমঃ

পাদয়ো ওঁ উমা (অথবা নমঃ)শক্ত্যযে নমঃ

সর্বাঙ্গে ॐ শিবায কীলকং নমঃ

[**বিঃদ্রঃ**– ঋষ্যাদিন্যাস করার সময়েও গৃহীরা **স্থিতি** ক্রম অনুসরন করবেন। প্রথমে **হৃদয়েরটা** বলবেন — তারপর **মুখে** — তারপর **মস্তকে** — তারপর **গুহ্যদেশে** — তারপর **পদদ্বয়ে।** প্রতিটি ক্ষেত্রে অনুরূপ অঙ্গ গুলি ডান হাতে **তত্ত্বমুদ্রা** দ্বারা স্পর্শ করবেন।]

----------|| ইতি পঞ্চাক্ষর মন্ত্র বিনিয়োগ ও ঋষ্যাদিন্যাস সম্পূর্ণম্ ||----------





➢ অধ্যায় নং 19

শৈবাগমোক্ত প্রাণায়াম ও ভূতশুদ্ধি :-

শৈবাগমে উল্লিখিত পঞ্চশুদ্ধির মধ্যে অন্যতম হল **আত্মশুদ্ধি**। এই আত্মশুদ্ধির অন্তর্ভুক্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হচ্ছে প্রাণায়াম ও ভূতশুদ্ধি।

- **পদ্ধতি-**

1.প্রাণায়াম এবং ভূতশুদ্ধি করার আগে সর্বপ্রথম দশদিক বন্ধন করে নেওয়ার বিধান আছে শাস্ত্রে। **তালমুদ্রায়** অর্থাৎ ডান হাতের তর্জনী ও মধ্যমা আঙুলকে জোড়া করে বাম হাতের তালুতে তিনবার তালি দিয়ে অস্ত্রমন্ত্র **ফট্** বা আগমোক্ত অস্ত্র মন্ত্র **ওঁ যং হ্রঃ অস্ত্রায় ফট্** মন্ত্র পাঠ পূর্বক দশদিককে বন্ধন করতে হবে।

2.এরপর ভূতশুদ্ধি করতে পরপর **তিনবার প্রাণায়াম** করতে হবে। প্রথমে একবার শরীরের মধ্যে থাকা দূষিত শ্বাস বায়ুকে জোড়পূর্বক নিঃশ্বাসের(শ্বাসত্যাগ করা) মাধ্যমে বাইরে ত্যাগ করে দিতে হবে। তারপর একে একে পূরক, কুম্ভক ও রেচক করতে হবে যা প্রাণায়ামের মূল তিনটি অঙ্গ।

I. পূরক - প্রথমে ডানহাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দিয়ে ডান নাসাছিদ্র বন্ধ করে, বাম নাসাছিদ্র দিয়ে শুদ্ধ বায়ু প্রশ্বাসের (শ্বাস গ্রহণ) দ্বারা ধীরে ধীরে গ্রহন করতে হবে।

শ্বাসবায়ু গ্রহনের প্রথম অর্ধভাগে কল্পনা করতে হবে **পৃথিবী তত্ত্ব** অর্থাৎ মাটিতে প্রোথিত সংসারস্বরূপ একটি **বৃক্ষকে**, যার শেকড়ভাগ উপরের দিকে ও শাখাপ্রশাখা নীচের দিকে।

এরপর শ্বাসবায়ু গ্রহনের দ্বিতীয় অর্ধভাগে **জল তত্ত্ব** দ্বারা সেই গাছকে সিঞ্চিত করতে হবে।

II. কুম্ভক - এরপর ফট্ উচ্চারণ পূর্বক কণ্ঠরুদ্ধ করে সেই গ্রহণ করা শ্বাসবায়ুকে আটকে রাখতে হবে কিছুক্ষণ।

শ্বাসবায়ু রুদ্ধাবস্থায় **বৈরাগ্যরুপি অস্ত্র** দ্বারা সেই বৃক্ষকে ছেদন করতে হবে এবং সেই ছেদিত বৃক্ষের সাথে নিজদেহকে একরূপ কল্পনাকরে তাঁদেরকে জ্ঞানরূপি **অগ্নি তত্ত্বে** দহন করতে হবে। (সামান্য কিছুক্ষণ নিজের সাধ্যমত আপনারা শ্বাসবায়ুকে আটকে রাখবেন, সাধ্যের অতিরিক্ত সময় ধরে শ্বাসকে রুদ্ধ করবেন না।)

III. রেচক - এরপর ডানহাতের অনামিকা দ্বারা বাম নাসাছিদ্রকে বন্ধ করে ডান নাসাছিদ্র দিয়ে **পাশুপত অস্ত্র** মন্ত্র জপ পূর্বক সেই রুদ্ধ করা শ্বাসবায়ুকে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক ভাবে নির্গত করতে হবে।

শ্বাসবায়ু ছাড়ার সময় **বায়ুতত্ত্ব** দ্বারা সেই অগ্নিদগ্ধ দেহ-বৃক্ষের ভস্মকে দশদিকে বিলীন করতে দিতে হবে। শৈবাগমোক্ত **পাশুপতাস্ত্র মন্ত্র - ওঁ ... পাশুপতাস্ত্রায় ফট্** (পাশুপতাস্ত্রের বীজকে গুহ্য রাখা হল)।

তারপর সবার শেষে সেই ভস্মীভূত দেহ-বৃক্ষকে মনে মনে **আকাশ তত্ত্বে** সম্পূর্ণরূপে বিলীন করে দিতে হবে।

3. এরপর **বিপরীত ক্রম** অনুসরন করতে হবে অর্থাৎ ডানহাতের অনামিকা দ্বারা বাম নাসাছিদ্রকে বন্ধ করে ডান নাসা ছিদ্র দ্বারা **পূরক** করতে হবে উপরিউক্ত একই উপায়ে। তারপর ক্রমশ একই ধাপ অনুসরণ করতে করতে শেষে ডানহাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ডান নাসাছিদ্র বন্ধ করে বাম নাসাছিদ্র দিয়ে সেই বায়ুর **রেচক** করতে হবে।

4.তারপর আবার পূর্বে বর্ণিত একই উপায়ে বাম নাসাছিদ্র দ্বারা পূরক করতে হবে এবং ডান নাসাছিদ্র দ্বারা তার রেচক করতে হবে। সুতরাং ভূতশুদ্ধির জন্য এইভাবেই পরপর **তিনবার প্রাণায়াম** করার বিধান শাস্ত্রে বর্ণিত আছে।

5.এরপর **পাঁচবার হ্লাং(হ্লাঁ)** উচ্চারণ দ্বারা পৃথিবী তত্ত্বকে , **চারবার হ্বীং(হ্বীঁ)** উচ্চারণ দ্বারা জলতত্ত্বকে, **তিনবার হ্রূং(হ্রূঁ)** উচ্চারণ দ্বারা অগ্নিতত্ত্বকে, **দুইবার হ্যৈং(হ্যৈঁ)**উচ্চারণ দ্বারা বায়ুতত্ত্বকে এবং **একবার হৌং(হৌঁ)** উচ্চারণ দ্বারা আকাশতত্ত্বক ভেদ করে আজ্ঞাচক্রস্থিত মনদ্বারা সহস্রারের পরমশিবের চিন্তন করতে হবে ও নিজেকে পরমশিবের সাথে একাত্ম চিন্তা করতে হবে—-

“শূণ্যং সর্বং নিরালম্বমপ্রেযমগোচরম্ |

অধোর্ধবান্তস্থমমৃতং স্রবন্তং চিন্তযেৎসদা

প্রণবেন সমাযুক্তং শ্বেতপদ্মোপরি স্থিতম্ |” (শৈবাগমোক্ত ধ্যান)

6.নিজ স্থূলদেহকে পঞ্চতত্ত্বে মিলিয়ে দিয়ে এবং পঞ্চতত্ত্বকে পরমশিবে মিলিয়ে দিয়ে চিন্তা করতে হবে মায়ার তৈরী **শক্তিদেহ**।

7.তারপর সহস্রারচক্রের অমৃতদ্বারা তাঁকে প্লাবিত করিয়ে তৈরী করতে হবে **বিদ্যাদেহ**।

8. সেই বিদ্যাদেহকে মাতৃকাবর্ণময় কল্পনা করতে হবে যার তিনটি চোখ হল – ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি।

9.এরপর সেই বিদ্যাদেহের উদ্দেশ্যে শৈবাগমোক্ত পদ্ধতিতে প্রথমে শিব পঞ্চাক্ষরী বিদ্যার **বিনিয়োগ, ঋষ্যাদিন্যাস, করন্যাস** ও **দেহন্যাস** করতে হবে। তারপর **৩৮ কলান্যাস** করতে হবে। এরপরে শৈবাগমোক্ত উপায়ে শিব পঞ্চাক্ষরী বিদ্যার **ষড়াঙ্গমন্ত্র ন্যাস** করতে হবে। (সংশ্লিষ্ট ন্যাসগুলি পূর্ববর্তী অধ্যায় গুলিতেই দেওয়া আছে।)

10. এরপর শৈবাগমোক্ত পদ্ধতিতে **মাতৃকান্যাস** করতে হবে। (শৈবাগমোক্ত মাতৃকান্যাস এই পুস্তকের **17 নং** অধ্যায়েই দেওয়া আছে।)

এইভাবেই ভূতশুদ্ধি অর্থাৎ শরীরের মধ্যে অবস্থিত পঞ্চভূতেরশুদ্ধি হয়ে থাকে।

---------- || **ইতি শৈবাগমোক্ত প্রাণায়াম ও ভূতশুদ্ধি সমাপ্তম্** || -----------



➢ অধ্যায় নং 20

সাধারণ তন্ত্রোক্ত উপায়ে প্রাণায়াম ও ভূতশুদ্ধি :-

যারা পূর্বের অধ্যায়ে আলোচিত শৈবাগমোক্ত উপায়ে অপেক্ষাকৃত জটিল প্রাণায়াম ও ভূতশুদ্ধি করতে অসমর্থ হবেন তাদের জন্য নিম্নোক্ত প্রাণায়াম ও ভূতশুদ্ধির পদ্ধতিটি দেওয়া হল যা বৃহৎ তন্ত্রসারোক্ত। এটিই বাংলায় বহুল প্রচলিত। তবে এটি শুধুমাত্র জানার জন্য সংযোজন করা হয়েছে কেননা শৈবদের জন্য শৈবাগমোক্ত প্রাণায়াম ও ভূতশুদ্ধির পৃথক বিধি পূর্বের অধ্যায়েই উল্লিখিত হয়েছে।

- **পদ্ধতি:-**

1.ভূতশুদ্ধি করতে সবার প্রথমে বহ্নিবীজ রং মন্ত্রে চারিদিকে জল ছিঁটিয়ে বহ্নি (অগ্নি) প্রাচীর কল্পনা করে নিতে হবে।

2.নিজ অঙ্কদেশে হাতের তালুদ্বয় পরস্পর উত্তান করে বা চিৎ করে স্থাপন করে **সোঽহং** মন্ত্রে জীবাত্মাকে মূলাধারস্থিত কুলকুণ্ডলিনীর সাথে যুক্ত করতে হবে।

3.তারপর হুং কার উচ্চারণ পূর্বক কুণ্ডলিনীকে উত্থাপন ও **হংস** মন্ত্র জপ দ্বারা সেই কুণ্ডলীনিকে ষটচক্র ভেদ করে সহস্রারস্থিত পরমশিবের সাথে মিলিত করে পরমশিবের চিন্তন করতে হবে নিম্নোক্ত মন্ত্রে –

ওঁ মূলশৃঙ্গাটাচ্ছিরঃসুষুম্না পথেন জীবশিবং পরমশিবপদে যোজযামি স্বাহা ||

ওঁ যং লিঙ্গশরীরং শোষয স্বাহা ||

ওঁ রং সঙ্কোচশরীরং দহ দহ স্বাহা ||

ওঁ পরমশিব সুষুম্নাপথেন মূলশৃঙ্গাটমুল্লসোল্লস জ্বল জ্বল প্রজ্বল প্রজ্বল হংসঃ সোঽহং স্বাহা ||

4.এরপর ষটচক্রাস্থিত পঞ্চভূত সহ সমগ্র ভুবনসমূহকে সেই সহস্রারচক্রে লয় করাতে হবে।

5.তারপর ডানহাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দিয়ে ডান নাসাছিদ্র বন্ধ করে **যং** বীজ বাম নাসাপুটে/নাসাছিদ্রে চিন্তা করে ও তা ১৬ বার জপ পূর্বক বামনাসাপুট দিয়ে বায়ু গ্রহন **(পূরক)** করতে হবে। তারপর উভয় নাসাপুট বন্ধ করে ওই একই বীজ **যং** ৬৪ বার জপ করতে করতে **কুম্ভক** (শ্বাসবায়ু রোধ) করতে হবে। তারপর ললাটে ওই বীজ ৩২ বার জপ পূর্বক ডান হাতের অনামিকা দিয়ে বাম নাসাছিদ্র বন্ধ করে ডান নাসাছিদ্র দিয়ে ওই বায়ু ত্যাগ **(রেচক)** করতে হবে।

6.তারপর ডানহাতের অনামিকা দ্বারা বাম নাসাছিদ্র বন্ধ করে ডান নাসাছিদ্রে **রং** বীজ চিন্তা করে সেই নাসাপুট দিয়ে বাতাস গ্রহন করে পূর্বের

ন্যায় একই পন্থা অবলম্বন করতে হবে ও শেষে ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ডান নাসাছিদ্রকে বন্ধ রেখে বাম নাসিকা দ্বারা সেই বায়ু ছাড়তে হবে।

7.এরপর চন্দ্রবীজ **ঠং** বামনাসিকাতে ধ্যান করতে হবে এবং তা ১৬ বার জপ করতে করতে পূর্বের ন্যায় একই ভাবে বাম নাসিকা দ্বারা বায়ু গ্রহন পূর্বক ললাটদেশে চন্দ্রকে নিয়ে আসতে হবে তারপর উভয় নাসাপুটকে বদ্ধ করে **বং** বরুণবীজের ৬৪ বার জপ দ্বারা সেই চন্দ্র থেকে ক্ষরিত অমৃত দ্বারা মাতৃকাবর্ণময় সমস্তদেহ রচনা করতে হবে।

8.এরপর পৃথিবী বীজ **লং** এর ৩২ বার জপ করতে করতে দেহকে সুদৃঢ় চিন্তা করে পূর্বের ন্যায় বাম নাসিকাকে ডানহাতের অনামিকা দ্বারা রুদ্ধ করে ডান নাসিকা দ্বারা বায়ুকে রেচন করতে হবে। এইভাবই তিনবার প্রাণায়াম সম্পন্ন করতে হবে।

9. এরপর মাতৃকাবর্ণময় দেহের উদ্দেশ্যে বঙ্গীয় তন্ত্রোক্ত রীতি অনুযায়ী বহিঃমাতৃকার ধ্যান ও বহিঃমাতৃকান্যাস (মাতৃকা মন্ত্রের বিনিয়োগ, ঋষ্যাদিন্যাস, করন্যাস, অঙ্গন্যাস সহ) সম্পন্ন করতে হবে। তবে বঙ্গীয় তন্ত্রোক্ত বিধিতে এই **বহিঃমাতৃকা ন্যাসের পূর্বে অন্তঃমাতৃকা ধ্যান** ও **অন্তঃমাতৃকা ন্যাস** করার বিধান রয়েছে।

[**বিঃদ্রঃ-**তবে প্রাণায়ামই হউক বা মাতৃকা ন্যাসই হউক শৈবদের ক্ষেত্রে শৈবাগমোক্ত বিধিই প্রাধান্য পাবে। শুধুমাত্র জ্ঞান বৃদ্ধির নিমিত্তে এই

অধ্যায়টিকে এই পুস্তকে সংযোজন করা হয়েছে। তাই আলাদা করে বঙ্গীয় তন্ত্রোক্ত বহিঃমাতৃকা ন্যাসের বিনিয়োগ, ঋষ্যাদিন্যাস, করন্যাস, অঙ্গন্যাস এবং অন্তঃমাতৃকার ন্যাস, অন্তঃমাতৃকাধ্যান, সংহারমাতৃকান্যাস এসব আর দেওয়া হল না।]

-----|| ইতি বঙ্গীয় তন্ত্রোক্ত প্রাণায়াম ও ভূতশুদ্ধি বিধি সমাপ্তম্ ||-------



➢ অধ্যায় নং - 21

শৈবাগমোক্ত শৈবাগ্নি প্রজ্বলন ও বৃহৎ শিবহোম বিধি:-



ভূমিকা- বঙ্গ সহ উত্তর ভারতে এমনকি এইসব অঞ্চলের শিবমন্দির ও জ্যোতির্লিঙ্গ মন্দিরগুলিতেও সঠিক শৈবাচারে শিবের হোম-যজ্ঞ করা হয়না। এতদিন ধরে সাধারন বঙ্গীয় স্মার্ত মতে বা অনেকসময় শাক্তমতে শিবের হোমের প্রথা চলে আসছে। সুতরাং শৈবধর্মের এরূপ শোচনীয় অবস্থায় শিবভক্তদের স্বার্থ রক্ষার্থে ও শৈবসনাতন ধর্মের ভীত মজবুত করার উদ্দেশ্যে এই প্রথমবার বাংলায় শৈব আগমোক্ত সঠিক বিধান সহ বৃহৎ শিবহোম বিধি নিয়ে হাজির হল ISSGT- INTERNATIONAL SHIVA SHAKTI GYAN TIRTHA. কোনোরূপ পুরোহিতের সাহায্য ছাড়াই দীক্ষিত,

অদীক্ষিত সকলেই এই বিধিতে বাড়িতে হোম করতে পারবেন। যেসকল শিবভক্তরা জ্ঞানমার্গী, যারা সর্ব জগৎকে শিবময় চিন্তা করেন তাঁরা দীক্ষা ছাড়াও শিবহোম সহ শৈব আগমোক্ত সর্ব আচার পালনে অধিকারী। তবে গুরু আজ্ঞাসহ শিবমন্ত্রে দীক্ষিতদের জন্যে এই হোমবিধি বিশেষভাবে কার্যকারী ও ফলদায়ী হবে। যারা অদীক্ষিত তারা বীজ মন্ত্র উচ্চারণ না করে শুধুমাত্র মূল মন্ত্রভাগটুকু বলবেন। কেননা বীজের অর্থ ও গঠনশৈলী না জেনে তা উচ্চারণ করলে সেটি কোনো কাজে দেবে না।

যারা এর আগে কোনো না কোনো তান্ত্রিক বা বৈদিক হোম বাড়িতে করেছেন বা দেখেছেন তাঁদের জন্য এই আগমোক্ত শিবহোম করাটা খুব একটা কঠিন বলে মনে হবে না এটাই আশা আমাদের। আর শিবের পূজার ক্ষেত্রে শিবাগ্নি প্রজ্জ্বলন না করলে সমস্ত হোমকার্যই নিরর্থক হবে।

(আলোচ্য পোস্টটিতে রেখাচিত্র অঙ্কনের পাশাপাশি বিশেষ কিছু কিছু বিষয়ে বিশেষভাবে সহায়তা করেছেন আমাদের পরিচালকগণের মধ্যে অন্যতম শ্রদ্ধেয় **শ্রী শুভ্রনীল দে** শৈবজী।)

শৈবাগ্নি প্রজ্জ্বলন :-

শিবমহাপুরানের বিদ্যেশ্বর সংহিতা অনুযায়ী **অঘোর** মন্ত্র পাঠ পূর্বক অগ্নি প্রজ্বলন করলেই তা শিবাগ্নি হিসেবে অভিহিত হয়। তবে শৈব আগমে এব্যাপারে সঠিক বিধানসহ বিস্তারিত বর্ণিত আছে। তার ধাপ গুলি হল -

1. স্থণ্ডিল বা কুণ্ড নির্বাচন
2. স্থণ্ডিল বা কুণ্ডের বৈশিষ্ট্য (মেখলালক্ষণ)
3. সঠিক পরিমাপ অনুযায়ী স্থণ্ডিলের গঠন
4. কুণ্ডসংস্কার ও স্থণ্ডিল, মেখলা নির্মাণ
5. বাগীশ্বর ও বাগীশ্বরীকে ধ্যান পূর্বক আসনপ্রদান ও তাঁদের মিলন
6. অগ্নি সংগ্রহ ও অগ্নি সংস্কার
7. অগ্নির স্থাপন / অগ্নির গর্ভাধান
8. স্রুক-স্রুবের সংস্কার
9. আজ্য/ ঘৃতপাত্র সংস্কার
10. অগ্নির গর্ভাধান সংক্রান্ত অন্যান্য সংস্কার এবং নামকরণ
11. মেখলাপূজন (মেখলায় উপস্থিত সমগ্র দেব-দেবীর পূজন)

12. শিবাগ্নির ধ্যান

13. শিবাগ্নির সপ্ত-জিহ্বার প্রতি আহুতি প্রদান

14. অগ্নির উদ্দেশ্যে আহুতি প্রদান

15 . শিবাগ্নিতে শিবের, আবাহন, স্থাপন, সন্নিরোধন, পরমীকরণ, অর্ঘ উদক প্রদান

16. শিব ও শিবাগ্নির একাত্মকরণ(নাড়িসন্ধান)

17. শিবের উদ্দেশ্যে আহুতি প্রদান

18. যজ্ঞভস্ম সংগ্রহ

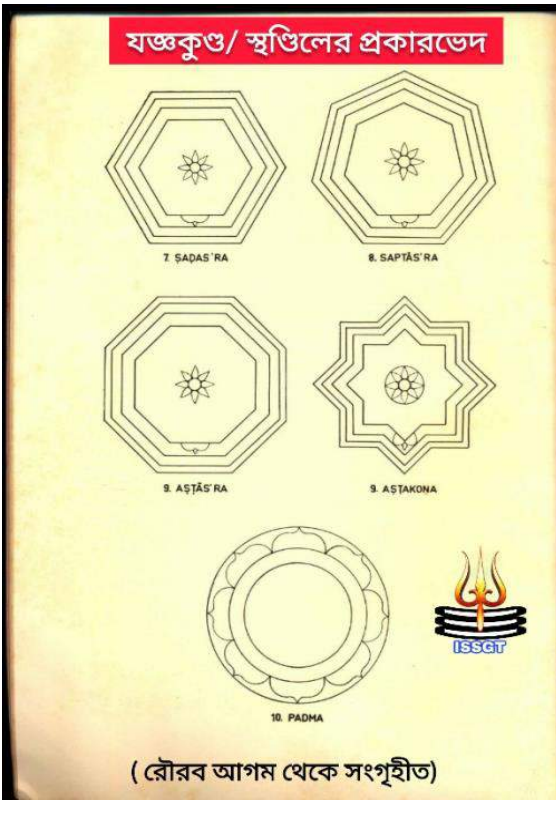
19. যজ্ঞের বিসর্জন

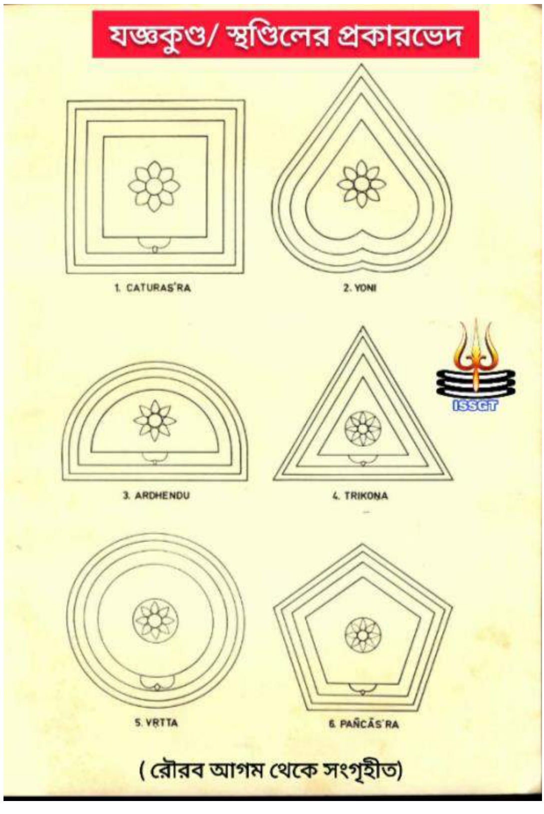
1. স্থণ্ডিল বা কুণ্ড নির্বাচন –

শৈবাগম, শিবপুরাণ সহ বিভিন্ন শাস্ত্রে বিভিন্ন প্রকারের যজ্ঞ-ব্যবস্থার উল্লেখ আছে। যেমন- যজ্ঞকুণ্ড(মাটির নীচে গর্তকরে) , যজ্ঞবেদী, স্থণ্ডিল(মাটির উপরে ধাপের উপর ধাপ বসিয়ে) ইত্যাদি। পারমেশ্বর আগম মতে এই স্থণ্ডিল আবার প্রধানত তিনপ্রকার আকৃতির হয়ে থাকে। যেমন-চতুরস্র(চৌকাকার), ত্র্যস্র(ত্রিকোণাকার) এবং বৃত্তাকার কুণ্ড। তাছাড়া

অজিতাগম ও রৌরবাগম মতে মাটির নীচে খোঁড়া যজ্ঞকুণ্ড আবার বিভিন্ন আকারের হয়। যেমন-চতুরস্র(চৌকাকার), ত্র্যস্র(ত্রিকোণাকার), পঞ্চস্র(পঞ্চভূজাকার), ষড়স্র (ষড়ভূকজাকার), সপ্তস্র(সপ্তভূজাকার), অষ্টস্রাকার(অষ্টভূজাকার), অষ্টকোণাকার, বৃত্তাকার, অর্ধচন্দ্রাকার (ধনুকাকার), যোনিআকৃতির, অষ্টদলপদ্মাকার এবং চতুর্দলপদ্মাকার।

(অজিতাগম ও রৌরবাগম মতে)





অজিতাগম মতে নিত্য অগ্নিকার্যের জন্য **চতুরস্র** বা **চৌকোকার** স্থণ্ডিল বা হোমকুণ্ডই আদর্শ। সুপ্রভেদাগমোক্ত নির্দেশানুযায়ী **পূর্ব** দিক করেই চতুরস্র/চৌকাকার কুণ্ড বা স্থণ্ডিল তৈরী করা দরকার।



2. স্থণ্ডিল বা কুণ্ডের বৈশিষ্ট্য (মেখলালক্ষণ) -

যারা মাটি বা ইট এসব দিয়ে বা অন্যকিছু দিয়ে ধাপে ধাপে স্থণ্ডিল বানাবেন তাঁদের জন্য নিম্নলিখিত বিশেষ কিছু তথ্য দেওয়া হল -

👉 **মেখলা**- ধাপে ধাপে উত্থিত যজ্ঞকুণ্ড বা স্থণ্ডিলের ধাপগুলিকে বলে মেখলা। পারমেশ্বর আগম মতে যজ্ঞকুণ্ডটি তিনটি ধাপ বা মেখলা যুক্ত হলে উত্তম।

👉**কণ্ঠ-**স্থণ্ডিলের সবার উপরের ধাপটির অন্তঃপার্শ্ব ভাগকে বলে **কণ্ঠ।** (উপরের চিত্রতে দেখুন)

👉**যোনি-**এই কণ্ঠভাগ থেকেই একটি যোনি আকৃতির বিবর্ধিত অংশ (চিত্রে দেখুন) বানানোর বিধান আছে আগম ও তন্ত্র শাস্ত্রে ,একেই স্থণ্ডিলের **যোনি** বলে। শিবমগাপুরাণোক্ত নির্দেশ অনুযায়ী কুণ্ডের পশ্চিম বা দক্ষিণ দিকে সেই যোনির নির্মাণ করা দরকার। সেই যোনির আকৃতি পিপ্পল গাছের পাতা বা হাতির কানের মতো আকৃতির যেন হয়।

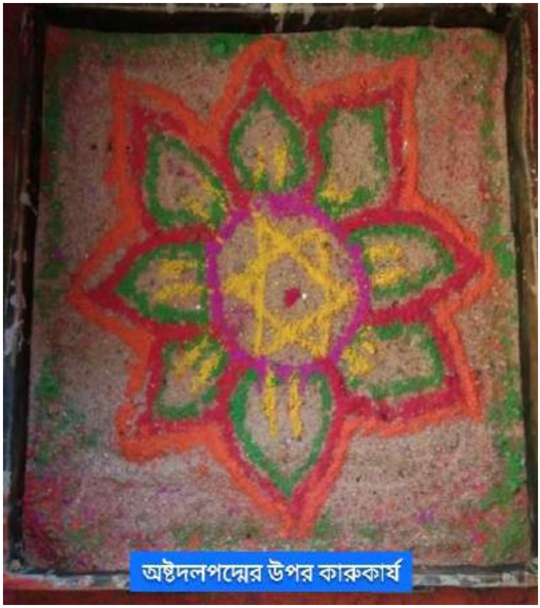
👉**নাভি-**স্থণ্ডিলের মধ্যে সমতল ভাগের কেন্দ্রবর্তী অংশকে **নাভি** বলে। (উপরের চিত্রতে দেখুন)

👉এই নাভির মধ্যেই কুশঘাসের অগ্রভাগ দিয়ে একটি **অষ্টদলপদ্ম** (দ্বিমাত্রিক) অঙ্কন করতে হবে। এরপরে বালি ও সাথে রং মিশিয়ে সেই পদ্মের দাগ অনুযায়ী ছড়িয়ে দিতে হবে।

👉কুণ্ডের অন্তর্বর্তী দৈর্ঘ্যের অর্ধেক মাপের ব্যাস(Diameter) বিশিষ্ট হতে লাগবে নাভিটিকে। এই নাভির মধ্যেই অষ্টদল পদ্মটিকে অঙ্কন করতে হবে।

👉যোনির পশ্চাৎ অংশটিকে একটি নলাকৃতি অংশের(প্রণালী) দ্বারা যুক্ত করতে হবে। সেই নলটির শেষপ্রান্ত কুণ্ডের নাভি পর্যন্ত যেন বিস্তৃত ও যুক্ত থাকে।





3. **সঠিক পরিমাপ অনুযায়ী স্থণ্ডিলের গঠন-**

👉আলোচ্য পোস্টে শুধুমাত্র **চতুরস্র** অর্থাৎ চৌকোকার স্থণ্ডিলের কথা বর্ণিত হল। একটি আদর্শ যজ্ঞকুণ্ড তিনটি মেখলাযুক্ত হওয়া দরকার।

👉 প্রথম মেখলা, তার উপর দ্বিতীয় মেখলা এবং তাঁর উপর তৃতীয় মেখলা। নীচ থেকে উপরের দিকে ক্রমশ মেখলার দৈর্ঘ্য কমতে থাকবে ধীরে ধীরে।

👉 পূর্ব কামিকাগমোক্ত নির্দেয়ানুযায়ী প্রথম মেখলা অর্থাৎ কণ্ঠের দৈর্ঘ মোটামুটি **১ হস্ত** থেকে **২ হস্ত** হওয়া দরকার। বাকি নীচের ধাপ গুলিরও মাপ সেই অনুযায়ী করে নিতে হবে।

👉 সবার উপরের অর্থাৎ প্রথম মেখলাটির যে দৈর্ঘ্য হবে সেই সমান দৈর্ঘ্যের গভীরতা সেই হোমকুণ্ডের হওয়া দরকার, বলছে কামিকাগম।

👉 যদি দীর্ঘতম মেখলা অর্থাৎ সর্বনিম্ন মেখলাটির দৈর্ঘ্য **২ হস্ত** হয় তবে

সর্বনিম্ন মেখলাটি চওড়ায় হবে - **৬ আঙ্গুল**

মধ্যম মেখলাটি চওড়ায় হবে - **৪ আঙ্গুল**

সবার উপরের মেখলাটি চওড়ায় হবে - **৩ আঙ্গুল**।

(পূর্ব-কামিকাগমোক্ত নির্দেশ)

👉 উপরিউক্ত এই মাপের অর্থাৎ **দুই হস্ত** মাপের যজ্ঞকুণ্ডে সর্বাধিক **১০ হাজার** আহুতি দেওয়া যাবে, বলছে - কিরণ আগম।

তাছাড়া আরও অনেক মাপের যজ্ঞকুণ্ডের উল্লেখ আছে আগমে।

কুণ্ডের দৈর্ঘ্য যেহেতু **২** হস্ত, সুতরাং সেক্ষেত্রে যোনিটির দৈর্ঘ্য হবে **২ আঙ্গুলের বেশি হতে হবে, ১২ আঙ্গুল** দৈর্ঘ্যের যোনি হওয়া দরকার। তাছাড়া কণ্ঠথেকে যোনিটির **উচ্চতা** যোনিটির দৈর্ঘ্যের থেকে **৩ আঙ্গুলের** মতো বেশি হওয়া দরকার। এটাই পূর্ব-কামিকাগমোক্ত নির্দেশ।

পদ্ম ও নাভির সমতলের উচ্চতা মূল ভূমি থেকে এমন হওয়া দরকার যেটা কুণ্ডের দৈর্ঘ্যের **১/৪**র্থাংশ হয় অর্থাৎ কুণ্ডের দৈর্ঘ্য ২ হস্ত হলে অষ্টদল পদ্মটি যে সমতলে থাকবে তার উচ্চতা **২/৪** হস্ত= **০.৫** হস্ত হওয়া দরকার। এটাও পূর্ব-কামিকাগমোক্ত নির্দেশ।

[**পরিমাপের হিসাব-** ১ আঙ্গুল = ১.৬ - ২.১ সেন্টিমিটার(সেমি)

১ হস্ত = ১ অরত্নি = ২৪ আঙ্গুল = ৩৮-৫০ সেমি = ২ বিস্তৃতি]

4. কুণ্ডসংস্কার ও স্থণ্ডিল, মেখলা নির্মাণ-

স্থণ্ডিলের মধ্যে অঙ্কিত অষ্টদলপদ্ম



👉স্থণ্ডিলের ধাপগুলি নির্মাণের পূর্বে সাধারন ভাবেই কিছুটা গর্ত খুঁড়ে কিছুটা কুণ্ডের মতো বানিয়ে নিতে হবে- এটাই সবার প্রথম ধাপ।

👉এরপর কুণ্ডটিকে মূল শিবমন্ত্র- **নমঃ শিবায** মন্ত্রে **বীক্ষণ** করতে হবে।

👉তারপর সেটাকে **অস্ত্র** মন্ত্রে **প্রোক্ষণ** করতে হবে।

👉তারপর **তাড়ন** করতে হবে **- হুং ফট্** উচ্চারণ করে (কিরণাগমোক্ত নির্দেশ)

👉এরপর সেটাকে **কবচ** মন্ত্রে **অভ্যুক্ষণ** করতে হবে।

👉এবং পুনরায় **অস্ত্র** মন্ত্র মারফত **তাড়ণ** করতে হবে।

এরপরে পুনরায় সেই কুণ্ডের নিম্নভাগে সামান্য **খনন** করতে হবে - **কবচ** মন্ত্র উচ্চারণ পপূর্ক। (অজিতাগমোক্ত নির্দেশ)

এরপর কিছু মাটি ও পাথর, খোলা এসব উঠিয়ে ফেলে দিতে হবে সেখান থেকে তারপর সেই গর্তটিকে মাটি দিয়ে সামান্য ভরাট করতে হবে (**পূরণ**) ও চারপাশে স্থণ্ডিল/মেখলার ধাপ বানিয়ে ফেলতে হবে, সাথে যোনিও বানিয়ে ফেলতে হবে পূর্ব অনুচ্ছেদে বর্ণিত নিয়মে।

এরপর সেই গর্তে **হৃদয়মন্ত্র** উচ্চারণ পূর্বক সামান্য জল দ্বারা **সেচন** করতে হবে। (অজিতাগমোক্ত নির্দেশ)

এরপর **বৌষট্** শব্দে **কুট্টন** (খনন ও পাথরের টুকরো, খোলা বাছাই) করতে হবে সেই স্থানের এবং তারপর **সমার্জন** অর্থাৎ ভালোকরে আলেপন করতে হবে গোময় দ্বারা সেই স্থানের। (অজিতাগমোক্ত নির্দেশ)

এরপর এসব হয়ে গেলে, স্থন্ডিল নির্মান হয়ে গেলে সেই কুণ্ডের নাভিতে **অষ্টদল পদ্ম** অঙ্কিত করতে হবে পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদের বিধান অনুযায়ী।

এরপর **কবচ** মন্ত্রের দ্বারা সেই কুণ্ডের **অর্চনা** করতে হবে। (অজিতাগমোক্ত নির্দেশ)

👉 এরপর সেই কুণ্ডের **পূর্বভাগে - নিবৃত্তি** কলাকে, **দক্ষিণভাগে— প্রতিষ্ঠা**কলাকে, **পশ্চিমদিকে- বিদ্যা** কলাকে, **উত্তরদিকে- শান্তি**কলাকে এবং **মধ্যভাগে -শান্ত্যাতীত** কলাকে বিন্যাস/প্রতিষ্ঠা করতে হবে। (অজিতাগমোক্ত নির্দেশ)

👉 এরপর **কবচ** মন্ত্রের দ্বারা সেই কুণ্ডের চারপাশ **তিন পাকের** সুতো ঘিরে পুনঃ অর্চনা করতে হবে। (কিরণাগমোক্ত নির্দেশ)

5. **বাগীশ্বর ও বাগীশ্বরীকে ধ্যান পূর্বক আসনপ্রদান ও তাঁদের মিলন -** এরপর সেই যজ্ঞকুণ্ডের মধ্যে **পূর্বধারে** (অর্থাৎ উত্তর-দক্ষিণ বরাবর) এবং **উত্তরধারে** (অর্থাৎ পূর্ব-পশ্চিম বরাবর) কুর্চ দ্বারা তিনটি তিনটি করে সমান্তরাল রেখা টানতে হবে। (অজিতাগম ও কিরণাগমোক্ত নির্দেশ) নীচের চিত্রে দেখে নিন - (বোঝার সুবিধার্থে Zoom করে দেখুন)

👉 এরপর কিছু কুশকে তারপর **হৃদয়** মন্ত্রের দ্বারা সুগন্ধি জল দ্বারা **প্রোক্ষণ** করতে হবে

👉 এরপর **কবচ** মন্ত্রের দ্বারা সেই রেখার উপরে অনুরূপভাবে কুর্চ ঘাসগুলিকে বিছাতে লাগবে।

https://issgt100.blogspot.com

হোম-স্থণ্ডিলের দ্বিমাত্রিক রেখাচিত্র



👉তারপর পুনর্বার **অস্ত্রমন্ত্রের** দ্বারা সুগন্ধি জল দিয়ে সেটার **প্রোক্ষণ** করতে হবে।

👉এরপর সেই কুর্চের উপরেই **বাগীশ্বর-বাগীশ্বরীকে** ধ্যান ও আহ্বান জানাতে হবে। **বাগীশ্বরকে** নিম্নোক্ত মন্ত্রে ধ্যান করুন—

ত্রিনেত্রং পঞ্চবক্ত্রং চ চতুর্হস্তং তথৈব চ |

জটামুকুটসংযুক্তং সর্পভূষেন্দুভূষিতম্ ||

শূলকপালসংযুক্তম যং বরদং তথা | (পূর্ব-কারণাগমোক্ত)

👉 এরপর **বাগীশ্বরীকে** এই নিম্নোক্ত মন্ত্রে ধ্যান করুন-

শ্যামাভাং শুক্লবস্ত্রাঙ্গীং জটামুকুটমণ্ডিতাম্ ।

যৌবনাং চ ঋতুস্নাতাং সর্বাভরণভূষিাম্ ॥

অভয়বরদোপেতাং বাগীশীং চৈবপূজয়েৎ ॥ (পূর্ব-কারণাগমোক্ত)

👉 এরপর বাগীশ্বরী-বাগেশ্বরের একাত্মকতাকে চিন্তন করতে হবে এই মন্ত্রের দ্বারা -

ওঁ বাগীশ্বরীমৃত্যুস্নাতাং নীলেন্দীবরসন্নিভাম ।

বাগীশ্বরেণ সংযুক্তাং ক্রীড়াভাবসমন্বিতম্ ॥ (বঙ্গীয় তন্ত্রোক্ত মন্ত্র)

👉 এরপর নিম্নোক্ত মন্ত্রে তাঁদের উভয়কে গন্ধপুষ্প, ধূপ, দীপ দ্বারা পূজা করুন- **ওঁ হ্রীং এতে গন্ধপুষ্পে বাগীশ্বর্যৈ নমঃ । ওঁ হ্রীং এতে গন্ধপুষ্পে বাগীশ্বরায নমঃ ।** (বঙ্গীয় তন্ত্রোক্ত মন্ত্র)

অথবা **হৃদয়মন্ত্র** দ্বারা তাঁদের পূজা করতে পারেন। (রৌরবাগমোক্ত বিধান)

6. অগ্নি সংগ্রহ ও অগ্নি সংস্কার-

পাথরে পাথর ঘঁষে আগুন জ্বালানোই প্রকৃত শাস্ত্রীয় নিয়ম। তবে অভাবে অন্যান্য ভাবেও আগুন জ্বালানো যাবে।

👉 শিবমহাপুরাণোক্ত নির্দেশানুযায়ী আগুন জ্বালবার সময় **অঘোর** মন্ত্র পাঠ করলে তা সাক্ষাৎ **শিবাগ্নির** স্বরূপ হয়ে যায়। সুতরাং এটা করবেন সকলে।

👉 এরপর সেই অগ্নিকে তাম্র বা মাটির পাত্রে সংগৃহীত করতে হবে।

👉 এরপর অগ্নি সেটিকে **হৃদয়** মন্ত্রে **নিরীক্ষণ/বীক্ষণ** করতে হবে।

👉 এরপর সেটাকে **নেত্র** মন্ত্রে **শোধন/প্রোক্ষণ** করতে হবে।

👉 এরপর **হূং ফট্ ক্রব্যাদেভ্যঃ স্বাহা** -মন্ত্র দ্বারা **ক্রব্যাদংশ** (অগ্নির কিছু অংশ)পরিত্যাগ করতে হবে **নৈর্ঋত** কোণে। (বঙ্গীয় তন্ত্রোক্ত মন্ত্র)

👉 তারপর সেই অগ্নিকে **অস্ত্র** মন্ত্র দ্বারা **প্রোক্ষণ** করতে হবে।

👉 তারপর **কবচ** মন্ত্র দ্বারা **অবগুণ্ঠণ** করতে হবে।

তারপর - **ওঁ এমুনাযা** মন্ত্র জপ করতে করতে অগ্নিপাত্রকে আপাতত স্থণ্ডিলের উপর রাখতে হবে। (পূর্ব-কামিকাগমোক্ত বিধান)

7. অগ্নির স্থাপন / অগ্নির গর্ভাধান-

সেই অগ্নি পাত্রের দিকে তাকিয়ে এরপর **বহ্নি** বীজের **(রং)** সাথে **ষড়ঙ্গ মন্ত্র** সংযোজন করে ন্যাস করতে হবে নিম্নোক্ত ভাবে (পূর্বকামিকাগমোক্ত নির্দেশ) -

রং হৃদয়ায নমঃ **রং শিরসে স্বাহা** **রং শিখাযৈ বষট্**

রং কবচায হুং **রং নেত্রত্রযায বৌষট্**

রং করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায ফট্

এরপর ধেনুমুদ্রায় **নমঃ শিবায বৌষট্** - মন্ত্র পাঠ দ্বারা ও **অমৃতমুদ্রা/ধেনুমুদ্রা** প্রদর্শনের দ্বারা **অমৃতীকরণ** করে সেই অগ্নি পাত্রটিকে দুহাতে নিয়ে তিনবার কুন্ডের উপরে চারপাশে **Clockwise** প্রদক্ষিণ করিয়ে তারপরে হাঁটুগেরে মাটিতে বসে মূল পঞ্চাক্ষর মন্ত্র **নমঃ শিবায** পাঠ পূর্বক নিজেকে বাগীশ্বর শিবস্বরুপ চিন্তা করতে করতে সেই অগ্নি পাত্রকে যোনিমার্গ মারফত নিয়ে গিয়ে কুন্ডের মধ্যভাগে স্থাপন করতে হবে। (পূর্ব-কামিকাগমোক্ত বিধান)

এই স্থাপনার সময় যেন সেই বহ্নির সম্মুখভাগ যজ্ঞকর্তার মুখের অভিমুখে থাকে।

👉কেউ চাইলে এরপর বঙ্গীয় তন্ত্রোক্ত পদ্ধতির মন্ত্রে সেই অগ্নিতে গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা দিতে পারেন এইভাবে -

রং বহ্নিমূর্তয়ে নমঃ | রং বহ্নিচৈতন্যায নমঃ |

👉এরপর হৃদয় মন্ত্রের মারফত ধূপ, দীপ দেখান সেখানে , নির্দেশ প্রদানে রৌরবাগম।

👉এরপর সেই অগ্নিতে কিছু পরিমান অর্ঘ উদক ছেঁটাতে হবে **বামদেব** মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক।

👉তারপর সমিধা (জ্বালানি কাষ্ঠ- বেলকাঠ বা কুলকাঠ উপযুক্ত), কুশ এসব দিয়ে চারপাশে আচ্ছাদিত করে দিতে হবে। যাতে আগুন নিভে না যায়।

👉কুশদ্বারা অগ্নির চারপাশ আচ্ছাদনের সময় **সদ্যোজাত** মন্ত্রের উচ্চারণ করা দরকার।

👉তারপর কুশদ্বারা **কঙ্কণের** ন্যায় আকৃতি বানিয়ে সেটাকে **অস্ত্র মন্ত্র** পাঠ পূর্বক তা বাগীশ্বরীর বাম হস্তে পড়িয়ে দেওয়ার কল্পনা করে তা যজ্ঞকুণ্ডে নিক্ষেপ করে দিতে হবে। (পূর্ব-কামিকাগমোক্ত বিধান)

৪. স্রুক(স্রুচি) ও স্রুব সংস্কার (পূর্ব-কামিকাগমোক্ত) –

ঘৃতাহুতি দেওয়ার হাতা (স্রুক-স্রুব)



👉 এরপরেই **স্রুক-স্রুবের** (যা দিয়ে আহুতি দেয়, হাতা বিশেষ) সংস্কারটা করে নেওয়া উচিত। প্রথমে **হৃদয়** মন্ত্র দ্বারা স্রুক ও স্রুবকে **গ্রহণ** করতে হবে।

👉 তারপর মূল মন্ত্র **নমঃ শিবায** দ্বারা বীক্ষণ করতে হবে।

👉 তারপর **অস্ত্র** মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক অর্ঘউদক দিয়ে সেটার **প্রোক্ষণ** করে **কবচ** মন্ত্রের দ্বারা **অবগুণ্ঠণ** করতে হবে।

👉 এরপর, ডানহাতে স্রুক-স্রুবকে অধোমুখে ধরে যজ্ঞাগ্নিতে সেটার অগ্রভাগকে উত্তপ্ত করতে হবে তারপর সেটাকে বামহাতে ধরতে হবে এবং ডানহাতে তারপর একটি কুশ ধরে সেটার অগ্রভাগকে গরমকরে সেটা দিয়ে বামহাতে ধরে থাকা স্রুক, স্রুবের অগ্রভাগকে **মার্জন** করতে হবে/ ঘঁষতে হবে।

👉তারপর আবার স্রুক ও স্রুবকে ডানহাতে ধরে সেটার মধ্যভাগকে আবার উত্তপ্ত করতে হবে এবং একইভাবে আবার হাতবদল করে ডানহাত দিয়ে সেই কুশের মধ্যভাগকে গরমকরে তা বামহাতের স্রুক-স্রুবের মধ্যভাগে ঠেকিয়ে দিয়ে একই রকমভাবে মার্জন করতে হবে।

👉এরপর একইভাবে হাতবদল করে কুশের উত্তপ্ত নিম্নভাগ দ্বারা স্রুক-স্রুবের নিম্নভাগেরও মার্জন করতে হবে।

👉প্রত্যেকবার মার্জনের সময় **ক্ষুরিকাস্ত্র** মন্ত্র উচ্চারণ করতে হবে। (রৌরবাগমোক্ত নির্দেশ)

শৈবাগমোক্ত ক্ষুরিকাস্ত্র মন্ত্র – **ওঁ.... ক্ষুরিকাস্ত্রায ফট্** (বীজ গোপনীয়)

👉এরপর সেই কুশকে যজ্ঞাগ্নিতে নিক্ষেপ করে দিতে হবে।

👉তারপর স্রুক-স্রুবের অগ্র, মধ্য ও অন্তভাগে একসাথে **আত্মতত্ত্ব, বিদ্যাতত্ত্ব** ও **শিবতত্ত্বকে** বিন্যাস করতে হবে। (অজিতাগমোক্ত নির্দেশ)

👉এরপর **স্রুবে পঞ্চবক্ত্র শিবের** এবং **স্রুকে শক্তির** বিন্যাস করতে হবে

👉 এরপর পুনরায় সেগুলিকে **অস্ত্রমন্ত্র** পাঠপূর্বক গন্ধোদক দ্বারা **প্রোক্ষণ** ও **কবচ** মন্ত্র দ্বারা **অবগুণ্ঠণ** করতে হবে। তারপর এসব করা হয়ে গেলে সেগুলিকে নিজের দক্ষিণভাগে কুশের উপরে রাখতে হবে। তারপর **হৃদয়মন্ত্র** দ্বারা তাঁদের পূজা করতে হবে।

[**মনে রাখুন** – স্রুব নামক হাতাদণ্ড দ্বারা প্রথমে সমস্ত আহুতি প্রদান করবেন । হোমের শেষের দিকে শুধুমাত্র পূর্ণাহুতি দেবার সময়ে উঠে দাঁড়িয়ে স্রুক নামক হাতাদণ্ডটিতে বেশি পরিমাণে ঘি তুলে **পূর্ণাহুতি** দেবেন। স্রুক হাতাদণ্ডটি শুধুমাত্র পূর্ণাহুতির জন্য ব্যবহৃত হয়।]

. আজ্য/ ঘৃতপাত্র সংস্কার (পূর্ব-কামিকাগমোক্ত) –

আজ্যপাত্র/ঘৃতপাত্র



👉**তামার** তৈরী ঘৃতপাত্র হওয়া বাঞ্ছনীয়। ঘৃতপাত্রে অর্ঘউদক ছিঁটিয়ে **অস্ত্র** মন্ত্র দ্বারা **প্রোক্ষণ** করতে হবে।

👉তারপর **কবচ** মন্ত্র দ্বারা সেটার অভ্যুক্ষণ করতে হবে।

তারপর সেটাকে যজ্ঞাগ্নিতে সামান্য তপ্ত করে নিতে হবে **শিবাস্ত্র মন্ত্র** পাঠ পূর্বক।

শৈবাগমোক্ত শিবাস্ত্র মন্ত্র- ওঁ হ্রঃ শিবাস্ত্রায ফট্

👉তারপর **কবচ** মন্ত্র পাঠ পূর্বক সেটিকে অগ্নির কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে যজ্ঞকুণ্ডের চারপাশে তিনবার Clockwise ঘুরাতে হবে তারপর যোনির উপর সেটাকে স্থাপন করতে হবে।

👉এরপর **১ প্রাদেশিক** দৈর্ঘ্যের **(প্রসারিত অবস্থায় বুড়ো আঙুল থেকে তর্জনীর দৈর্ঘ্য)** দুটি কুশ নিতে হবে দুইহাতে একটি একটি করে এবং বৃদ্ধাঙ্গুলি, অনামিকা ও মধ্যমা দ্বারা সেটিকে ধরতে হবে।

এইভাবে ধরে তাদের সেই ঘৃতপাত্রে চুবিয়ে তা দিয়ে যজ্ঞে ঘৃতের ছিঁটে মারফত তিনবার আহুতি দিতে হবে কবচ মন্ত্র পাঠ পূর্বক।

আহুতি প্রদানের কবচ মন্ত্র - ওঁ শিং হ্রৈং কবচায স্বাহা (আহুতি যেহেতু দেওয়া হচ্ছে তাই শেষে **হুং** এর পরিবর্তে **স্বাহা** ব্যবহার করা হল)

এরপর সেই কুশঘাসের সম্মুখভাগ **নিজের দিকে ঘুরিয়ে** নিয়ে একই ভাবে আরও তিনবার **হৃদয় মন্ত্র** পাঠ পূর্বক ঘৃতে আহুতি দিতে হবে - **ওঁ ওঁ হ্রাং হৃদযায স্বাহা** (আহুতি যেহেতু দেওয়া হচ্ছে তাই শেষে নমঃ এর পরিবর্তে স্বাহা ব্যবহার করা হল)

তারপর সেই কুশদ্বয়কে অগ্নিতে নিক্ষেপ করতে হবে।

সেই ঘৃতে এরপর **অস্ত্র মন্ত্র** পাঠ পূর্বক **বীক্ষণ** করতে হবে, তারপর একটি কুশের অগ্রভাগকে যজ্ঞাগ্নিতে সামান্য পুড়িয়ে সেটাকে সেই ঘৃত পাত্রের চারপাশে ঘুরিয়ে সেটাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করতে হবে।

তারপর সেই ঘৃতে সামান্য অর্ঘউদক ছিঁটিয়ে, **ষড়াঙ্গমন্ত্র** পাঠ করতে হবে, তারপর **অমৃতমুদ্রা/ ধেনুমুদ্রা** দেখিয়ে সেটার অমৃতকরণ করতে হবে। তারপর সেটাকে মূল মন্ত্র **নমঃ শিবায** দ্বারা পূজা করতে হবে।

👉এরপর **এক প্রদেশ** দৈর্ঘ্যের দুটি কুশকে সেই ঘৃতের মধ্যে বসিয়ে ঘৃতকে তিনভাগে ভাগ করতে হবে। **বামভাগকে ইড়া, মধ্যভাগকে সুষুম্না** এবং **ডানভাগকে** পিঙ্গলা কল্পনা করতে হবে।

10. অগ্নির গর্ভাধান সংক্রান্ত অন্যান্য সংস্কার এবং নামকরণ (পূর্বকামিকাগমোক্ত)-

👉প্রথমে শিবাগ্নির **সদ্যোজাত** মুখের উদ্দেশ্যে **হৃদয়** মন্ত্রের দ্বারা **তিনবার** তিলের আহুতি দেওয়া দরকার (**রক্ষার** নিমিত্তে) -

ওঁ ওঁ হ্রাং হৃদযায স্বাহা (আহুতি যেহেতু দেওয়া হচ্ছে তাই শেষে নমঃ এর পরিবর্তে স্বাহা ব্যবহার করা হল)

👉তারপর বামদেবের উদ্দেশ্যে **শির** মন্ত্রের দ্বারা **তিনবার** তিলের আহুতি দিতে লাগবে। (**পুংসবনের** নিমিত্তে)- **ওঁ নং হ্রীং শিরসে স্বাহা**

👉এরপর **অঘোরের** উদ্দেশ্য **শিখা** মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক তিনবার তিলের আহুতি দিতে লাগবে। (**সীমন্তোন্নয়নের** নিমিত্তে)

শিখা মন্ত্র- **ওঁ মং হ্রূং শিখায়ৈ স্বাহা** (আহুতি যেহেতু দেওয়া হচ্ছে তাই শেষে **বষট্** এর পরিবর্তে **স্বাহা** ব্যবহার করা হল)

এরপর শিবাগ্নির মুখ এবং অন্যান্য অঙ্গের উদ্দেশ্যে **শিখা** মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক যজ্ঞে কুশের আহুতি দিতে হবে তিনবার। তারপর আবার তিল দ্বারা **তিনবার** একই **শিখা** মন্ত্রে আহুতি দিতে হবে। **(নিষ্কৃতি) - ওঁ মং হ্রূং শিখায়ৈ স্বাহা।** (আহুতি যেহেতু দেওয়া হচ্ছে তাই শেষে বষট্ এর পরিবর্তে স্বাহা ব্যবহার করা হল)

এরপর তৎপুরুষের উদ্দেশ্যে তিলদ্বারা তিনবার আহুতি দিতে হবে কবচ মন্ত্র পাঠ পূর্বক (**জাতকর্মের** নিমিত্তে) - **ওঁ শিং হ্রৈং কবচায স্বাহা।** (আহুতি যেহেতু দেওয়া হচ্ছে তাই শেষে হুং এর পরিবর্তে স্বাহা ব্যবহার করা হল)

গর্ভাধান সংক্রান্ত এইসব সংস্কারের পর যজ্ঞাগ্নির মধ্যেই বাগীশ্বর-বাগীশ্বরীর **পুত্ররূপি অগ্নিদেবের** জন্ম কল্পনা করতে হবে এবং অগ্নিতে অর্ঘ উদক কিছুটা ছেঁটাতে হবে।

এরপর কুশগুচ্ছ দ্বারা যজ্ঞ কুণ্ডের চারপাশটা মোটামুটি ঘিরে দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে **অস্ত্র মন্ত্র** দ্বারা। যাতে সেই পুত্রের সুরক্ষা হয়।

👉সেই বহ্নিসন্তানের রক্ষার নিমিত্তে পুনরায় **তিনবার** তিল দ্বারা আহুতি দিতে হবে যাতে শিবাগ্নির পাঁচটি মাথাই প্রকট হতে পারে ও বহ্নিসন্তানকে রক্ষা প্রদান করতে পারে।

👉এরপর বহ্নি পুত্রের লালাজাত(Saliva)অশুদ্ধি দূরীকরণের জন্যে **পাঁচটি** সমিধা কাষ্ঠ আগুনে দিতে হবে।

👉এরপর **নামকরণে** করতে হবে। সেটার জন্য **২৪** টা **১৬** আঙ্গুল দৈর্ঘ্যের কুশঘাস নিয়ে সেটাকে **অস্ত্রমন্ত্র** পাঠ পূর্বক **ঈশানের** উদ্দেশ্য আহুতি দিতে হবে- **ওঁ যং হ্রঃ অস্ত্রায স্বাহা ।**

👉তারপরে মূল মন্ত্র - **নমঃ শিবায** উচ্চারণ করে বলতে হবে – **শিবাগ্নিস্ত্বমিতি।**

11. মেখলাপূজন (মেখলায় উপস্থিত সমগ্র দেব-দেবীর পূজন)-

এরপর মেখলাপূজন সেরে ফেলতে হবে। মেখলা পূজনের বিস্তারিত বিধি আমরা দেখতে পাই **পারমেশ্বর** আগমে।

নীচের মেখলা, মধ্যেকেকার মেখলা এবং সবার উপরের মেখলার প্রত্যেকটয় **১৬ জন ১৬জন** করে দেবীর পূজা করতে হয়। (পূর্ব- পশ্চিম

- উত্তর - দক্ষিণ এই ক্রম বরাবর ক্রমশ) প্রতিটি দেবীর ক্ষেত্রেই ঘৃতাহুতি দিতে হবে একবার করে।

সর্বনিম্ন মেখলার ক্ষেত্রে-

ওঁ জযাযৈ নমঃ ওঁ বিজযাযৈ নমঃ ওঁ ভদ্রাযৈ নমঃ

ওঁ তীব্রাযৈ নমঃ ওঁ গৌরৈ নমঃ ওঁ ককুদ্মত্যৈ নমঃ

ওঁ ঈশ্বরৈ নমঃ ওঁ শাম্ভবৈ নমঃ ওঁ দিব্যাযৈ নমঃ

ওঁ জ্বালিন্যৈ নমঃ ওঁ ভোগদাযিন্যৈ নমঃ ওঁ কল্যাণ্যৈ নমঃ

ওঁ গগনাযৈ নমঃ ওঁ রূপাযৈ নমঃ ওঁ নন্দাযৈ নমঃ

ওঁ জ্যোতিষ্মত্যৈ নমঃ - এইভাবে পূজা করতে হবে।

মধ্যমেখলার ক্ষেত্রে -

ওঁ হৃল্লেখাযৈ নমঃ ওঁ গগনাযৈ নমঃ ওঁ রক্তাযৈ নমঃ

ওঁ মহোচ্ছুষ্মাযৈ নমঃ ওঁ কপিঞ্জলাযৈ নমঃ ওঁ অরুণাযৈ নমঃ

ওঁ মালিন্যৈ নমঃ ওঁ শান্তায়ৈ নমঃ ওঁ নিদ্রায়ৈ নমঃ

ওঁ ক্রোধিন্যৈ নমঃ ওঁ ক্রিয়ায়ৈ নমঃ ওঁ অলম্বুষায়ৈ নমঃ

ওঁ সিনীবাল্যৈ নমঃ ওঁ কুহুয়ৈ নমঃ ওঁ রাকায়ৈ নমঃ

প্রথম অর্থাৎ সবার উপরের মেখলার ক্ষেত্রে -

ওঁ অমৃতায়ৈ নমঃ ওঁ মানদায়ৈ নমঃ ওঁ পুষায়ৈ নমঃ

ওঁ পুষ্ট্যৈ নমঃ ওঁ তুষ্ট্যৈ নমঃ ওঁ রত্যৈ নমঃ

ওঁ ধৃত্যৈ নমঃ ওঁ শাশিন্যৈ নমঃ ওঁ চন্দ্রিকায়ৈ নমঃ

ওঁ কান্তায়ৈ নমঃ ওঁ জ্যোৎস্নায়ৈ নমঃ ওঁ প্রীত্যৈ নমঃ

ওঁ প্রিয়ংবদায়ৈ নমঃ ওঁ গান্ধার্যৈ নমঃ ওঁ হস্তীজীহ্বায়ৈ নমঃ

ওঁ বিপন্যৈ নমঃ- এই ভাবে তিন মেখলায় অবস্থানকারী দেবীদের পূজা করতে হবে।

👉এরপর একইভাবে পূর্বে **প্রণব** ও অন্তে **নমঃ** যোগ করে বাহনসহ আটদিকে অষ্ঠদিক পালের পূজা করতে হবে।

👉একইভাবে **দুর্গা, গণপতি, ক্ষেত্রপাল** ও **মৃত্যুঞ্জয়** এদেরকে মেখলার চারদিকে এবং **অভয়ংকরকে** মধ্যভাগে পূজা দিতে হবে। (এদেরকে বাহনসহ পূজা দেওয়ার বিধান আছে, পারমেশ্বর আগমোক্ত নির্দেশ)

👉একইভাবে মধ্যমতম মেখলার পূর্বদিকে **ব্রহ্মা**, দক্ষিণদিকে **রুদ্র**, পশ্চিমদিকে **বিষ্ণু** এবং উত্তরদিকে **ঈশ্বরকে** পূজা করতে হবে।

👉 উপরে প্রত্যেকের উদ্দেশ্যে গন্ধপুষ্প দিয়ে এইভাবে পূজা করার পর প্রতি জনের জন্য **ঘৃতাহুতিও** দিতে হবে প্রণবসহ মূলমন্ত্র উচ্চারণ অন্তে স্বাহা পূর্বক। (যেমন - **ॐ** জয়ায়ৈ স্বাহা এইভাবে) এটারও নির্দেশ দিচ্ছে পারমেশ্বর আগম।

12. শৈবাগ্নির ধ্যান- শৈব আগমোক্ত ধ্যানমন্ত্র অনুযায়ী সাধারণত অগ্নির দুটিমুখ ও সাতটি জিহ্বা, সাথে আরও বর্ণনা পাওয়া যায়। তবে সাধারন অগ্নির সাথে **শৈবাগ্নির** কিছুটা পার্থক্য আছে। আলোচ্য পোস্টটি যেহেতু শৈবাচারের পোস্ট তাই শুধুমাত্র **আগমোক্ত শৈবাগ্নিরই ধ্যান** দেওয়া হল - যা **পাঁচমাথাওয়ালা** এবং ইনিও **সপ্ত জিহ্বা** বিশিষ্ট।

শৈবাগ্নির ধ্যান -

পঞ্চবক্ত্রযুতং রক্তং সপ্তজিহ্বাবিরাজিতম্ |

দশহস্তং ত্রিনেত্রং চ সর্বাভরণভূষিতম্ ||

রক্তবস্ত্র পরিধানং পঙ্কজোপরি সংস্থিতম্ |

বদ্ধপদ্মাসনাসীনং দশায়ুধসমন্বিতম্ ||

কনকা বহুরূপা চাতিরিক্তা তু ততঃ পরম্ |

সুপ্রভা চৈব কৃষ্ণা চ রক্তা চান্যা হিরণ্ময়ী ||

ঊর্ধ্ববক্ত্রে স্থিতাস্তিস্রঃ শেষাঃ প্রাগাদিদিক্-স্থিতাঃ |

শিবাগ্নিমেবং ধ্যাযেতৈব সায়ংপ্রাতঃর্হুনেদ্ বুধঃ || (মকুটাগমোক্ত ধ্যান)

13. শিবাগ্নির সপ্ত-জিহ্বার প্রতি আহুতি প্রদান (শিবমহাপুরাণোক্ত নির্দেশানুসার) -

ওঁ ভ্রুং ত্রিশিখায়ৈ বহুরূপায়ৈ স্বাহা। (তিনবার আহুতি দিতে হবে কেননা এর তিনটি শিখা)

ওঁ স্তুং হিরণ্যায়ৈ স্বাহা।

ওঁ ক্রুং কনকায়ৈ স্বাহা।

ওঁ শ্রুং রক্তায়ৈ স্বাহা।

ওঁ পুং কৃষ্ণায়ৈ স্বাহা।

ওঁ ড্রুং সুপ্রভায়ৈ স্বাহা।

ওঁ দ্রুং অতিরিক্তায়ৈ স্বাহা।

এইভাবে প্রতিটি জিহ্বার উদ্দেশ্যে একটা একটা করে **ঘৃতাহুতি** দিতে হবে। এরপর কুণ্ডে **রং বহ্নয়ে স্বাহা** বলে **তিনবার ঘৃতাহুতি** দেওয়া দরকার। তারপর সামান্য জল ছিঁটিয়ে দ্বারা **সেচন** করা দরকার

[👉 **বিবাহের** সময় **সুবর্ণ**(হিরন্ময়ী) জিহ্বায়(**ঈশান** কোণস্থ জিহ্বা)

👉 সাধারণ **যজ্ঞকর্মের** সময় **কনকা (মধ্যভাগস্থিত)** জিহ্বায়

👉 **উপনয়নের** সময় **রক্তা(উত্তর)** জিহ্বায়

👉**শ্রাদ্ধকর্মের** সময় **কৃষ্ণা(দক্ষিণ)** জিহ্বায়

👉**সর্বকামনা** পূর্তির জন্য **সুপ্রভা(পূর্ব)** জিহ্বায়

👉**শান্তির** জন্য **অতিরিক্তা(অগ্নিকোণ)** জিহ্বায়

👉**উগ্র** কোনো কার্যের জন্য **বহুরূপা (ঈশান** কোণ) জিহ্বায় আহুতি প্রদান করতে হয়। (মকুটাগমোক্ত বিধানুযায়ী)]

[প্রকৃত পক্ষে -

👉**হিরণ্যা** জিহ্বার উদ্দেশ্যে - **ইধ্ম** বা **জ্বালানি কাঠ** দ্বারা আহুতি দেওয়া উচিত।

👉**কনকা** জিহ্বার উদ্দেশ্যে - **ঘৃত** দ্বারা আহুতি দেওয়া উচিত।

👉**কৃষ্ণা** জিহ্বার উদ্দেশ্যে - **খই** বা **লাজ** দ্বারা

আহুতি দেওয়া উচিত।

👉**রক্তা** জিহ্বার উদ্দেশ্যে - **যব** দ্বারা আহুতি দেওয়া উচিত।

👉**সুপ্রভা** জিহ্বার উদ্দেশ্যে - **ছাতু/যব** চূর্ণ দ্বারা আহুতি দেওয়া উচিত। অজিতাগম মতে তিলও দেওয়া যেতে পারে।

👉**অতিরিক্তা** জিহ্বার উদ্দেশ্যে - **তিল** দ্বারা আহুতি দেওয়া উচিত।

👉**বহুরূপা** জিহ্বার উদ্দেশ্যে উপরের সবকিছুই দেওয়া যেতে পারে। (তথ্যপ্রদানে - কারণাগম)]

14. অগ্নির উদ্দেশ্যে আহুতি প্রদান-

i. এরপর সেই আজ্যপাত্র/ঘৃতপাত্রের **ডানভাগ**(পিঙ্গলা) থেকে **নমঃ** মন্ত্রে ঘৃত নিয়ে তা শিবাগ্নির **ডান নেত্রের** (সূর্য) উদ্দেশ্যে (যেখানে অগ্নি একটু কম জ্বলছে) আহুতি দিতে হবে - **ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা** - উচ্চারণ পূর্বক।

ii. এরপর ঘৃতপাত্রের **বাম** ভাগ(ইড়া) থেকে **নমঃ** মন্ত্রে ঘৃত নিয়ে তা শিবাগ্নির **বাম নেত্রের** (চন্দ্র) উদ্দেশ্যে আহুতি দিতে হবে - **ওঁ সোমায স্বাহা** - উচ্চারণ পূর্বক।

iii. তারপর ঘৃতপাত্রের **মধ্যমভাগ**(সুষুম্না) থেকে **নমঃ** মন্ত্রে ঘৃত নিয়ে তা শিবাগ্নির **মধ্যম নেত্রের** (ললাট নেত্র) উদ্দেশ্যে ঘৃতাহুতি দিতে হবে

- **ॐ অগ্নিষোমাভ্যাং স্বাহা** - উচ্চারণ পূর্বক। (কামিকাগম নির্দেশানুযায়ী শুক্লপক্ষের ক্ষেত্রে চন্দ্র/সোম নেত্র থেকে আহুতি শুরু করতে হবে। আর কৃষ্ণপক্ষের ক্ষেত্রে সূর্য নেত্রের থেকে আহুতি দেওয়া শুরু করতে হবে)

iv. এরপর **শিবাগ্নির মুখের উদ্দেশ্য** ঘৃতাহুতি দিতে হবে (যেস্থানে অগ্নি বেশি তীব্রভাবে জ্বলছে) - **ॐ অগ্নযে স্বিষ্টিকৃতে স্বাহা** - উচ্চারণ পূর্বক। (পূর্ব-কামিকাগমোক্ত বিধি ও মন্ত্র)

v. প্রতিবার আহুতি দেওয়ার পরে **হুতশেষ** রাখতে হবে **দক্ষিণদিকে** রাখা কোনো পাত্রের মধ্যে।

15. শিবাগ্নিতে শিবের, আবাহন, স্থাপন, সন্নিরোধন, পরমীকরণ, অর্ঘ উদক প্রদান -

অগ্নির প্রার্থনা –

অগ্নে ত্বং ঐশ্বরং তেজঃ পাবনং পরমং যতঃ |

তস্মাৎ ত্বদীযহৃৎপদ্মে স্থাপ্য সন্তর্পযাম্যহম্ || (পূর্ব-কামিকাগমোক্ত মন্ত্র) - এই বলে সেই অগ্নির হৃদপদ্মে বেদীর কল্পনা করতে হবে এবং সেখানে শিবের - **আবাহন , স্থাপন, সন্নিধাপন, সন্নিরোধন,**

সম্মুখীকরণ ও পরমীকরণ করতে হবে। প্রতিক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মুদ্রা দেখাতে হবে। প্রতিটি মুদ্রার রেখাচিত্র এই পুস্তকের '**মুদ্রাপ্রকরণ**' অধ্যায়ে পেয়ে যাবেন আপনারা।

16. শিব ও শিবাগ্নির একাত্মকরণ(নাড়িসন্ধান)-

এর পর অগ্নির পাঁচটা মস্তকের প্রতিটির বীজসহ মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক তাঁদেরকে পরস্পরের সাথে সংযুক্ত করার কল্পনা করতে হবে - সদ্যোজাতকে বামদেবের সাথে, বামদেবকে অঘোরের সাথে, অঘোরকে তৎপুরুষের সাথে, তৎপুরুষকে ঈশানের সাথে সংযোজন করতে হবে এবং এদেরকে শিবের অনুরূপ পাঁচমাথার সাথে একাত্ম করার চিন্তণ করতে হবে। এইভাবে শিব ও অগ্নিকে একাত্ম করতে হবে। একে **নাড়িসন্ধান** বলে। (পূর্ব-কামিকাগমোক্ত বিধান)

17. শিবের উদ্দেশ্যে আহুতি প্রদান- (পূর্ব-কামিকাগমোক্ত নির্দেশ অনুসারে) -

i. ওঁ নমঃ শিবায় স্বাহা - মূল মন্ত্রের দ্বারা ২৫ অথবা ৫০ অথবা ১০৮ সংখ্যক আহুতি দেওয়া দরকার।

ii. এরপর শিবের পাঁচ মস্তকের প্রত্যেকটির উদ্দেশ্যে কমপক্ষে ২৫ বার করে ঘৃতাহুতি দিতে হবে- **ওঁ + মস্তকের নাম + স্বাহা** - এইভাবে। (যেমন - **ওঁ বামদেবায স্বাহা** এরকম ভাবে)

iii. ঘৃত ও তিল সহ **ত্রিফলা, খই, যব, বিল্বপত্র, পুষ্প , ধান, যম** এসব দিয়ে হোমে আহুতি দিতে হবে।

iv. ৃগমুদ্রা, বারাহমুদ্রা, শঙ্খিনী মুদ্রা ধারণ করে প্রতিটি আহুতি দেওয়া দরকার। প্রতিটি মুদ্রার রেখাচিত্র এই পুস্তকের '**মুদ্রাপ্রকরণ**' অধ্যায়ে পেয়ে যাবেন আপনারা।

v. তেল, মধু, দুগ্ধ, দই এসব তরলের স্রুব দ্বারা আহুতি দেওয়া দরকার।

vi. পাঁচ আঙুলের অগ্রভাগ দ্বারা **তিলের** আহুতি দেওয়া উচিত। **ধান** দেওয়ার বিধান **একমুষ্ঠি। পায়েস** দেওয়ার বিধান **এক পল** (৪৮ গ্রাম)

vii. এরপর শিবের উদ্দেশ্যে হোমে **গোটা ফল** (যেমন কলা) সাথে **শাক, কন্দমূল, হবিষ্যি অন্ন** (কৃসরান্ন, মুদগান্ন, পায়েসান্ন, গুলান্ন), **খই**(লাজ) এসব খাদ্যবস্তু/নৈবেদ্য আহুতি দেওয়ার বিধান আছে আগমে।

viii. এরপর হোমের **ব্যাহৃতি কার্য** করতে হবে - **ওঁ ভূঃ স্বাহা, ওঁ ভূবঃ স্বাহা, ওঁ স্বঃ স্বাহা, ওঁ ভূর্ভূবঃ স্বঃ স্বাহা** - এই মন্ত্রগুলির দ্বারা

একবার করে ঘৃতাহুতি দিতে লাগবে। এরপর **ওঁ বৈশ্বানর জাতবেদ ইহাবহ লোহিতাক্ষ সর্ব্বকর্ম্মাণি সাধয স্বাহা** - এই মন্ত্রে তিনবার আহুতি দিতে হবে।

ix. সবার শেষে **পান**(তাম্বুল), সুপারি দিয়ে তারপর শিবাগ্নির মধ্যম জিহ্বার উদ্দেশ্যে স্রুকের দ্বারা ঘৃত - পূর্ণাহুতি করে যজ্ঞকর্মের ইতি টানতে হবে। পূর্ণাহুতি প্রদান মন্ত্র - **ওঁ নমঃ শিবায বৌষট্** (পূর্বকামিকাগম) তন্ত্রান্তরে পূর্ণাহুতি মন্ত্র **শিরমন্ত্র** অথবা **কবচমন্ত্রের** উল্লেখ রয়েছে।

18. যজ্ঞভস্ম সংগ্রহ- ইতিমধ্যে শিবাগ্নির বিসর্জনের পূর্বে যজ্ঞ ভস্মকে সংগ্রহ করার বিধান আছে। কেননা একবার শিবাগ্নিকে বিসর্জন দিয়ে দিলে সেই ভস্মের উপর চণ্ডেশ্বরের অধিকার হয়ে যায়, পূজাকারীর আর অধিকার থাকে না তাতে।

19. যজ্ঞের বিসর্জন- এরপর, যজ্ঞের চারপাশে প্রদক্ষিণ করে, ভক্তিভরে নমস্কার ও স্তুতি করে আগুনে অর্ঘ্যউদক ছিটিয়ে সেটার বিসর্জন করা দরকার। **পরান্মুখ অর্ঘ্য** বলে একে। যদিও বঙ্গীয় তন্ত্রোক্ত রীতিতে এরপরে **দক্ষিণাপ্রদান** ও **অছিদ্রাবধারণ** পূর্বক বিসর্জনের রীতি

আছে। তবে শৈব আগমোক্ত আচারে সেসব না করলেও চলবে। আবার কেউ চাইলে সাধারণ রীতি অনুযায়ী তা করতেই পারেন।

---------|| ইতি শৈবাগমোক্ত বৃহৎ শিবহোম বিধি সমাপ্তম্ ||--------

[**বিঃদ্রঃ – শৈব আগমোক্ত আচারে বলি প্রদানের বিধি -** আনুষ্ঠানিক ভাবে শিবের অর্চনার সময় শিবকে নৈবেদ্য প্রদানের পর এবং হোম-যজ্ঞের আগে পূর্বে বর্ণিত প্রত্যেকটি নৈবেদ্য, হবিষ্যান্ন এসব কিছুর একটা ভাগ বিভিন্ন শিবগণ, দিকপাল, আবরণদেবতা এনাদের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দিকে সমর্পিত করতে হয়, একেই **বলিদান** বলে। আবার তন্ত্রান্তরে হোমের পরেও বলিদান প্রদানের উল্লেখ রয়েছে। শৈব আগমে বলি বিধি অত্যধিক জটিল ও বৃহৎ, তাই সংক্ষেপে তা নিম্নে বর্ণিত হল -

একটি কাঠের বা মাটির পাটাতনকে/বলিপীঠকে শিবলিঙ্গের দক্ষিণ/ডানদিকে স্থাপন করে তার মধ্যে দুটি দুটি করে সমান্তরাল রেখা আড়াআড়ি ভাবে (Parallel) অঙ্কিত করতে হবে। এটিই **বলিমণ্ডল**। কেউ চাইলে অষ্টদল পদ্মমণ্ডলও অঙ্কিত করতে পারেন। এই মণ্ডলের উপর ফুল চন্দন সজ্জিত করে বিভিন্নদিকে বলিপ্রদান করা দরকার। বিভিন্ন

সবজি যেমন - কুমড়ো, শশা এসব বলি দিতে হয়। তাছাড়া শৈবাগম মতে পায়েসান্ন, মুদগান্ন, কৃসরান্ন, গুলান্ন এসব হবিষ্যি অন্নেরও কিছু অংশ বলির দ্বারা শিবগণেদের উদ্দেশ্য সমর্পিত করা হয়।

পূর্বকামিকাগমোক্ত নির্দেশানুসার –

প্রথমে মন্দিরের/গৃহমন্দিরের পূর্বদিকে **নন্দী, মহাকাল, ভৃঙ্গী** ও **বিনায়কের** উদ্দেশ্যে বলি প্রদান করতে হবে।

দক্ষিণকোণে **বৃষভের** উদ্দেশ্যে বলি প্রদান করতে হবে।

স্কন্দের উদ্দেশ্যে পশ্চিমকোণে বলি প্রদান করতে হবে।

দুর্গা ও **চণ্ডেশ্বরের** উদ্দেশ্যে উত্তর কোণে বলি প্রদান করতে হবে।

এরপর বলি প্রদানের বেদীতে গিয়ে অঙ্কিত মণ্ডলের বিভিন্ন দিকে বিভিন্ন জনের উদ্দেশ্যে বলিপ্রদান করতে হবে -

রুদ্রগণের জন্য বলি দিতে হয় – **মণ্ডলের পূর্বদিকে বা পূর্বদলে**

াতৃকাগণের উদ্দেশ্য বলি দিতে হয় – **দক্ষিণদিকে**

শিবগণেদের জন্য বলি দিতে হয় – **পশ্চিমদিকে**

যক্ষের জন্য বলি দিতে হয়- **উত্তরদিকে**

গ্রহদের উদ্দেশ্য বলি দিতে হয় - **ঈশান** কোণে (উত্তর -পূর্ব)

অসুরগণের উদ্দেশ্য বলি দিতে হয় - **অগ্নি** কোণে (দক্ষিণ-পূর্ব)

রাক্ষসদের জন্য –**দক্ষিণ পশ্চিম** দিকে

নাগেদের জন্য বলি দিতে হয় – **বায়ুকোণে** (উত্তর-পশ্চিম)

নক্ষত্র, রাশি, বিশ্বগণ এদের জন্য বলি দিতে হয় - মণ্ডলের **অভ্যন্তরে**

ক্ষেত্রপালদের উদ্দেশ্যে বলি দিতে হয় - **বায়ু** কোণে (উত্তর-পশ্চিম) ও পশ্চিম দিকে (বরুণ দিক) দিকে

👉**বলিপ্রদান মন্ত্র - ওঁ + গণের নাম+ সর্বেভ্য + স্বাহা + বলিং দদামি**

(যেমন – ওঁ মহাকালায সর্বেভ্য স্বাহা বলিং দদামি

ওঁ ক্ষেত্রপালায সর্বেভ্য স্বাহা বলিং দদামি

ওঁ চণ্ডেশ্বরায সর্বেভ্য স্বাহা বলিং দদামি

ওঁ রাক্ষসায সর্বেভ্য স্বাহা বলিং দদামি

ওঁ বৃষভায সর্বেভ্য স্বাহা বলিং দদামি

ওঁ নন্দ্যে সর্বেভ্য স্বাহা বলিং দদামি ইত্যাদি)

এরপর বলি দ্রব্যসমূহের বাকি অংশটুকু চণ্ডেশ্বের উদ্দেশ্যে সমর্পণ করতে হয় – ওঁ চণ্ডেশ্বরায নম নির্মাল্যং সমর্প্যামি এই মন্ত্রে। এই অংশকে **নির্মাল্য** বলে। এরপর চণ্ডেশ্বরকে আচমনীয় প্রদান করতে হয়। (চণ্ডেশ্বরের উদ্দেশ্যে সমর্পিত নির্মাল্যকে ভক্ষণ করতে নেই। ইহা অন্য জীবেদের নিবেদন করা যেতে পারে। শৈবআগমে পলান্ন/মাংসভাত, রক্তান্ন, মদ্য এসব পিশাচগণের উদ্দেশ্যে বলি দেওয়ারও বিধান আছে। তবে তা গুরুগম্য।)



➢ অধ্যায় নং 22

শিবের সমীপে সন্ধ্যাকালীন নীরাজন/আরতির শৈবাগমোক্ত বিধি:-



আপনারা মূলত সন্ধ্যাকালীন পরমেশ্বর শিবের অর্চনার সময় নিম্নে প্রদত্ত নীরাজন বিধিটি অনুসরণ করবেন। প্রত্যহ সম্ভব নাহলেও সপ্তাহে অন্তত একদিন পালন করার চেষ্টা করবেন। দিবাকালীন এই বিধির পালন নিষ্প্রয়োজন।

নয়টি প্রদীপ দ্বারা শিবারতিকে আগমে **উত্তম** এবং **পাঁচটি** প্রদীপ দ্বারা আরতিকে আগমে **মধ্যম** বলা হয়েছে। লালচে/খয়েরী বর্ণের(কপিলা)গাভীর দুগ্ধ থেকে সঞ্জাত ঘৃতের প্রদীপকে সর্বোত্তম বলা হয়েছে আগমে।

নবপ্রদীপ বিধি - একটি প্রদীপ রাখার থালা নেবেন, একটু বড় আকৃতির। সেই পাত্রে কিছুটা ভস্ম নিয়ে তারপর **হৃদয় মন্ত্রে প্রোক্ষণ, অস্ত্র মন্ত্রে তাড়ণ** এবং **কবচ মন্ত্রে অবগুণ্ঠণ** করে নিতে হবে। সাথে **অবগুণ্ঠণ মুদ্রা** দেখাতে হবে। এরপর সেই পাত্রে আবীর বা পঞ্চবর্ণ চূর্ণ বা অভাবে খড়িমাটি দিয়ে অষ্টদল পদ্ম অঙ্কন করবেন। সেই পদ্মের আটটি পাঁপড়িতে আটটি প্রদীপ এবং মাঝখানে একটি প্রদীপ রাখতে হবে। আটটি প্রদীপে অষ্ট শক্তি অর্থাৎ **বামা**, **জেষ্ঠা**, **রুদ্রাণী**, **কালী**, **কলবিকরণী**, **বলবিকরণী**, **বলপ্রমথনী** ও **সর্বভূতদমনী** এবং মাঝখানের প্রদীপে **মনোন্মনীকে** বিন্যাস(কল্পনা) করতে হবে এবং প্রতি জনের নামের সাথে **স্বাহা** উচ্চারণ করে গন্ধপুষ্প দিয়ে পূজা করতে হবে (যেমন - **বামায়ৈ স্বাহা**, **মনোন্মনৈ স্বাহা** এভাবে)

পঞ্চপ্রদীপ বিধি - উপরিউক্ত একই বিধিতে তাড়ন ও অবগুণ্ঠণ করে আপনারা প্রদীপ রাখার থালায় চতুর্দল পদ্ম অঙ্কন করবেন। তার চারটি দলে চারটি প্রদীপ এবং মাঝখানে একটি প্রদীপ রাখতে হবে। পঞ্চপ্রদীপে পঞ্চমহাভূতের বিন্যাস করতে হবে। প্রত্যেকের নামের শেষে **স্বাহা** যোগ করে গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করতে হবে। (যেমন - **ক্ষিতি তত্ত্বায় স্বাহা**, **অগ্নি তত্ত্বায় স্বাহা** এভাবে)

একান্তই সম্ভবনা হলে আপনারা প্রদীপ রাখার পাত্রে তিনটি প্রদীপ রেখে থাকলে তাতে তিনটি তত্ত্বকে (আত্মতত্ত্ব, বিদ্যাতত্ত্ব ও শিবতত্ত্ব) বিন্যাস

করবেন। এক্ষেত্রেও প্রত্যেকের উদ্দেশ্যে নামের শেষে স্বাহা যোগ করে গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করতে হবে। (যেমন - **আত্মতত্ত্বায় স্বাহা**, **বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা** এভাবে)

এরপর ভূমিতে বা বেদীর উপরে সর্ষে, তিল, নিমপাতা, লঙ্কা, শুষ্ক গোময় (গোবর), রত্নপাথর, কর্পূর, আগর, বেলপাতা এইসব দ্রবাদি অষ্টদিকে রেখে দেবেন এবং মাঝখানে সেই প্রদীপ রাখার পাত্র/থালাটিকে স্থাপন করবেন।

প্রদীপ রাখার পাত্রটিকে/ থালা/ নীরাজন পাত্রটিকে মধ্যভাগে রেখে তার অগ্নিকোণে **গন্ধোদক** পাত্র রাখতে হবে। নৈর্ঋত কোণে **অর্ঘ্য পাত্র** রাখতে হবে, বায়ু কোণে **পুষ্পপাত্র** রাখতে হবে এবং ঈশান কোণে **ভস্মপাত্র** রাখতে হবে।

প্রদীপ গুলিতে গোদুগ্ধ হতো সঞ্জাত ঘৃতের দ্বারা এবং অগ্নিবীজ **রং** উচ্চারণ পূর্বক আগুন জ্বালতে হবে। এরপর **পদ্মমুদ্রা**, **শূলমুদ্রা** প্রদর্শন করতে হবে। অগ্নিজ্বালবার পূর্বে প্রদীপগুলিকে **পঞ্চব্রহ্ম** ও **ষড়াঙ্গ** মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করে নেবেন।

এরপর শিবলিঙ্গের সামনে সেই দীপ পাত্রকে হাতে নিয়ে কমপক্ষে **তিনবার** ঘুরিয়ে আরতি করতে হবে। আপনারা চাইলে এর বেশিবারও করতে পারেন।

👉 আরতির সময় আপনারা উচ্চারণ করবেন - **শিখা মন্ত্র**।

👉 এরপর **লিঙ্গমুদ্রা** আর **বীজমুদ্রা** প্রদর্শন করতে হবে।

ধূপ নীরাজন - গুগ্গুল, আগর, কর্পূর, চন্দন, জায়ফল, লবঙ্গ, ঘৃত, কুঙ্কুম, দারুচিনি, ইত্যাদি গুঁড়ো করে সাধারণ ধূপের সাথে মিশিয়ে নীরাজন/ধূপারতি করার বিধান আছে আগমে। মধুমিশ্রিত ধূপ সর্বোত্তম, তথ্য প্রদানে পূর্বকারণাগম। দশাঙ্গধূপ, যক্ষকর্দম ধূপ, শীতারিধূপ, বিজয়াখ্যধূপ, সুগন্ধাধূপ, সৌগন্ধিক ধূপ ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের ধূপের উল্লেখ মেলে আগমে।

সন্ধ্যাবেলায় নীরাজনের পর শিবকে পাদ্য, অর্ঘ্য, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, ভস্ম, বিল্বপত্র ইত্যাদি নিবেদন করতে হবে।

👉 **সদ্যোজাত** মন্ত্রের দ্বারা **পাদ্য** প্রদান করতে হবে।

👉 তারপর **হৃদয় মন্ত্রের** দ্বারা **আচমনীয়** প্রদান করতে হবে।

👉 তারপর **শির** অথবা **হৃদয়** মন্ত্রের দ্বারা **গন্ধ/চন্দন** প্রদান করতে হবে।

👉 তারপর **ঈশান** মন্ত্রের দ্বারা **অর্ঘ্য** প্রদান করতে হবে।

👉 **পুষ্প** প্রদানের সময় **শিখা** মন্ত্র অথবা **শির** মন্ত্রোচ্চারণ করতে হবে।

👉 **ধূপ** দ্বারা আরতির সময় **নেত্র** অথবা **তৎপুরুষ** মন্ত্রোচ্চারণ করতে হবে।

👉 এরপর **অস্ত্র মুদ্রা**, **শূলমুদ্রা** এবং **পদ্মমুদ্রা** প্রদর্শন করিয়ে শিবকে আচমনীয় প্রদান করতে হবে। এরপর অস্ত্র মন্ত্র **ফট্** উচ্চারণ করে দশদিক বন্ধন করে পরমেশ্বর শিবকে **দর্পণ** প্রদান করতে হবে **হৃদয়মন্ত্রের** দ্বারা।

শিবলিঙ্গে ভস্ম প্রদান - এরপর **পদ্মমুদ্রা** প্রদর্শন করে হাতে সামান্য ভস্মপাত্র থেকে সামান্য বিভূতি নিয়ে শিবলিঙ্গের চারপাশে নিজের হাতকে তিনবার প্রদক্ষিণ করাতে হবে এবং প্রদীপ রাখার পাত্রের মধ্যভাগে তা রাখতে হবে।

👉 এরপর শিবকে **ভস্ম** প্রদান করতে হবে - **নেত্র** মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক।

তারপর আদ্যাশক্তি মা পার্বতীর উদ্দেশ্যে ভস্ম সমর্পণ করার জন্য শিবলিঙ্গের বামভাগে ভস্ম দিয়ে **বিন্দু** অঙ্কন করে দিতে হবে - **হৃদয় মন্ত্রের** দ্বারা। সামান্য ভস্ম চণ্ডেশ্বরের উদ্দেশ্যেও শিবলিঙ্গে সমর্পিত করতে হবে - **চণ্ডেশ্বরায় ভস্মং সমর্পয়ামি** মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক।

এরপর শিবের উদ্দেশ্যে **দর্পণ**, **তাম্বুল** (পান ও সুপারি) এসব প্রদান করতে হবে – **হৃদয়** মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক।

[মুদ্রাগুলির ছবি আপনারা এই পুস্তকের **25** নং অধ্যায় ‘**মুদ্রা প্রকরণ**’ এ পেয়ে যাবেন।]

----------|| **ইতি শৈবাগমোক্ত সান্ধ্য নীরাজন বিধি সমাপ্তম্** ||--------

➢ অধ্যায় নং 23

শৈবাগমোক্ত বৃহৎ শিবার্চন বিধি (রুদ্রাভিষেক সহ):-

"ন শিবার্চনতুল্যোঽস্তি ধর্মোঽন্যো ভুবনত্রয়ে || ২৩ ||"

(শিবমহাপুরাণ/বায়বীয় সংহিতা/উত্তর খণ্ড/ ২৬ নং অধ্যায়)

পরমেশ্বর শিবের আরাধনার সমতূল্য অন্য কোনো ধর্ম নেই এই ত্রিভুবনে।



- **প্রাথমিক করণীয় -**

1.কোনো বিশেষদিনে আনুষ্ঠানিক ভাবে করতে চাইলে ওইদিন সারাদিন উপবাস বা নিরাহার থাকতে হবে।

2. স্নানের পর সাদা বা হলুদ বা গেরুয়া বা নিজ গুরুপরম্পরা অনুযায়ী বস্ত্র ধারণ করে পবিত্র মনে পূজায় বসতে হবে।

4. বৃক্ষে জলদান করুন। কুকুর বা পাখিদের খেতে দিন। এতে শিব খুশি হন।

6. যেকোনো ধরনের শিব পূজায় ত্রিপুণ্ড্র ও রুদ্রাক্ষ ধারণ করা আবশ্যিক। ত্রিপুণ্ড্রধারণ বিধি এই পুস্তকের **10 নং** অধ্যায়ে এবং রুদ্রাক্ষ ধারণ বিধি **12 নং** অধ্যায়েই দেওয়া আছে।

7. শৈবআগমে ভস্মস্নান, উদ্ধুলন এসবেরও উল্লেখ আছে। তবে এটা সবার জন্য বাধ্যতামূলক নয়। ভস্ম স্নান মূলত তপস্বী, যোগী এনারাই করে থাকেন। তবে আপনারা কেউ চাইলে করতেই পারেন, সমস্যা নেই। ভস্মস্নান ও উদ্ধুলন বিধি **9 নং** অধ্যায়েই দেওয়া আছে।

- **বৃহৎ শিবার্চনের ধাপসমূহ-**

1.পঞ্চশুদ্ধি

2.আসনপূজো ও পীঠন্যাস

3.মানসপূজা

4.বাহ্যপূজা শুরু করার পূর্বে সংকল্প

5.বাহ্যপূজা

[5.1. গুরু ও গণপতিকে স্মরণ

5.2. ক্ষেত্রপাল, বাস্তুপতি প্রভৃতিগণকে স্মরণ

5.3. পঞ্চাবরণযুক্ত সদাশিব ও উমার ধ্যান, আহ্বান, স্থাপন প্রভৃতি কার্যাদি

5.4. পাদ্য উদক প্রদান

5.5. আচমনীয় উদক ও অর্ঘ্য উদক প্রদান

5.6. ধূপ , দীপ, গন্ধ প্রদান

5.7. রুদ্রাভিষেকের জন্য প্রস্তুতি

5.8. রুদ্রাভিষেক

5.9. পুনরায় পাদ্য, আচমনীয় ও অর্ঘ্য উদক প্রদান

5.10. শিবলিঙ্গের শৃঙ্গার , বস্ত্র প্রদান

5.11. পুনরায় গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, ভস্ম, বিল্বপত্র, অক্ষত ইত্যাদি প্রদান

5.12. পঞ্চাবরণে উপস্থিত গণাদির পূজন

5.13 . নৈবেদ্য , পানীয় ও অন্যান্য উপাচার প্রদান

5.14. আগমোক্ত বিধানে হোম

5.15. তাম্বুল, ধূপ, নীরাজন, ছত্র, উত্তম, দর্পণ ইত্যাদি প্রদান সাথে বাদ্য, অনুষ্ঠান, স্তোত্র পাঠ]

6. শিবের নিকট অপরাধ ক্ষমা প্রার্থনা

7. বিসর্জন/পূজার সমাপ্তি বা সমাপণ

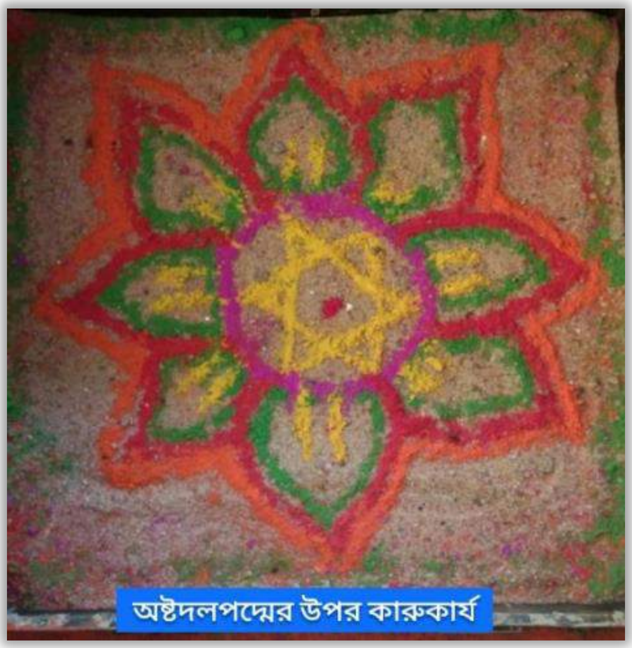
8. নমস্কার ও শিবভক্তি প্রার্থনা

9. শিব নৈবেদ্য গ্রহণ

1.পঞ্চশুদ্ধি - শৈবাগমোক্ত আচারে পঞ্চশুদ্ধি এই পুস্তকের **4 নং অধ্যায়েই** দেওয়া রয়েছে বিশদভাবে। সেটি অনুসরণ করুন এবং পঞ্চশুদ্ধি করে নিন।

2.আসনপূজা ও পীঠন্যাস -

এরপর আসনশুদ্ধি ও পীঠন্যাস করতে হবে।



i. পঞ্চবর্ণ চূর্ণ দ্বারা (হরিদ্রাচূর্ণ/হলুদ, তণ্ডুলচূর্ণ-শ্বেত, কুসুম্ভচূর্ণ-লাল, শস্যহীন ধানপোড়া-কালো এবং বিল্বপত্রচূর্ণ - সবুজ এসব মিলিয়ে হয় পঞ্চবর্ণ) অথবা না পেলে খড়ি মাটি অথবা চালের গুঁড়ো দিয়ে ওই শুদ্ধ স্থানে একটি **অষ্টদল পদ্ম**-মন্ডল অঙ্কন করবেন। ওটাকে ধৌত বস্ত্র, পুষ্প ও নব্য অঙ্কুরিত বীজ (যেমন ছোলা) দ্বারা সুসজ্জিত করতে হবে।

ii. অষ্টদলের প্রতিটি দলে একটি করে বিদ্যেশ্বর অবস্থান করছেন - অনন্ত, সূক্ষ্ম, শিব, একনেত্র, একরুদ্র, ত্রিমূর্তি, শ্রীকণ্ঠ, শিখন্ডীন - এই ৮ বিদ্যেশ্বরের চিন্তন করতে হবে। (সংক্ষেপে বলা হল)

iii. পদ্মের বৃহৎগ্রন্থির উপর- মায়াতত্ত্বকে চিন্তন করতে হবে। কর্ণিকার উপরে ডানে আত্মতত্ত্ব, বামে বিদ্যাতত্ত্ব ও মধ্যে শিবতত্ত্বকে বিন্যাস করতে হবে।

iv. সেই পদ্মের আটটি দলে এবং পদ্মের কেশরে ধ্যান করতে হবে **বামা , জেষ্ঠা, রৌদ্রী, কালি, কলবিকরণী, বলবিকরণী, বলপ্রমথনী ও সর্বভূতদমনী-** রক্তবর্ণের এই আট শক্তির এবং সাথে তাঁদের স্বামীদেরকেও চিন্তন করতে হবে যথা- বামদেব, জেষ্ঠ, রুদ্র, কাল, কলবিকরণ, বলবিকরণ, বলপ্রমথ ও সর্বভূতদমন।

v. পদ্মের মধ্যভাগে কর্ণিকার উপর চিন্তন করতে হবে নবমতম শক্তি শুভদ্রবর্ণের **মনোন্মনী** সাথে **মনোন্মন** মহাদেব। পদ্মোপরি তাঁদের যে আসন তাঁর নাম **বিমলাসন।** এই বিমলাসন পদ্মের কর্ণিকার উপর **আত্মতত্ত্ব, বিদ্যাতত্ত্ব** ও **শিবতত্ত্ব** এদেরও উপরে অবস্থিত।

vi. পদ্মের কর্ণিকার উপরে অবস্থিত বিমলাসনকে চিন্তন করবে এইভাবে - **হাং বিমলাসনায নমঃ।** এই বিমলাসন শুদ্ধবিদ্যাময়।

উপরিউক্ত এই নব শক্তির প্রতিটির বিন্যাস **হৃদয় মন্ত্র** পাঠ পূর্বক করতে হবে।

vii. এরপর কল্পনা করে নিতে হবে সেই পদ্মটির বৃন্ত হল স্বয়ং বৈদূর্য্য মণি স্বরূপ। কেশর স্বয়ং শক্তিরূপি।

viii. পদ্মটি হবে অষ্টদল যার প্রতিটি দলে অষ্ট সিদ্ধি-অণিমা, লঘিমা, গরিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিতা ও বশিতার চিন্তন করতে হবে।

ix. পদ্মটির **দল, কেশর** আর **কর্ণিকায়** যথাক্রমে তিনটি মণ্ডল কল্পনাকরতে হবে, যথা - সূর্য মণ্ডল, চন্দ্র মণ্ডল ও অগ্নি মণ্ডল। এদের মধ্যে অবস্থানকারী দেবতা - **ব্রহ্মা, বিষ্ণু** ও **রুদ্র।** তাছাড়া এই তিন মণ্ডলে তিন তত্ত্ব (**সকল, প্রলয়াকল** ও **বিজ্ঞানকল**), তিন অগ্নি (বাল, যৌবন ও বৃদ্ধাগ্নি) এবং তিন গুণের কল্পনা করতে হবে। (সত্ত্ব, তম ও রজ)

x. পৃথিবী তত্ত্ব থেকে শুদ্ধবিদ্যা পর্যন্ত তত্ত্ব দিয়ে সেই পদ্মাসন নির্মিত।

xi. ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ,ঐশ্বর্য্য সাথে অনন্ত এবং আধারশক্তি এই **ছয়টি পীঠাত্মা** নিয়ে সেই পদ্মপীঠ তৈরী। এদের হৃদয় মন্ত্র দ্বারা পূজা করা দরকার।

xii. **ধর্ম** কে উক্ত আসনের অগ্নিকোণে চিন্তাকরতে হবে যার বর্ণ সাদা।

xiii. **জ্ঞানকে** উক্ত আসনের নৈর্ঋতকোণে চিন্তা করতে হবে যার বর্ণ লাল।

xiv. **বৈরাগ্যকে** বায়ুকোণে চিন্তন করতে হবে যার রং হলুদ।

xv. **ঐশ্বর্যকে** ঈশান কোণে চিন্তা করতে হবে যার বর্ণ কালো।

xvi. আসনের পূর্বকোণে রৌপ্যবর্ণের **অধর্মকে** চিন্তা করতে হবে।

xvii. দক্ষিণদিকে রৌপ্যবর্ণের **অজ্ঞানকে** চিন্তন করতে হবে।

xviii. রৌপ্যবর্ণের **অবৈরাগ্যকে** পশ্চিমদিকে চিন্তা করতে হবে।

xix. রৌপ্যবর্ণের **অনৈশ্বর্যকে** আসনের উত্তরদিকে চিন্তা করতে হবে।

xx. সেই আসনের চারটি পা চার যুগ স্বরুপ –এমনটা চিন্তন করতে হবে।

xxi. পৃথিবী তত্ত্ব - সেই পদ্মের মূল এমনটা চিন্তন করতে হবে।

xxii. জল থেকে কালতত্ত্ব - পদ্মের কান্ড এমনটা চিন্তন করতে হবে।

xxiii. বুদ্ধি তত্ত্ব - ৫০ টি কন্টকময় - এমনটা চিন্তন করতে হবে।

xxiv. মায়াতত্ত্ব - বৃহৎ গ্রন্থি - এমনটা চিন্তন করতে হবে।

xxv. শুদ্ধবিদ্যা তত্ত্ব - পদ্মের উর্ধ্বাংশ(দলযুক্ত অংশ) এমনটা চিন্তন করতে হবে।

xxvi. পদ্মের কর্ণিকার উপরিভাগে আসনটিকে **মাতৃকাবর্ণময়** কল্পনা করতে হবে।

বামা শক্তিকে বিন্যাস করতে হবে - **ওং** স্বর দ্বারা

👉 **জেষ্ঠা** শক্তিকে বিন্যাস করতে হবে - **ঐং** স্বর দ্বারা

👉 **রৌদ্রী** শক্তিকে বিন্যাস করতে হবে- **এং** স্বর দ্বারা

👉 **কালী** শক্তিকে বিন্যাস করতে হবে - **ঊং** স্বর দ্বারা

👉 **কলবিকরণী** শক্তিকে বিন্যাস করতে হবে- **উং** স্বর দ্বারা

👉 **বলবিকরণী** শক্তিকে বিন্যাস করতে হবে - **ঈং** স্বর দ্বারা

👉 **বলপ্রমথনী** শক্তিকে বিন্যাস করতে হবে - **ইং** স্বর দ্বারা

👉 **সর্বভূতদমনী** শক্তিকে বিন্যাস করতে হবে - **আং** স্বর দ্বারা

👉 **মনোন্মনী** শক্তিকে বিন্যাস করতে হবে - **অং** স্বর দ্বারা

➡ **ক** কার থেকে **ভ** কার পর্যন্ত ২৫ টি বর্ণ কেশরে এবং **ম** কার থেকে **হ** কার পর্যন্ত ৯ টি বর্ণ পদ্মের বীজ কল্পনা করা উচিত।

➡ ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য হল - চারটি নপুংসক স্বর যথাক্রমে - **ঋ, ঋ্ঋ, ঌ, ঌঌ** - দ্বারা তৈরী কল্পনা করা উচিত।

➡ অনন্তকে চিন্তন করে হবে - **অং** স্বর দ্বারা।

➡ কর্ণিকার উপরিভাগ অর্থাৎ আসনকে চিন্তা করতে হবে - **ঔ** স্বর

দ্বারা।

→ কর্ণিকার অন্তর্ভাগকে চিন্তা করতে হবে - শেষ স্বর **অঃ** দ্বারা।

এইভাবে সমগ্র পদ্মপীঠকে **মাতৃকাবর্ণময়** করে তুলতে হবে।

xxvii. এরপর সদাশিবের চারপাশের পঞ্চাবরণে যেসকল শিবগণ থাকেন তাদের সকলকে ওই পদ্মের উপর নিম্নোক্ত উপায়ে বিন্যাস করতে হবে -

→ ওই পদ্মের **পূর্বদলে - তৎপুরুষকে** চিন্ত্যন করতে হবে।

→ **দক্ষিণ দলে - অঘোরকে** ধ্যান করতে হবে।

→ **উত্তরদলে- বামদেবকে** চিন্তন করতে হবে।

→ **পশ্চিমদলে-সদ্যোজাতকে** ধ্যান করতে হবে।

→ **কর্ণিকাতে - ঈশানকে** ধ্যান করতে হবে।

→ **অগ্নিকোণস্থ** (দক্ষিণ-পূর্ব) দলে - **হৃদয়কে** বিন্যাস করতে হবে।

→ **ঈশাণ** কোণস্থ (উত্তর-পূর্ব) দলে- **শিরকে** বিন্যাস করতে হবে।

→ **নৈঋত** (দক্ষিণ-পশ্চিম) কোণস্থ দলে - **শিখাকে** বিন্যাস করতে হবে।

→ **বায়ুকোণস্থ** (উত্তর-পশ্চিম) দলে **কবচকে** বিন্যাস করতে হবে।

→ **চতুর্দিকে নেত্রকে** বিন্যাস করতে হবে।

→ **মধ্যভাগে অস্ত্রকে** বিন্যাস করতে হবে।

xxviii. এরপর পূর্বে উল্লেখিত আধারশক্তি থেকে জ্ঞানাত্মা পর্যন্ত পীঠদেবতাকে নিজ দেহের বিভিন্ন অংশে বিন্যাস করতে হবে -

✅ **নিজ হৃদয়ে -**

👉 **ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ**

👉 **ওঁ প্রকৃত্যৈ নমঃ**

👉 **ওঁ কূর্ম্মায নমঃ**

👉 **ওঁ অনন্তায নমঃ**

👉 **ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ**

👉ওঁ ক্ষীরসমুদ্রায নমঃ

👉ওঁ শ্বেতদ্বীপায নমঃ

👉ওঁ মণিমণ্ডপায নমঃ

👉ওঁ কল্পবৃক্ষায নমঃ

👉ওঁ মণিবেদিকাযৈ নমঃ

👉ওঁ রত্নসিংহাসনায নমঃ

✅ নিজের ডান কাঁধে -

👉ওঁ ধর্ম্মায নমঃ

✅ নিজের বাম কাঁধে -

👉ওঁ জ্ঞানায নমঃ

✅ উরুদ্বয়ে যথাক্রমে -

👉 ওঁ বৈরাগ্যায নমঃ

👉 ওঁ ঐশ্বর্য্যায নমঃ

✅ মুখে - 👉 ওঁ অধর্ম্মায নমঃ

✅ বামপার্শ্বে - 👉 ওঁ অজ্ঞানায নমঃ

✅ ডানপার্শ্বে - 👉 ওঁ অনৈশ্বর্য্যায নমঃ

✅ নাভিতে - 👉 ওঁ অবৈরাগ্যায নমঃ

✅ পুনর্বার হৃদয়ে –

👉 ওঁ অনন্তায নমঃ

👉 ওঁ পদ্মায নমঃ

https://issgt100.blogspot.com

👉ॐ অং অর্কমন্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ

👉ॐ উং সোমমন্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ

👉ॐ মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ

👉ॐ সং সত্ত্বায় নমঃ

👉ॐ রং রজসায় নমঃ

👉ॐ তং তমসে নমঃ

👉ॐ আং আত্মনে নমঃ

👉ॐ অং অন্তরাত্মনে নমঃ

👉ॐ পং পরমাত্মনে নমঃ

👉ॐ হ্রীং জ্ঞানাত্মনে নমঃ

3. মানসপূজা - আসনপূজার পর মানসপূজা শুরু হয় (যদিও আসন পূজাটাও একধরনের মানসপূজা) মানসপূজার অন্তর্ভুক্ত হল- বামে গুরুকে নমস্কার, দক্ষিণে গণেশকে নমস্কার, সদাশিবের আহ্বান, সদাশিবের ধ্যান ,

পঞ্চব্রহ্মমন্ত্রেরন্যাস এবং হৃদয়ে পঞ্চাক্ষর মন্ত্র - **নমঃ শিবায়** দ্বারা তিনবার মানসিক পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করতে হবে। নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হল -

গুরুকে প্রণাম -

ওঁ গুরুভ্যো নমঃ |

ওঁ পরমগুরুভ্যো নমঃ |

ওঁ পরাৎপর গুরুভ্যো নমঃ |

ওঁ পরমেষ্ঠি গুরুভ্যো নমঃ |

ওঁ সমস্ত গুরুপাদগণেভ্যো নমঃ |

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেব মহেশ্বরঃ |

গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রী গুরবে নমঃ ||

গণেশকে প্রণাম – **ওঁ গাং গণেশায নমঃ** অথবা **ওঁ লক্ষলাভযুতায সিদ্ধিবুদ্ধিসহিতায গণপতযে নমঃ** (শিবপুরাণোক্ত মন্ত্র)

আহ্বানাদি কার্য - সুপ্রভেদাগম, দীপ্তাগম মতে **সদ্যোজাত** মন্ত্রে **আহ্বান** করা দরকার।

বামদেব মন্ত্রে **স্থাপন** করা দরকার।

অঘোর মন্ত্রে **সন্নিধান** করা দরকার।

তৎপুরুষ মন্ত্রে **নিরোধন** করা দরকার।

এবং **ঈশান** মন্ত্রে **স্বাগতীকরণ** করা দরকার করা দরকার।

প্রতিটি ক্ষেত্রেই **পঞ্চমুখীমুদ্রা** প্রদর্শন করাতে হয়। (দীপ্তাগম মতে)

(অথবা, **শিবমহাপুরাণ** মতে আপনারা যথাক্রমে -

আহ্বানী মুদ্রা = আহ্বানের সময় প্রদর্শন করাবেন

স্থাপনী মুদ্রা = স্থাপনের সময় প্রদিকরাবেন

সন্নিরোধন মুদ্রা = সন্নিধান ও নিরোধনের সময় প্রদর্শন করাবেন

এরপর **সম্মুখীকরণ/নিরীক্ষণ মুদ্রা** এবং শেষে **নমস্কার** মুদ্রা অথবা **সাষ্টাঙ্গ প্রণাম** প্রদর্শন করাবেন। এইসব মুদ্রার রেখাচিত্র এই পুস্তকের 25 নং অধ্যায় **মুদ্রা প্রকরণ** এ দেওয়া রয়েছে।)

শিবের ধ্যান ও প্রনাম - এরপর হাতে **কূর্মমুদ্রায়** একটি ফুল নিয়ে **উমাসহিত শিবের ধ্যান** করতে হবে –

চন্দ্রকোটিপ্রতীকাশং ত্রিনেত্রং চন্দ্রশেখরম্ |

আপিঙ্গলজটাজূটং রত্নমৌলিবিরাজিতম্ |

নীলগ্রীবমূদারাঙ্গং নাগহারোপশোভিতম্ ||

বরদাভযহস্তঞ্চ ধারিণঞ্চ পরশ্বধম্ |

দধানং নাগবলযকেয়ুরাঙ্গদমজদ্রিকম্ ||

ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরীধানং রত্নসিংহাসনে স্থিতম্ |

ধ্যাত্বা তদ্বামভাগে চ চিন্তযেদ্-গিরিকন্যাকাম্ ||

ভাস্বজ্জপাপ্রসূনাভামুদযাকসমপ্রভাম্ |

বিদ্যুৎপুঞ্জনিভাং তন্বীং মনোনযননন্দিনীম্ ||

বলেন্দুশেখরাং স্নিগ্ধাং নীল কুঞ্চিতকুন্তলাম্ |

ভৃঙ্গসঙ্ঘাতরুচিরাং নীলালকবিরাজিতাম্ ||

মণিকুণ্ডলবিদ্যোতন্মুখমণ্ডলবিভ্রমাম্ |

নবকুঙ্কুমপঙ্কাঙ্ককপোলদলদর্পণাম্ ||

মধুরস্মিতবিভ্রাজদরুণাধরপল্লবাম্ |

কম্বুকণ্ঠী শিবামুদ্যৎকুচপঙ্কজকুডালাম্ ||

পাশাঙ্কুশাভযাভীষ্টবিলসৎসুচতুর্ভুজাম |

অনেকরত্নবিলসৎকঙ্কণাঙ্কিতমুদ্রিকাম্ ||

বলিত্রযেণ বিলসদ্ধেমকাঞ্চীগুণান্বিতাম্ |

রক্তমাল্যাম্বরধরা দিব্য চন্দনচর্চ্চিতাম্ ||

দিকপালবনিতামৌলিসন্নতাঙ্ঘিসরোরুহাম্ |

রত্নসিংহাসনারূঢ়াং সর্পরাজপরিচ্ছদাম্ ||

অথবা আপনারা শুধুমাত্র শিবের ধ্যানও করতে পারেন –

শুদ্ধস্ফটিক সঙ্কাশং স্বাঙ্গোথ কিরণোজ্জলম্ |

চিন্তযেৎপঞ্চমূর্ধনিং দেবদেবং মহেশ্বরম্ ||

ত্রিপঞ্চনযনং সৌম্যং পঞ্চাস্যং চারুনাসিকম্ |

খণ্ডেন্দুমণ্ডিতেনাথ মকুটেন সুতেজসা ||

দশবাহুং বিশালাক্ষং নাগযজ্ঞোপবীতিনম্ |

স্বাঙ্গুষ্ঠপর্বণা তুল্যং ধ্যাযেদ্বৈ কর্ণিকোপরি ||

(মতঙ্গপারমেশ্বর আগমোক্ত সদাশিবের ধ্যান)

এরপর সদাশিবের পঞ্চব্রহ্ম স্বরূপের ধ্যান করতে হবে, নির্দেশ প্রদানে পূর্ব কামিকাগম। (তবে সময় কম থাকলে পঞ্চব্রহ্মের ধ্যান নাও করতে পারেন)

অথ পঞ্চব্রহ্ম ধ্যানম্ -

ঈশস্ফটিকবন্মধ্যে পূর্বে কুঙ্কুমবন্নরঃ ||

দক্ষিণেঽঞ্জনবদ্-ঘোরঃ সৌম্যং বামঃ কুসুম্ভবত্ |

চন্দ্রাংশুনির্মলং সদ্যং বক্ত্রং পশ্চিম দিগ্গতম্ ||

সিংহনাদমুখং পূর্বে ললাটে নযনং শুভম্ |

ভ্রূহীনং তুঙ্গনাসং চ সুকপোলস্মিতাধরম্ ||

দক্ষিণে ভীষণাকারং দংষ্ট্রাদন্তুর কর্কশম্ |

বিবৃতাস্যং মহাঘ্রাণং বৃত্তাক্ষং লেলিহানকম্ ||

নাগাভরণ সংযুক্তং কপালকৃতশেখরম্ |

জ্বালাকৃতি জটাব্যালভোগিবদ্ধোর্ধ্ব চূড়কম্ ||

পীতমাপ্যং প্রসন্নং চ সুনাসং সুললাটকম্ |

ত্র্যক্ষং মকুটযুক্তং চ কুণ্ডলালঙ্কৃতং শুভম্ ||

ভৃঙ্গাকারং কচাব্রাতং কাঞ্চনাভণান্বিতম্ |

ললাট তিলকোপেতং দর্পণাসক্ত তেজসম্ ||

অলকাবতংস সংযুক্তং সৌম্যং কান্তবপুর্যুতম্ |

তত্রৈশানং স্থিতোত্তানো মূর্ধস্থস্ত্বতিভীষণঃ ||

কুণ্ডলালঙ্কৃতস্ত্র্যক্ষো মৌলীন্দুতরুণঃ স্মৃতঃ |

এবং বক্ত্রাণি সংভাব্য রূপং সদাশিবং যজেৎ||

এইভাবে শিব-শিবাকে চিন্তা করে আগমোক্ত **পঞ্চাঙ্গন্যাস/দেহন্যাস** করতে হবে। সাথে **৩৮ কলান্যাস** দ্বারা সদাশিবের ৩৮ কলাময় দেহ চিন্তন করতে হবে এবং মূলমন্ত্র **নমঃ শিবায়** দ্বারা হৃদয়ে তিনবার

পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করতে হবে। একে **সকলীকরণ** বলে। এই সকলীকরণ করার সময় **সকলীকরণ মুদ্রা/অবগুণ্ঠণ মুদ্রা** দেখানো আবশ্যিক।

এরপর শিবকে প্রণাম করবেন নিম্নোক্ত মন্ত্রে –

ওঁ নমস্তুভ্যং বিরূপাক্ষ নমস্তে দিব্য চক্ষুষে।

নমো পিনাক হস্তায বজ্র হস্তায বৈ নমঃ ||

নমো ত্রিশুল হস্তায দন্ড পাশাংসিপাণযে।

নমঃ স্ত্রৈলোক্যনাথায ভূতানাং পতযে নমঃ ||

ওঁ নমঃ শিবায শান্তায কারণত্রয হেতবে।

নিবেদযামি চাত্মানং ত্বং গতি পরমেশ্বরঃ ||

এরপর পুনরায় করজোড়ে পাঠ করবেন -

ঋতং সত্যং পরং ব্রহ্ম পুরুষং কৃষ্ণপিঙ্গলম্।

ঊর্ধ্বরেতং বিরূপাক্ষং বিশ্বরূপায বৈ নমঃ ||

সদানন্দং পরমানন্দং শান্তং শাশ্বতং সদাশিবং

ব্রহ্মাদিবন্দিতং যোগিধ্যেযং পরং পদং যত্র গত্বা

ন নিবর্তন্তে যোগিনস্তদেতদৃচাভ্যুক্তম্।

তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরযঃ দিবীব চক্ষুরাততম্॥

(উপনিষদোক্ত মন্ত্র)

[সুতরাং এটি প্রমাণ হয়ে গেল যে সাধারণ স্মার্ত মতের যেকোনো পূজায় উচ্চারিত 'বিষ্ণু'/'তদ্বিষ্ণোঃ' শব্দটির অর্থ - ব্যাপ্ত পরমেশ্বর অর্থাৎ পরমশিব, পালনকর্তা বিষ্ণুদেব নন।]

4. বাহ্যপূজা শুরু করার পূর্বে সংকল্প- এইভাবে মানসপূজা শেষ করার পরে বাহ্যপীঠের পূজা শুরু করার পূর্বে সংকল্প করতে হবে। তাম্র পাত্রে জল, হরিতকী, তিল ও তিনটি কুশ (মূল ও অগ্রভাগ যুক্ত) রেখে তারপর সেই জল হাতে নিয়ে নিম্নোক্ত সংকল্প মন্ত্র পাঠ করে সেই জল ঈশানকোণে নিক্ষেপ করবেন।

প্রযতঃ প্রণবো নিত্যং পরমং পুরুষোত্তমম্।

ওঁকারং পরমাত্মানং তন্মে মনঃ শিবসংকল্পমস্তু॥

যো বৈ বেদ মহাদেবং পরমং পুরুষোত্তমম্।

যঃ সর্বং যস্য চিৎসর্বং তন্মে মনঃ শিবসংকল্পমস্তু॥

যোঽসৌ সর্বেষু বেদেষু পঠতে হ্যজ ঈশ্বরঃ |

অকাযো নির্গুণোঽধ্যাত্মা তন্মে মনঃ শিবসংকল্পমস্তু ||

কৈলাসশিখরে রম্যে শংকরস্য শুভে গৃহে |

দেবতাস্তত্র মোদন্তি তন্মে মনঃ শিবসংকল্পমস্তু ||

(ঋগ্বৈদিক মন্ত্র)

সাথে আরও বলুন-

দেবদেব মহাদেব নীলকণ্ঠ নমোঽস্তুতে।

কর্তুমিচ্ছাম্যহং দেব সাম্বশিব পূজা ব্রতং তব॥

তব প্রভাবাদ্দেবেশ নির্বিঘ্নেন ভবেদিতি।

কামাদ্যাঃ শত্রুবো মাং বৈ পীড়াং কুর্বন্তু নৈব হি॥ (শিবপুরাণোক্ত)

5.বাহ্যপূজা-

5.1. পুনরায় বামে গুরু ও দক্ষিণে গণপতিকে স্মরণ করতে হবে-

গুরুকে প্রণাম -

ওঁ গুরুভ্যো নমঃ।

ওঁ পরমগুরুভ্যো নমঃ।

ওঁ পরাৎপর গুরুভ্যো নমঃ।

ওঁ পরমেষ্ঠি গুরুভ্যো নমঃ।

ওঁ সমস্ত গুরুপাদগণেভ্যো নমঃ।

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেব মহেশ্বরঃ।

গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রী গুরবে নমঃ॥

গণেশকে প্রণাম - ওঁ গাং গণেশায নমঃ অথবা **ওঁ লক্ষলাভযুতায সিদ্ধিবুদ্ধিসহিতায গণপতযে নমঃ** (শিবপুরাণোক্ত মন্ত্র)

5.2. তারপর ঈশান কোণে গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করবে এইভাবে - ওঁ ক্ষেত্রেশায নমঃ, ওঁ বাস্তুপতযে নমঃ, ওঁ বাগদেব্যায নমঃ, ওঁ কাত্যাযন্যায নমঃ, ওঁ ধর্ম্মায নমঃ, ওঁ জ্ঞানায নমঃ, ওঁ বৈরাগ্যায নমঃ, ওঁ ঐশ্বর্য্যায নমঃ।

5.3. তারপর পঞ্চাবরণযুক্ত উমাসহিত সদাশিবকে পুনরায় একই মন্ত্রের দ্বারা আহ্বান, স্থাপন, সন্নিরোধন আদি কার্য করতে হবে যেমনটা মানসপূজার ক্ষেত্রে করা হয়েছিল। প্রতিক্ষেত্রে পূর্বের মতোই মুদ্রা প্রদর্শন করাতে হবে। এরপর বলতে হবে – **সাম্বায় সদাশিবায নমঃ আসনং সমর্পযামি**। (শিবপুরাণোক্ত মন্ত্র)

5.4. এরপর সদাশিবের পায়ে **পাদ্য উদক** প্রদান করতে হবে।

পাদ্য উদক প্রদানের মন্ত্র হল - সাধারণ **হৃদয়** মন্ত্র (অভিষেকের পূর্বে)

5.5. তারপর সদাশিবের মাথায় **আচমনীয় উদক** ও **অর্ঘ্য-উদক** প্রদান করতে হবে।

আচমনীয় দানের মন্ত্র হল - **ওঁ ওঁ হ্রাং হৃদযায স্বধা** (অভিষেকের পূর্বে)

অর্ঘ্য-উদক প্রদানের আগমোক্ত মন্ত্র হল - **ওঁ ওঁ হ্রাং হৃদযায বৌষট্** (অভিষেকের পূর্বে)

5.6. এরপর সদাশিবকে দীপ, ধূপ, গন্ধ, পুষ্প প্রদান করতে হবে। শৈব শাস্ত্রে দীপ দেখানোর অনেক রকম বিধি আছে। শৈব আগম মতে নয়টি দীপ জ্বালানো উত্তম, পাঁচটি দীপ জ্বালানো মধ্যম। মাটির বা কাঁসার তৈরী দীপ ব্যবহার করা যায়। **দীপ** দেখানোর নিয়ম হল - দ্রব্যশুদ্ধি করার পর **পাঁচটি**

দীপকে(থালার চারপাশে চারটি মধ্যেখানে একটি) একটি থালাজাতীয় পাত্রে রেখে শিবলিঙ্গের লিঙ্গভাগের সামনে কমপক্ষে **তিনবার প্রদক্ষিণ** করাতে হবে আগমোক্ত মন্ত্র (**অস্ত্রমন্ত্র**) অথবা মূল পঞ্চাক্ষরমন্ত্র - **নমঃ শিবায** পাঠ পূর্বক। লালচে/খয়েরী বর্ণের গাভীর দুগ্ধ থেকে সঞ্জাত ঘৃতের প্রদীপকে সর্বোত্তম বলা হয়েছে আগমে।

কর্পূর দ্বারা জ্বালানো দীপকে সর্বসিদ্ধি প্রদানকারী বলা হয়েছে। গুগ্গলধূপ, আগর, কর্পূর, চন্দন, জায়ফল, লবঙ্গ, ঘৃত, কুঙ্কুম, দারুচিনি, ইত্যাদি গুঁড়ো করে সাধারণ ধূপের সাথে মিশিয়ে নীরাজন/ধূপারতি করার বিধান আছে আগমে। মধুমিশ্রিত ধূপ সর্বোত্তম বলছে পূর্বকারণাগম। দশাঙ্গধূপ, যক্ষকর্দম ধূপ, শীতারিধূপ, বিজয়াখ্যধূপ, সুগন্ধাধূপ, সৌগন্ধিক ধূপ ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের ধূপের উল্লেখ মেলে আগমে।

👉 **দীপ** দানের আগমোক্ত মন্ত্র - **অস্ত্রমন্ত্র**

👉 **দীপ প্রদক্ষিণের (**তিনবার কমপক্ষে)আগমোক্ত মন্ত্র - **শিখামন্ত্র**

👉 **ধূপ** প্রদানের আগমোক্ত মন্ত্র - **তৎপুরুষ** অথবা **নেত্র মন্ত্র**

👉 **গন্ধ** প্রদানের আগমোক্ত মন্ত্র হল – **হৃদয়** অথবা **শিরমন্ত্র**

👉 **পুষ্প** প্রদানের আগমোক্ত মন্ত্র – **শির** অথবা **শিখা** মন্ত্র

5.7. রুদ্রাভিষেকের জন্য প্রস্তুতি (শৈবাগমোক্ত নির্দেশ) -

I. রুদ্রভিষেকের পূর্বে হরিদ্রাচূর্ণ, আমলকীচূর্ণ, চন্দন, আগর, কর্পূরচূর্ণ, চালের গুঁড়ো, হলুদ, ঘৃত, ডালের গুঁড়ো, সর্ষের গুঁড়ো, লবন, তেল এসবের মিশ্রণ দিয়ে শিবলিঙ্গকে মাখিয়ে রাখতে হবে। এসব দ্রব্য শিবলিঙ্গে লেপনের সময় **হৃদয়মন্ত্র** উচ্চারণ করতে হবে। এটাই আগমোক্ত নির্দেশ।

II. রুদ্রাভিষেকের পূর্বে **হৃদয়মন্ত্র** পাঠ পূর্বক সামান্য পরিমান অর্ঘ্য উদ এবং ফুলচন্দন রুদ্রাভিষেকে ব্যবহৃত প্রতিটি পাত্রে/কলসে ঢালতে হবে।

III. এরপর একটি পাত্রে পরিষ্কার, কীটপতঙ্গ ও ফেনামুক্ত জল নিয়ে **নমঃ শিবায** মন্ত্র পাঠ করে সেটিকে অভিমন্ত্রিত করতে হবে। একে **শুদ্ধোদক** বলে।

IV. এরপর অপর একটি পাত্রে জল, চন্দনবাটা, পুষ্প, দুগ্ধ, কর্পূর, আগর, কুঙ্কুম, দূর্বাঘাস, বিল্বপত্র এসব মিশিয়ে **গন্ধোদক** প্রস্তুত করে নিতে হবে। সুগন্ধি জলকে আগমোক্ত মন্ত্রে শুদ্ধ করে নিতে হবে। গন্ধোদক শোধনের শৈবাগমোক্ত উপায় এই পুস্তকের **6 নং অধ্যায়েই** বর্ণিত রয়েছে।

V. এরপর **পঞ্চগব্যের প্রতিটিকে** শুদ্ধি করে সেগুলিকে পাঁচটি আলাদা আলাদা পাত্রে রাখতে হবে। (তথ্যপ্রদানে সুপ্রভেদাগম) **পঞ্চগব্যকে**

শোধনের শৈবাগমোক্ত উপায় এই পুস্তকের **7 নং অধ্যায়েই** বর্ণিত রয়েছে। পঞ্চগব্যের উদ্দেশ্যে অমৃতমুদ্রা/ধেনুমুদ্রা প্রদর্শন করাতে লাগবে অমৃতীকরণের নিমিত্তে।

VI. এরপর পঞ্চামৃতের প্রতিটিকে আগমোক্ত উপায়ে শুদ্ধ করে নিতে হবে। তাদের প্রত্যেকটিকে আলাদা আলদা পাত্রে রাখতে হবে। **পঞ্চামৃতকে শোধনের** শৈবাগমোক্ত উপায় এই পুস্তকের **6 নং অধ্যায়েই** বর্ণিত রয়েছে। এরপর পঞ্চামৃতের উদ্দেশ্যেও **অমৃতমুদ্রা/ধেনুমুদ্রা** প্রদর্শন করাতে লাগবে অমৃতীকরণের নিমিত্তে।

VII. অপর আর একটি পাত্রে পঞ্চামৃত, নারিকেলের জল ও সুগন্ধি জলকে সমপরিমাণে মেশাতে হবে। এলাচ, খুস, চন্দন, লবঙ্গ, কস্তুরী, কুঙ্কুম, কর্পূর এসব সেই মিশ্রণে যোগ করলে তা অধিক ফলপ্রদ হবে।

VIII. যদি সম্ভব হয় তবে **রজনীতোয়** অর্থাৎ শিশিরের জল, **ভস্ম, ফলের রস, রত্নোপুষ্পোদক** (রত্নপাথর , পুষ্প ও স্বর্ণালঙ্কার) মিশ্রিত জল আলাদা আলাদা পাত্রে আলাদা আলাদা ভাবে সংগৃহীত করে রাখবেন।

5.8 রুদ্রাভিষেক –

I. পূর্বকারণাগমোক্ত নির্দেশানুসারে সবার প্রথমে শুদ্ধোদক (**নমঃ শিবায** মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত জল) দ্বারা শিবলিঙ্গের অভিষেক করবেন, সাথে পাঠ করবেন- **পঞ্চব্রহ্ম মন্ত্র, ষড়াঙ্গমন্ত্র** এবং **ব্যোমব্যাপী মন্ত্র**।

[শৈবাগমোক্ত **ব্যোমব্যাপী মন্ত্র** – **ওঁ আং ঈং ঊং ব্যোমব্যাপিনে ওঁ নমঃ**]

II. এরপর শুদ্ধিকৃত পঞ্চগব্য দ্বারা একে একে রুদ্রাভিষেক করুন।

দুগ্ধ দ্বারা অভিষেকের মন্ত্র - **অঘোর** (বহুরূপ)মন্ত্র

দধি দ্বারা অভিষেকের মন্ত্র - **তৎপুরুষ** মন্ত্র

ঘৃত দ্বারা অভিষেক মন্ত্র - **ঈশান** মন্ত্র

গোমূত্র দ্বারা অভিষেক মন্ত্র - **সদ্যোজাত** মন্ত্র (গোমূত্রের পরিমান কম হলে তাতে পরিমাণ মতো জল মিশিয়ে নেবেন)

গোময়/গোবর দ্বারা অভিষেক মন্ত্র- **বামদেব মন্ত্র** (গোময়কে সামান্য পরিমান জলে মিশিয়ে তরল করে নেবেন)

III. এরপর **রত্নোপুষ্পোদক** (রত্নপাথর, পুষ্প, স্বর্ণালঙ্কার ভেজা জল) দ্বারা শিবলিঙ্গের অভিষেক করুন এবং পূর্বের লেগে থাকা পঞ্চগব্য গুলিকে

পরিষ্কার করে দিন। যদি অসমর্থ হন তবে গন্ধোদক দিয়েও করতে পারেন। এসময় পাঠ করতে হবে **হৃদয়** মন্ত্র অথবা **মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র।**

ওঁ ত্র্যম্বকম্ যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টি বর্ধনম্ |

ঊর্বারুকমিব বন্ধনাৎ মৃত্যোর্মুক্ষীযমামৃতাৎ ||

(বৈদিক মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র)

IV. এরপর **পঞ্চামৃত** দ্বারা ক্রমান্বয়ে আলাদা আলাদা ভাবে রুদ্রাভিষে করতে হবে। প্রথমে পঞ্চামৃতের প্রথম অমৃত **দুগ্ধ** দ্বারা অভিষেক করতে হবে নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ পূর্বক - (**দুগ্ধাভিষেক**)

আপ্যাযস্ব সমেতু তে বিশ্বতস্সোম বৃষ্ণিযম্ |

ভবা বাজস্য সংগথে ||

শ্রীসাম্বসদাশিবায নমঃ ক্ষীরেন স্নাপাযামি, ঈশান মন্ত্রেন শুদ্ধোদকেন স্নাপযামি |

তারপর **শুদ্ধোদক** দিয়ে **ঈশান মন্ত্র** পাঠ পূর্বক শিবলিঙ্গ ধুয়ে দিন।

V. এরপর **দই/দধি** দ্বারা অভিষেক করাতে হবে নিম্নোক্ত মন্ত্র দ্বারা- (**দধি অভিষেক**)

দধিক্রাব্-ণো অকারিষং জিষ্ণোরশ্চস্য বাজিনঃ |

সুরভিনো মুখাকরৎপ্রাণ আয়ুংষি তারিষৎ ||

শ্রীসাম্বসদাশিবায় নমঃ দধ্না স্নাপযামি , তৎপুরুষ মন্ত্রেন শুদ্ধোদকেন স্নাপয়ামি |

তারপর পুনর্বার **শুদ্ধোদক** দিয়ে **তৎপুরুষ** মন্ত্রের দ্বারা শিবলিঙ্গ ধুয়ে দিন।

VI. এরপর **ঘৃত** দ্বারা অভিষে করাতে হবে নিম্নোক্ত মন্ত্রপাঠ দ্বারা- **(ঘৃতাভিষেক)**

শুক্রমসি জ্যোতিরসি তেজোঽসি দেবো বস্সবিতোৎপুনা-

ত্বচ্ছিদ্রেণ পবিত্রেন বসো স্সূর্যস্য রশ্মিভিঃ ||

শ্রীসাম্বসদাশিবায় নমঃ ঘৃতেন স্নাপযামি , অঘোর মন্ত্রেন শুদ্ধোদকেন স্নাপয়ামি |

তারপর পুনর্বার **শুদ্ধোদক** দিয়ে **অঘোর** মন্ত্রের দ্বারা শিবলিঙ্গ ধুয়ে দিন।

VII. এরপর **মধু** দ্বারা অভিষে করতে হবে নিম্নোক্ত মন্ত্রে – **(মধু অভিষেক)**

মধুবাতা ঋতায়তে মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ | মাধবীনস্সংত্বোষধীঃ |

মধুনক্তমুতোষসো মধুমৎপার্থিবং রজঃ। মধুদ্দৌরস্তু নঃ পিতা।

মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমাং অস্তু সূর্যঃ। মাধবীর্গাবো ভবন্তু নঃ ||

শ্রীসাম্বসদাশিবায় নমঃ মধুনা স্নাপ্যযামি, বামদেব মন্ত্রেন শুদ্ধোদকেন স্নাপ্যযামি।

এরপর আবার **শুদ্ধোদক** জল দিয়ে **বামদেব** মন্ত্র দ্বারা শিবলিঙ্গকে স্নান করাবেন।

VIII. এরপর **শর্করা** দ্বারা অভিষে করাতে হবে নিম্নোক্ত মন্ত্রে – (**শর্করাভিষেক**)

স্বাদুঃ পবস্ব দিব্যায় জন্মনে স্বাদুরিন্দ্রায সুহ বীতু নাম্নে।

স্বাদুর্মিত্রায় বরুণায় বায়বে বৃহস্পতয়ে মধু মাং অদাভ্যঃ ||

শ্রীসাম্বসদাশিবায় নমঃ শর্করা স্নাপ্যযামি, সদ্যোজাত মন্ত্রেন শুদ্ধোদকেন স্নাপ্যযামি।

তারপর পুনর্বার **শুদ্ধোদক** দিয়ে **সদ্যোজাত** মন্ত্রের দ্বারা শিবলিঙ্গ ধুয়ে দিন।

IX. এরপরে পঞ্চামৃতগুলি একসাথে মিশিয়ে সাথে সুগন্ধিজল ও নারিকলের জল প্রভৃতির (পূর্বের অনুচ্ছেদের **7নং** পয়েন্ট দেখুন) মিশ্রণ দ্বারা শিবলিঙ্গের অভিষেক করুন এবং **পঞ্চব্রহ্ম মন্ত্র** পাঠ করুন।

X. এরপরে পুনরায় **পঞ্চব্রহ্ম মন্ত্র** পাঠ পূর্বক একে একে নিম্নোক্ত পাঁচপ্রকারের দ্রব্যাদির দ্বারা অভিষেক করান –

a. ঘৃত ও উষ্ণ জলের মিশ্রণ দ্বারা অভিষে

b. সুগন্ধি তৈল দ্বারা অভিষে

c. গন্ধোদক দ্বারা অভিষে

d. ভস্ম দ্বারা অভিষে

e. শিশিরের জল দ্বারা অভিষেক (অভাবে রাত্রের বৃষ্টির জল। আপনারা শিশির বা বৃষ্টির জল বোতলে ভরে সংগ্রহ করে রাখতে পারেন।)

XI. এরপর আপনারা চাইলে ফলের রস দ্বারা অভিষেক করতে পারেন – **হৃদয়** মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক।

XII. এরপর সবার শেষে শুদ্ধোদক দ্বারা শিববীজ **ওঁকার** বা **হৌং/হ্রৌং** দ্বারা শিবের অভিষেক রান। (শিবমহাপুরাণ মতে প্রণব ওঁকারে শিববীজও বলা হয়)

XIII. **এরপর শতরুদ্রীয়/রুদ্রসূক্ত** পাঠ করতে হবে। এই পুস্তকের **24 নং অধ্যায়েই** পুরো শতরুদ্রিয় পাঠ দেওয়া রয়েছে। ভস্মজাবাল উপনিষদে এবং অজিত-আগমে **শতরুদ্রিয় পাঠের** দ্বারা রুদ্রাভিষেক করার বিধান রয়েছে। (রুদ্রাভিষেক সমাপ্তম্)

5.9. তারপর পুনরায় শিবকে পাদ্য, অর্ঘ্য ও আচমনীয় উদক প্রদান করতে হবে।

পাদ্য প্রদানের আগমোক্ত মন্ত্র - **সদ্যোজাতমন্ত্র** (অভিষেকের পর)

আচমনীয় দানের আগমোক্ত মন্ত্র - **শিরো মন্ত্র**(অভিষেকের পর)

অর্ঘ্য-উদক প্রদানের আগমোক্ত মন্ত্র - **শিরো মন্ত্র** (অভিষেকের পর)

5.10. রুদ্রাভিষেকের পর শিবলিঙ্গে **বস্ত্র** প্রদান করতে হবে এবং রত্ন, মাল্য, বেলপাতা সুগন্ধি দ্রব্যাদি দ্বারা শৃঙ্গার/ বিলেপন করতে হবে এবং

একটি ত্রিপুণ্ড্র আঁকিয়ে দিতে হবে। শিবলিঙ্গে প্রদত্ত বস্ত্র স্বর্ণালী বর্ণের, তুঁত বা সিল্কের হওয়া বাঞ্ছনীয়। সাদা বর্ণের বস্ত্র হলেও হবে।

👉 মুকুট, কুণ্ডল, মাল্যপ্রদান, কোমরবন্ধনী প্রদান মন্ত্র - **কবচ মন্ত্র**

👉 নুপুর , বাহুবলয় প্রদান মন্ত্র - **হৃদয় মন্ত্র**

👉 এরপর বুড়ো আঙুল ও তর্জনী দ্বারা শিবলিঙ্গের মাথায় ফুল দিতে হবে - **অস্ত্র মন্ত্র** পাঠ পূর্বক। চাল ও দূর্বাঘাস প্রদান করতে হবে শিবলিঙ্গের মাথায়।

5.11. এরপর পর পুনরায় শিবকে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, বিল্বপত্র, অক্ষত, ভস্ম ইত্যাদি প্রদান করতে হবে।

👉 তারপর **শির** অথবা **হৃদয়** মন্ত্রের দ্বারা **গন্ধ/চন্দন** প্রদান করতে হবে।

👉 **পুষ্প** প্রদানের সময় **শিখা মন্ত্র** অথবা **শির** মন্ত্রোচ্চারণ করতে হবে।

👉 **ধূপ** দ্বারা আরতির সময় **নেত্র** অথবা **তৎপুরুষ** মন্ত্রোচ্চারণ করতে হবে।

👉 **দীপ** দানের আগমোক্ত মন্ত্র - **অস্ত্রমন্ত্র**

👉 **দীপ প্রদক্ষিণের (**তিনবার কমপক্ষে)আগমোক্ত মন্ত্র – **শিখামন্ত্র**

👉 **বিল্বপত্র প্রদান মন্ত্র** –

ত্রিদলং ত্রিগুণাকারং ত্রিনেত্রং চ ত্রিযাযুধম্।

ত্রিজন্মপাপসংহারমেকবিল্বং শিবার্পণম্॥

শ্রীসাম্বসদাশিবায নমঃ বিল্বপত্রাণি ধারযামি।

(মধ্যমা ও অনামিকা দ্বারা বিল্বপত্রকে অধঃমুখ করে শিবলিঙ্গে দেবেন)

👉 **অক্ষত(গোটা আতপচাল ও দানাশস্য)প্রদান মন্ত্র** –

অক্ষতান্ ধবলান্ দিব্যাংস্তিলতণ্ডুলমিশ্রিতান্।

অর্পযামি মহাভক্ত্যা প্রসীদ পরমেশ্বরঃ॥

শ্রীসাম্বসদাশিবায নমঃ অক্ষতান্ ধারযামি।

👉 **কর্পূরদীপ প্রদান মন্ত্র-**

কর্পূরনির্মিতং দীপং স্বর্ণপাত্রে নিবেশিতম্।

নীরাজিতং মযা ভক্ত্যা গৃহাণ পরমেশ্বরঃ॥

শ্রীসাম্বসদাশিবায নমঃ কর্পূরদীপং নীরাজযামি।

👉 **ঘন্টানাদ মন্ত্র** – **অস্ত্রমন্ত্র** দ্বারা ঘন্টাধ্বনি দিতে পারেন অথবা নিম্নোক্ত মন্ত্রে -

আগমার্থং তু দেবানাং গমনার্থ তু রক্ষসাম্।

কুর্বে ঘন্টারবং নিত্যং সর্বোপদ্রবনাশনম্॥

শ্রীসাম্বসদাশিবায নমঃ ঘন্টানাদং শ্রাবযামি।

👉 **পুষ্পাঞ্জলি প্রদান মন্ত্র** – আগমোক্ত পুষ্পাঞ্জলি মন্ত্র হল – **হৃদয় মন্ত্র** - **ওঁ ওঁ** হ্রাং হৃদযায নমঃ (শৈব আগমোক্ত)

অথবা আপনারা নিম্নোক্ত মন্ত্রে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করতে পারেন -

যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবাস্তানি ধর্মাণি প্রথমান্যাসন্।

তেহনাকং মহিমানঃ সচন্তঃ যত্র পূর্বে সাধ্যাঃ সন্তি দেবাঃ ॥

শ্রী সাম্বসদাশিবায নমঃ পুষ্পাঞ্জলি সমর্পযামি।

অথবা আপনরা নিম্নোক্ত শিবপুরাণোক্ত মন্ত্রেও পুষ্পাঞ্জলি দিতে পারেন-

শংকরায পরেশায শিবসন্তোষহেতবে।

অজ্ঞানাদ্যদি বা জ্ঞানাদ্যদ্যৎপূজাদিকং মযা॥

কৃতং তদস্তু সফলং কৃপযা তব শংকর।

তাবকস্ত্বদ্-গতপ্রাণস্ত্বচ্চিত্তোঽহং সদা মৃড ॥

ইতি বিজ্ঞায গৌরীশ ভূতনাথ প্রসীদ মে।

ভূমৌ স্খলিতপাদানাং ভূমিরেবাবলংবনম্ ॥

ত্বযি জাতাপরাধানাং ত্বমেব শরণং প্রভো। (শিবপুরাণোক্ত)

শিবলিঙ্গে ভস্ম প্রদান - ভস্মকে ‘অগ্নিরিতি ভস্ম বায়ুরীতি ভস্ম…’ উপনিষদোক্ত এই মন্ত্র দ্বারা প্রথমে অভিমন্ত্রিত করে নিতে হবে। এরপর **পদ্মমুদ্রা** প্রদর্শন করে হাতে সামান্য ভস্মপাত্র থেকে সামান্য বিভূতি নিয়ে শিবলিঙ্গের চারপাশে নিজের হাতকে তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়ে শিবলিঙ্গে ভস্ম প্রদান করতে হবে। (পদ্মমুদ্রার ছবি শেষ অধ্যায় ‘মুদ্রা প্রকরণ’এ পেয়ে যাবেন।)

👉 আগমোক্ত **ভস্ম** প্রদান মন্ত্র **- নেত্র মন্ত্র।**

অথবা নিম্নোক্ত মন্ত্রেও আপনারা শিবলিঙ্গে ভস্ম অর্পণ করতে পারেন-

অনাদি শাশ্বতং শান্তং চৈতন্যং চিৎস্বরূপকম্।

চিদঙ্গং বৃষভাকারং চিদ্ভস্মলিঙ্গধারণম্।

শ্রীসাম্বসদাশিবায নমঃ বিভূতিং সমর্পযামি।

পারলে ভগবান শিবকে **পুনঃ ভস্ম প্র**দান করুন নিম্নোক্ত মন্ত্র দ্বারা। কেননা শাশ্বত ভস্মই পরমেশ্বর শিবের সবচেয়ে প্রিয় -

ওঁ প্রসদ্য ভস্মনা যোনিমপঞ্চ পৃথিবীমগ্নে।

সং সৃজ্য মাতৃভিষ্টং জ্যোতিষ্মান্ পুনরাহসদঃ ॥

সর্বপাপহরং ভস্ম দিব্যজ্যোতিসমপ্রভম্।

সর্বক্ষেমকরং পুণ্যং গৃহাণ পরমেশ্বরঃ ॥

ভগবতে শ্রীসাম্বসদাশিবায নমঃ ভস্ম সমর্পযামি।

এরপর আদ্যাশক্তি মা পার্বতীর উদ্দেশ্যে ভস্ম সমর্পণ করার জন্য শিবলিঙ্গের বামভাগে ভস্ম দিয়ে **বিন্দু** অঙ্কন করে দিতে হবে - **হৃদয় মন্ত্রের** দ্বারা। সামান্য ভস্ম চণ্ডেশ্বরের উদ্দেশ্যেও শিবলিঙ্গে সমর্পিত করতে হবে – **চণ্ডেশ্বরায নমঃ ভস্মং সমর্পযামি** মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক।

9.12. সাধারনত শিবকে ধূপ, দীপ দেখানোর পরে এবং নৈবেদ্য প্রদানের আগে শিবের চারপাশের **পঞ্চাবরণের** পূজা করতে হয় এমনটাই উপমন্যুজীর নির্দেশ। প্রত্যেক আবরণী দেবতাকে আলাদা আলাদা ভাবে **গন্ধপুষ্প, ধূপ, দীপ দ্বারা** পূজা করতে হবে সাথে প্রত্যেকের নামের

শেষে **নমঃ পুষ্পং সমর্পয়ামি** বলতে হবে। (যেমন চন্ডেশ্বরের ক্ষেত্রে - **চন্ডেশ্বরায নমঃ পুষ্পং সমর্পযামি**)

প্রথম আবরণ (গর্ভাবরণ)- এখানে পূজো করতে হবে ব্রহ্মাঙ্গ, ষড়াঙ্গ, সদ্যোজাত, বামদেব, অঘোর, তৎপুরুষ, ঈশান, হৃদয়, শির, শিখা, কবচ, নেত্র ও অস্ত্র। এদেরকে নিম্নোক্ত উপায়ে চিন্তন করতে হবে এবং গন্ধপুষ্প, ধূপ, দীপ দ্বারা পূজন করতে হবে।

ওই অষ্টদল পদ্মের পূর্বদলে - তৎপুরুষকে চিন্তন করতে হবে।

দক্ষিণ দলে - অঘোরকে ধ্যান করতে হবে।

উত্তরদলে- বামদেবকে চিন্তন করতে হবে।

পশ্চিমদলে-সদ্যোজাতকে ধ্যান করতে হবে।

কর্ণিকাতে - ঈশানকে ধ্যান করতে হবে।

অগ্নিকোণস্থ (দক্ষিণ পূর্ব) দলে - হৃদয়কে বিন্যাস করতে হবে।

ঈশাণ কোণস্থ (উত্তর পূর্ব) দলে- শিরকে বিন্যাস করতে হবে।

নৈর্ঋতকোণস্থ (দক্ষিণ পশ্চিম) দলে - শিখাকে বিন্যাস করতে হবে।

👉 বায়ুকোণস্থ (উত্তর-পশ্চিম) দলে - কবচকে বিন্যাস করতে হবে।

👉 চতুর্দিকে নেত্রকে বিন্যাস করতে হবে।

👉 মধ্যভাগে অস্ত্রকে বিন্যাস করতে হবে।

দ্বিতীয় আবরণ (বিদ্যেশ্বরাবরণ) এখানে অনন্ত, সূক্ষ্ম, শিব, একনেত্র, একরুদ্র, ত্রিমূর্তি, শ্রীকণ্ঠ, শিখন্ডীন - এই ৮ বিদ্যেশ্বরের পূজা করতে হবে।

👉 অনন্তেশ্বরকে চিন্তা করতে হবে – পূর্বদিকে।

👉 সূক্ষ্মকে চিন্তা করতে হবে - দক্ষিণ দিকে।

👉 শিবোত্তমকে চিন্তা করতে হবে – পশ্চিমদিকে।

👉 একনেত্রকে চিন্তন করতে হবে – উত্তরদিকে।

👉 একরুদ্রকে চিন্তা করতে হবে – ঈশান কোণে। (উত্তর পূর্ব)

👉 ত্রিমূর্তিকে চিন্তা করতে হবে- অগ্নিকোণে। (দক্ষিণ পূর্ব)

👉 শ্রীকণ্ঠকে চিন্তা করতে হবে -নৈর্ঋত কোণে। (দক্ষিণ পশ্চিম)

👉 শিখন্ডীকে চিন্তা করতে হবে -বায়ু কোণে। (উত্তর-পশ্চিম)

তৃতীয় আবরণ (গণেশ্বরাবরণ) - গৌরী, নন্দী, ভৃঙ্গী, বৃষভ, মহাকাল, বিনায়ক, স্কন্দ, চণ্ডেশ্বর - এসব গণেশ্বরদের পূজা করা দরকার।

- গৌরী/অম্বিকাকে চিন্তা করতে হবে – উত্তরদিকে।
- চন্ডেশ্বরকে চিন্তা করতে হবে - ঈশান কোণে। (উত্তর-পশ্চিম)
- নন্দীকে চিন্তন করতে হবে – পূর্বদিকে।
- মহাকালকে চিন্তা করতে হবে – অগ্নিকোণে। (দক্ষিণ পূর্ব)
- গণেশকে চিন্তাকরতে হবে – দক্ষিণে।
- বৃষভকে চিন্তণ করতে হবে -নৈর্ঋত কোণে। (দক্ষিণ পশ্চিম)
- ভৃঙ্গীকে চিন্তন করতে হবে – পশ্চিমদিকে।
- স্কন্দকে চিন্তা করতে হবে – বায়ুকোণে। (উত্তর-পশ্চিম)

চতুর্থ আবরণ (দিকপাল)- ইন্দ্র, অগ্নি, যম, বরুণ, নির্ঋতি বায়ু, কুবের ও ঈশান নামক অষ্টদিকপালের পূজা করতে হবে।

- ইন্দ্রকে চিন্তা করতে হবে – পূর্বদিকে।

👉 অগ্নিকে - অগ্নিকোণে চিন্তা করতে হবে। (দক্ষিণ পূর্ব)

👉 যমকে - দক্ষিণে চিন্তা করতে হবে।

👉 বরুণকে - পশ্চিমদিকে চিন্তা করতে হবে।

👉 নির্ঋতিকে - নৈর্ঋতকোণে চিন্তন করতে হবে। (দক্ষিণ পশ্চিম)

👉 বায়ুকে - বায়ুকোণে চিন্তন করতে হবে। (উত্তর-পশ্চিম)

👉 কুবেরকে চিন্তন করতে হবে - উত্তর দিকে।

👉 ঈশানকে চিন্তা করতে হবে ঈশান কোণে। (উত্তর পূর্ব)

👉 বিষ্ণুকে চিন্তা করতে হবে - অধঃ দিকে।

👉 ব্রহ্মাকে চিন্তা করতে হবে – উর্ধ্বদিকে।

পঞ্চম আরবণ (অস্ত্রাবরণ) - বজ্র, শক্তি, দণ্ড, খড়গ, পাশ, ধ্বজা, গদা, ত্রিশূল, চক্র, পদ্ম - এদেরকে পূজা করতে হবে।

👉 বজ্রকে চিন্তা করতে হবে – পূর্বদিকে।

👉 শক্তিকে চিন্তা করতে হবে- অগ্নি কোণে। (দক্ষিণ পূর্ব)

👉 দন্ডকে চিন্তা করতে হবে – দক্ষিণে।

👉 খড়গকে চিন্তা করতে হবে -নৈর্ঋত কোণে। (দক্ষিণ পশ্চিম)

👉 পাশকে চিন্তা করতে হবে – পশ্চিমদিকে।

👉 বায়ুকোণে চিন্তা করতে হবে - ধ্বজা কে।

👉 গদাকে চিন্তা করতে হবে – উত্তরদিকে।

👉 ত্রিশূলকে চিন্তা করতে হবে - ঈশান কোণে। (উত্তর পূর্ব)

👉 অধঃকোণে চিন্তা করতে হবে – চক্রের।

👉 উর্ধ্বকোণে চিন্তা করতে হবে- পদ্মকে।

5.13. এরপর **নৈবেদ্য** প্রদানের পালা। ষোড়শোপচার বা নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী উপাচারে শিবের পূজা করতে হবে। ফলমূল, দধি , মধু, ঘৃত, শর্করা, সোপদংশক সহ পায়েস/পরমান্ন নৈবেদ্য প্রদান করারও বিধান আছে শাস্ত্রে। শৈবাগমে শিবকে অন্নভোগের**(শুদ্ধান্ন),** পাশাপাশি **গুলান্ন** (গুড়ের পায়েস) , **কৃসরান্ন** (তিল-ভাত), **মুদগদান্ন** (মুগ ডাল-ভাত),

হরিদ্রান্ন (হলুদ, গোলমরিচ, জিরা, সর্ষে ভাত) অন্নভোগ দেওয়ারও বিধান আছে। এসবকে একসাথে **হবিষ্যান্ন** বলে।

👉ঈশানের উদ্দ্যেশ্য **মুদগান্ন**

👉তৎপুরুষের উদ্দেশ্যে **শুদ্ধান্ন**

👉অঘোরের উদ্দেশ্যে **পায়েসান্ন**

👉বামদেবের উদ্দেশ্যে **গুলান্ন**

👉সদ্যোজাতের উদ্দ্যেশ্যে **কৃসরান্ন** দেবার বিধান রয়েছে আগমে।

হবিষ্যি বা **অন্নভোগের তিনটি** অংশ করে **একাংশ শিবকে** নৈবেদ্য হিসেবে দিতে হয়, অপর অংশকে শিবগণ, দ্বারপাল, রুদ্রগণ, গ্রহ, যক্ষ, রাক্ষস, অসুর, দিকপাল এদের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দিকে **বলি** দিতে হয় এবং অপর অংশটিকে **হোমে আহুতি** দিতে হয়। (বলি বিধি নিত্য শিবার্চনে না পালন করলেও হবে, ওটা আনুষ্ঠানিক শিবার্চনের জন্য মূলত) শিবলিঙ্গে অর্পিত গোটা ফলমূল গুলিকে চন্ডেশ্বরের উদ্দেশ্যে সমর্পিত করতে হয়।

হবিষ্যান্নের পাশাপাশি ব্যঞ্জন অর্থাৎ তরকারি, ফলমূল এসবও নৈবেদ্য দিতে হবে। শৈব আগমে এমনটাই নির্দেশ আছে। মুগডাল, মাষকলাই এর ডাল,

রাজমার তরকারি, সীমের তরকারি, বেগুনের তরকারি, কুমড়ো, লাউ, কাঁঠাল, গাছের মূল জাতীয় সবজি যেমন গাজর, শালগম, ওল ইত্যাদি এসবের তরকারি ইত্যাদি রন্ধন করে নৈবেদ্য প্রদানের বিধান আছে শৈব আগমে। রন্ধন করা যেকোনো নৈবেদ্যকে প্রদানের পূর্বে তার উপর **পঞ্চব্রহ্ম** মন্ত্র পাঠ দ্বারা **তপ্ত অভিঘার** (উষ্ণ ঘৃতের ছিঁটে দেওয়া) এবং **ষড়াঙ্গমন্ত্র** পাঠের দ্বারা **শীতা অভিঘার** (সাধারণ ঘৃতের ছিঁটে) ক্রিয়া করার নির্দেশ দিচ্ছে শৈব আগম।

পাশাপাশি তরমুজ, কলা, আম, ফলে রস, গুঁড়, মিছরি ইত্যাদি গোটা ফল, ফলাদি দেওয়ারও বিধান আছে।

পরমেশ্বর শিবকে উপরিউক্ত নৈবেদ্যগুলি প্রদানের পূর্বে সেগুলিকে প্রোক্ষণ করে নিতে হবে **হৃদয় মন্ত্রের** দ্বারা। এরপর সেগুলিকে শোধন করে নিতে হবে **অস্ত্র মন্ত্র** পাঠ পূর্বকে। এরপর তাতে কয়েকফোঁটা দুগ্ধ ও পুষ্প ছিটিয়ে ধেনুমুদ্রা/সুরভীমুদ্রা দেখিয়ে **অমৃতীকরণ** করে নিতে হবে। এরপর ডান হাতে সেই নৈবেদ্য শিবকে নিবেদন করতে হবে **হৃদয় মন্ত্রের** দ্বারা।

তাছাড়া শিবকে **নব নৈবেদ্য বিধি** অর্থাৎ **নব্য অঙ্কুরিত দানা শস্য** প্রদান করা যেতে পারে। আগমে এ নিয়ে বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। সম্ভব হলে আপনারা শুধুমাত্র **হৃদয়মন্ত্র** পাঠ পূর্বক তা শিব সমীপে প্রদান করতে পারবেন।

এরপর পরমেশ্বরকে পানীয় জলপ্রদান করতে হবে। আগমোক্ত নৈবেদ্য ও পানীয় জল প্রদান মন্ত্র - **হৃদয় মন্ত্র**।

শিবকে শিশিরের জল(**রজনীতোয়**) নিবেদনেরও বিধান আছে আগমে **হৃদয়** মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক।

5.14. তারপরে আগমোক্ত বিধানে **হোম** করতে হবে। শৈবাগমোক্ত আচারে বৃহৎ শিবহোম বিধি এই পুস্তকের **21 নং অধ্যায়েই** দেওয়া রয়েছে। সময়ের অভাবে কমপক্ষে শিবের **অঘোরমন্ত্র** পাঠ পূর্বক **শৈবাগ্নি** জ্বালিয়ে তাতে সর্বনিম্ন বিধি মেনে হোম করলেও চলবে।

5.15. এরপর তাম্বূল (পান), ছত্র, গহনা, পুষ্পমালা, হাতপাখা দর্পণ ও শেষে দক্ষিণা প্রদান করতে হবে। সাথে রুদ্রবীণা, পাখোয়াজ (মৃদঙ্গ), বাদ্য, সাংস্কৃতিক নৃত্য, আগম পাঠ, স্তোত্র পাঠ , এসব থাকলে শিব প্রসন্ন হন বলছে আগম। [শিব সমীপে কর্তাল বাজানো নিষিদ্ধ বঙ্গীয় আচারে।]

👉 মুখবাস হিসেবে চারটি পানপাতা(তাম্বুল) এবং একটি সুপারি দেবেন, সাথে দেবেন কর্পূর, লবঙ্গ। **তাম্বুল** প্রদান মন্ত্র - **হৃদয় মন্ত্র।** সুপারির সংখ্যার চতুর্গুণ সংখ্যার তাম্বুল পত্র দেওয়ার বিধান আছে।

👉 চামর , ছত্র , দর্পণ প্রদান মন্ত্র - **শির মন্ত্র**

👉 নৃত্য, গীত, বাদ্য, স্তোত্র এসব প্রদর্শনের পূর্বে - **হৃদয় মন্ত্র** জপ করা দরকার।

👉 **দক্ষিণা প্রদান মন্ত্র** –

হিরণ্যগর্ভগর্ভস্থং হেমবীজং বিভাবসোঃ ।

অনন্তপূণ্যফলপ্রদং প্রযচ্ছামি মহেশ্বরঃ ॥

শ্রীসাম্বসদাশিবায নমঃ সুবর্ণদক্ষিণাং সমর্পযামি, অর্ঘ্যং স্বাহা।

একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে যে সমগ্র পূজায় কমপক্ষে শিবকে যেন **অষ্টপুষ্প-ত্রিগন্ধ-সপ্তবারি** দেওয়া সম্পন্ন হয়। এটা শৈবাগমোক্ত নির্দেশ।

👉 **অষ্টবার পুষ্প প্রদান** -আবাহন, অর্ঘ্যউদক পাদ্যউদক, অভিষেক, ধূপ প্রদান, গন্ধবিলেপন, নৈবেদ্য প্রদান এবং বিসর্জন - এই **আটটি** পর্যায়ে শিবলিঙ্গে যথাক্রমে আটবার ফুল নিবেদন করতে হয়।

👉 **তিনবার গন্ধ প্রদান** - অর্ঘ্যউদক প্রদান, গন্ধ বিলেপন ও অভিষেক - এই **তিনটি** পর্যায়ে যথাক্রমে শিবকে চন্দন সহ গন্ধাদি দ্রব্য প্রদান করতে হয়।

👉**সাতবার জল প্রদান-** পুষ্পদান, অর্ঘ্যউদক, পাদ্যউদকদান, স্নান, আচমনীয় প্রদান, প্রক্ষালন ও প্রোক্ষণ - এই **সাতটি** পর্যায়ে যথাক্রমে সাতবার মোট শুদ্ধউদক প্রদান করতে হয় শিবকে।

6. শেষে শিবের চারপাশে কমপক্ষে তিনবার প্রদক্ষিণ করে শেষে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে শিবের নিকট প্রার্থনা করতে হবে।

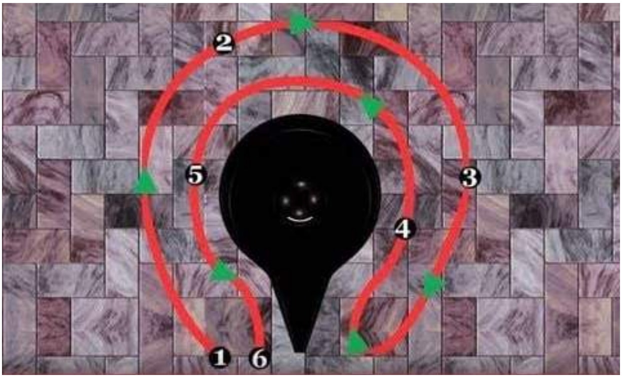
আপনারা শিবের চারপাশে **প্রদক্ষিণের** সময় নিম্নোক্ত মন্ত্রটি পাঠ করবেন-

প্রকৃষ্টপাপানাশায প্রকৃষ্টফলসিদ্ধযে |

প্রদক্ষিণং করোমীশ প্রসীদ পরমেশ্বরঃ ||

শ্রীসাম্বসদাশিবায নমঃ প্রদক্ষিণং করোমি |





এরপর **প্রার্থনার** জন্য নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করতে হবে –

অজ্ঞানাদ্যদি বা জ্ঞানাজ্জপ পূজাদিকং মযা।

কৃতং তদস্তু সফলং কৃপযা তব শংকর॥ (শিবপুরাণোক্ত)

তারপর বলবেন –

শ্রীশিবায নমস্তভ্যম্।

ওঁ নমঃ শিবায শুভং শুভং কুরু কুরু শিবায নম ওঁ। (শিবপুরাণোক্ত)

এরপর শিবের নিকট নমস্কার মুদ্রায় **অপরাধ ক্ষমার** প্রার্থনা চাইতে হবে নিম্নোক্ত মন্ত্রে –

অপরাধসহস্রাণি ক্রিযন্তেঽহর্নিশং মযা।

তানি সর্বাণি মে দেব ক্ষমস্য পরমেশ্বর॥ (শিবপুরাণোক্ত)

7. বিসর্জন/ পূজার সমাপণ –

I. অপরাধ ক্ষমা প্রার্থনা করার পর শিব **নমস্কার মন্ত্র** পাঠ করবেন –

ওঁ নমঃ শিবায শান্তায নমঃ সোমায শম্ভবে।

নমঃ শিবায কল্যাণীপতযে তে নমো নমঃ ||

শ্রীসাম্বসদাশিবায নমঃ নমস্কারং করোমি।

II.এরপর সবার শেষে নিজের হাতে জল নিয়ে নিম্নলিখিত মন্ত্রটি পাঠ করুন-

স্বস্থানং গচ্ছ দেবেশ পরিবারযুতঃ প্রভো।

পূজাকালে পুর্ননাথ ত্বযাগন্তব্যমাদরাৎ || (শিবপুরাণোক্ত)

এরপর সেই জল নিজ বক্ষ ও নিজ মস্তকে ছিটিঁয়ে পূজার **সমাপ্তি/ সমাপণ** করতে হবে।

8. নমস্কার ও শিবভক্তি প্রার্থনা - বিসর্জন বা সমাপণের পর নমস্কার মুদ্রায় **অঘোর** মন্ত্রের উচ্চারণ করে শিবকে নমস্কার করবেন। এমনটা শিবপুরাণোক্ত নির্দেশ।

এরপর নিম্নোক্ত মন্ত্রে শিবভক্তি প্রার্থনা করবেন-

শিবে ভক্তিঃ শিবে ভক্তিঃ শিবের ভক্তির্ভবে ভবে |

অন্যথা শরণং নাস্তি ত্বমেব শরণং মম || (শিবপুরাণোক্ত)

এরপর আপনারা পরমেশ্বর শিবকে সন্তুষ্ট করতে বিভিন্ন স্তোত্র পাঠ করতে পারেন। স্তোত্রগুলি আপনারা এই পুস্তকের **24** নং অধ্যায়ে পেয়ে যাবেন।

9.**শিব নৈবেদ্য ভক্ষণ -** গৃহে সাধারণ শিবলিঙ্গে শিবের প্রতি সমর্পিত নৈবেদ্যগুলির মধ্যে যেসকল নৈবেদ্য শিবলিঙ্গের সাথে স্পর্শ করে নেই, আলাদা পাত্রে দেওয়া আছে, সেই সকল নৈবেদ্যগুলিকে সকলেই ভক্ষণ করতে পারবেন। আর যেসকল নৈবেদ্য, ফলফলাদি, চরণামৃত শিবলিঙ্গের উপর রয়েছে তাদের উপর শিবের বিসর্জন/সমাপণের পর চণ্ডেশ্বরের অধিকার হয়ে যায়। এই সকল নৈবেদ্যগুলিকে একমাত্র শিবমন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তিরাই গ্রহণ করতে পারেন। শিব মন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তিরা সমস্ত প্রকার শিবলিঙ্গে অর্পিত সকল প্রকার নৈবেদ্যই গ্রহণ করতে পারেন। এমনটাই শিবমহাপুরাণোক্ত নির্দেশ।**[শিঃপুঃ/বিদ্যেঃসঃ/২২/১১]** তবে, অদীক্ষিত

এবং অন্যান্য দেবদেবীর মন্ত্রে দীক্ষিতরা এই নৈবেদ্য গ্রহণ করতে পারবেন না। যদি শিবলিঙ্গটি স্বয়ম্ভুলিঙ্গ বা বাণলিঙ্গ বা সিদ্ধলিঙ্গ বা লৌহলিঙ্গের হয়

তাহলে সমস্যা নেই, কেননা তাতে চণ্ডেশ্বরের অধিকার থাকে না। এখন গৃহে পূজিত সাধারণ শিবলিঙ্গের ক্ষেত্রে কোনো সাধারণ ব্যক্তি বা অন্যমতে দীক্ষিত ব্যক্তি যদি একান্তই নৈবেদ্য বা চরণামৃত গ্রহণ করতে চান তাহলে তাকে শিবের বিসর্জন/সমাপণ এর পূর্বে তা সংগ্রহ করতে হবে। কেননা শিবের সমাপণের পরেই তাতে চণ্ডেশ্বরের অধিকার জন্মায়। আবার যদি কোনো ব্যক্তি শিবপূজা সমাপণের পর শিবলিঙ্গে অর্পিত ফল, প্রসাদ, নৈবেদ্য, চরণামৃত গ্রহণ করতে চান তবে সেই নৈবেদ্যকে সবার প্রথমে পরমশৈব নারায়ণের উদ্দ্যেশ্যে সমর্পিত করতে হয় (মনে মনে কল্পনা করে) অথবা নারায়ণশিলা থাকলে সেখানে স্পর্শ করাতে হয়। শিবলিঙ্গে সমর্পিত শিব কর্তৃক উচ্ছিষ্ট প্রসাদকে প্রথমে পরমশৈব নারায়ণকে গ্রহণ করাতে হয়, তারপরেই সেই মহাপ্রসাদ থেকে চণ্ডেশ্বরের অধিকার সরে যায় এবং সকল ভক্তগণ সেই প্রসাদকে গ্রহণ করতে পারে। আপনারা **নমঃ শিবায** মন্ত্রে সেই প্রসাদ গ্রহণ করবেন। এমনটাই শিবমহাপুরাণোক্ত নির্দেশ। এর একামাত্র কারণ হল জগতপালক শ্রীবিষ্ণুদেবের চেয়ে শ্রেষ্ঠ শৈব অপর কেউ নেই, স্কন্দপুরাণে বলাই রয়েছে **-"নাস্তি শৈবাগ্রণীর্বিষ্ণো"** স্কন্দপুরাণ/মাহেশ্বরখণ্ড/ অরুণাচলমাহাত্ম্যম্/ উত্তরার্ধ/ অধ্যায় নং ৪/ শ্লোক নং ৫৬

[অনেক আবার আজকাল ছড়িয়ে বেড়ান যে শিবলিঙ্গ অপবিত্র তাই তাতে অর্পিত নৈবেদ্য গ্রহণ করা যায় না তাই পবিত্র নারায়ণ শিলা দ্বারা সেই

প্রসাদকে আগে পবিত্র করে নিতে হয়। তাদের এই দাবী মূর্খতাপূর্ণ ও হাস্যকর। কেননা স্বয়ম্ভুলিঙ্গ, বাণলিঙ্গ এইসবের ক্ষেত্রে তাদের এই অপযুক্তি খাটে না। শিবলিঙ্গ যদি সত্যিই অপবিত্র হতো তাহলে বাণেশ্বর সহ অন্যান্য স্বয়ম্ভুলিঙ্গ গুলির ক্ষেত্রেও একই বিধান থাকত কিন্তু এসব ক্ষেত্রে সে নিয়ম খাটে না কেননা কোনো স্বয়ম্ভুলিঙ্গেই চণ্ডেশ্বরের (শিবগণবিশেষ) অধিকার থাকে না।]

[**বিঃদ্রঃ**–প্রসঙ্গত বলে রাখা যাক যে, পরমেশ্বর শিবের লিঙ্গস্বরূপের পূজার ক্ষেত্রে কোনোরকমের ঘটস্থাপন, প্রাণপ্রতিষ্ঠা এসব করার প্রয়োজন পড়ে না। কেননা শিবলিঙ্গ সাক্ষাৎ নিরাকার পরমেশ্বর পরমশিবের প্রতীক। তবে শিবমূর্তির পূজনের ক্ষেত্রে ঘট স্থাপন করার প্রয়োজন পড়ে। শৈবআগমোক্ত ঘটস্থাপন বিধি অত্যধিক জটিল ও সময়সাপেক্ষ হওয়ার দরুন সংক্ষেপেই তা নীচে উল্লেখ করা হল। শৈব আগমে ৫ টি ঘট, ৯ টি ঘট, 25 টি ঘট, ৪৯ টি ঘট, ১০৮ ঘট এবং ১০০০ টি পর্যন্ত ঘট স্থাপনের বিধি রয়েছে। নীম্নে ৯ টি ঘট স্থাপন বিধির উল্লেখ করা হল।

1.আপনারা অষ্টদল পদ্মের আটটি দলে আটটি করে ঘট বসাবেন এবং পদ্মের কেন্দ্রভাগে দুটি ঘট একসাথে পাশাপাশি বসাবেন। (একটি শিব কলস

এবং অপরটি শক্তি কলস বা বর্ধনী কলস। এই দুটিকে একসাথে একটি মাত্র কলস হিসেবে কল্পনা করা হয়, কেননা শিব-শক্তি অভেদ।)

2.সবার প্রথমে শিব কলসে কর্পূর, ফুল, চন্দন, উশীর এবং শুদ্ধ জলে মূল মন্ত্র **নমঃ শিবায়** উচ্চারণ পূর্বক ঢালতে হবে। তারপর ৩৬টি দূর্বাঘাস/কুশঘাসকে ঈশান মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক সেই শিব কলসে রাখতে হবে। অপেক্ষাকৃত বৃহদাকারের এই শিবকলস থেকে এরপর সেই সুগন্ধি মন্ত্রপূঁত জল বাকি সবকটি কলসে ঢালতে হবে।

3. সবকটি ঘট স্থাপন হয়ে গেলে এরপর চারপাশের আটটি ঘটে আটজন বিদ্যেশ্বরের বিন্যাস করতে হয় (এদের নাম পূর্বেই দেওয়া আছে)। মধ্যভাগে অবস্থিত শিবকলসে সদাশিবকে এবং বর্ধনী কলসে আদ্যাশক্তি মনোন্মনী দেবী শিবাকে বিন্যাস/চিন্তন করতে হয়। শিবকলসে শিবের পঞ্চব্রহ্ম মন্ত্র ও ষড়াঙ্গমন্ত্র জপ পূর্বক শিবের সাকার রূপকে কল্পনা করতে হবে।

4. এরপর প্রত্যেক কলসে স্থিত প্রত্যেক জনের নামের পূর্বে **প্রণব** এবং অন্তে **নমঃ** যোগ করে গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করতে হবে। তারপর শিব ও শক্তি(বর্ধনী) কলসে শিব-শিবার উদ্দেশ্য পাদ্য, আচমন, পুষ্প এসব **হৃদয় মন্ত্রের** দ্বারা নিবেদন করতে হবে।

5. এরপর শিবকলসের উদ্দেশ্য **লিঙ্গমুদ্রা** এবং শক্তি(বর্ধনী)কলসের উদ্দেশ্য **যোনিমুদ্রা** প্রদর্শন করতে লাগবে। তারপর সকল কলসের উদ্দেশ্যে কবচ মন্ত্র এবং অবগুণ্ঠন মুদ্রার দ্বারা **অবগুণ্ঠন** করতে হবে।]





------------|| ইতি শৈবাগমোক্ত বৃহৎ শিবার্চন বিধি সমাপ্তম্----------

➢ অধ্যায় নং- 24

শিব স্তোত্রাবলী:-

1. শ্রীরুদ্রম্ (লঘুন্যাস, নমকম ও চমকম্ পাঠ সহ) :-

পবিত্র শুক্লযজুর্বেদের মাধ্যন্দিন শাখার বাজসনেয়ি সংহিতা এর ১৬নং অধ্যায়ে আমরা শতরুদ্রীয় সূক্ত(নমকম) পেয়ে থাকি। ইহাকে শুক্লযজুর্বেদীয় রুদ্রসূক্তও বলা হয়ে থাকে। ভাষ্যকার আচার্য শ্রীমহীধর এই সূক্তটিকে **শতরুদ্রিয়** নামে আখ্যায়িত করে গেছেন তাঁর ভাষ্যে। এই সূক্তটির প্রারম্ভ **নমস্তে** শব্দের দ্বারা হয়েছে এবং সমগ্র সূক্তটিতে **নমঃ** শব্দটির প্রয়োগের আধিক্য দেখা যায়। তাই এই মন্ত্রসূক্তটি **নমকম্/নমক্ প্রশ্নম্** নামেও পরিচিত। তাছাড়া কৃষ্ণ যজুর্বেদের তৈত্তিরীয় শাখার সংহিতাভাগের (তৈত্তিরীয় সংহিতা) ৪র্থ কাণ্ডের ৫ম প্রপাঠকের ১১টি অনুবাকের মধ্যে আমরা মোটামুটি ভাবে একই রকমের শ্লোক পেয়ে থাকি, ভাষ্যকার সায়ণাচার্য এই অংশকেও তাই **শতরুদ্রিয়** নামে আখ্যায়িত করে গেছেন তাঁর ভাষ্যে। ইহাও **নমকম্** নামে পরিচিত।

আবার কৃষ্ণ যজুর্বেদের তৈত্তিরীয় শাখার সংহিতাভাগের (তৈত্তিরীয় সংহিতা) ৪র্থ কাণ্ডের ৭ম প্রপাঠকের ১১টি অনুবাকে 'চ' শব্দের প্রয়োগ বেশি থাকায় এই সূক্তকে **চমকম্/চমক্ প্রশ্নম্** বলা হয়। এই নমকম্ এবং চমকম্ সূক্তদুটিকে একসাথে বলে **শ্রীরুদ্রম্** বা **শ্রীরুদ্রপ্রশ্নম্** বা **রুদ্রিপাঠ**।

https//issgt100.blogspot.com

শ্রীরুদ্রিপাঠের পূর্বে **রুদ্রলঘুন্যাস** করা আবশ্যিক। এমনটাই শৈব গুরুপরম্পরাগত বিধান। ইহা দক্ষিণভারতে বহুল প্রচলিত।

শ্রীরুদ্রম্-লঘুন্যাসম্:-

ওঁ অথাত্মানঙ্গ শিবাত্মানগ্ং শ্রী রুদ্ররূপং ধ্যাযেৎ ||

শুদ্ধস্ফটিক সঙ্কাশং ত্রিনেত্রং পঞ্চবক্ত্রকম্ |

গঙ্গাধরং দশভূজং সর্বাভরণ ভূষিতম্ ||

নীলগ্রীবং শশাঙ্কাঙ্কং নাগ যজ্ঞোপবীতিনম্ |

ব্যাঘ্রচর্মোত্তরীযং চ বরেণ্যমভযপ্রদম্ ||

কমণ্ডল্-বক্ষ সূত্রাণাং ধারিণং শূলপাণিনম্ |

জ্বলন্তং পিঙ্গলজটা শিখা মুদ্দ্যোত ধারিণম্ ||

বৃষ স্কন্ধ সমারূঢ়ং উমা দেহার্থ ধারিণম্ |

অমৃতেনাপ্লুতং শান্তং দিব্যভোগ সমন্বিতম্ ||

দিগ্দেবতা সমাযুক্তং সুরাসুর নমস্কৃত্যম্ |

নিত্যং চ শাশ্বতং শুদ্ধং ধ্রুবমক্ষরমব্যয়ম্ |

সর্ব ব্যাপিনমীশানং রুদ্রং বৈ বিশ্বরূপিনম্ |

এবং ধ্যাত্বা দ্বিজঃ সম্যক্ ততো যজনমারযেৎ ||

অথাতো রুদ্র স্নানার্চনাভিষেক বিধিং ব্যাখ্যাস্যামঃ |

আদিত এব তীর্থে স্নাত্বা উদেত্য শুচিঃ প্রযতো ব্রহ্মচারী শুক্লবাসা দেবাভিমুখঃ স্থিত্বা আত্মনি দেবতাঃ স্থাপযেৎ ||

প্রজননে ব্রহ্মা তিষ্ঠতু | পাদযোর্বিষ্ণুস্তিষ্ঠতু | হস্তযোর্হরস্তিষ্ঠতু | বাহ্বোরিন্দ্রস্তিষ্ঠতু | জঠরে অগ্নিস্তিষ্ঠতু | হৃদযে শিবস্তিষ্ঠতু | কণ্ঠে বসবস্তিষ্ঠতু | বক্ত্রে সরস্বতী তিষ্ঠতু | নাসিকযোর্বাযুস্তিষ্ঠতু | নযনযোশ্চন্দ্রাদিত্যাস্তিষ্ঠতু |কর্ণযোরশ্বিনৌ তিষ্টতাম্ | ললাটে রুদ্রাস্তিষ্ঠন্তু | মূর্ধ্ন্যাদিত্যাস্তিষ্ঠতু | শিরসি মহাদেবস্তিষ্ঠতু | শিখাযাং বামদেবাস্তিষ্ঠতু | পৃষ্ঠে পিনাকী তিষ্ঠতু | পুরতঃ শূলী তিষ্ঠতু | পার্শ্বযোঃ শিবাশঙ্করৌ তিষ্ঠেতাম্ | সর্বতো বাযুস্তিষ্ঠতু | ততো বহিঃ

সর্বতোঽগ্নির্জ্বালামালা পরিবৃতস্তিষ্ঠতু | সর্বেষ্বঙ্গেষু সর্বা দেবতা যথাস্থানং তিষ্ঠন্তু | মাগ্ং-রক্ষন্তু |

অগ্নির্মে বাচি শ্রিতঃ | বাগ্ধৃদযে | হৃদযং মযি | অহমমৃতে | অমৃতং ব্রহ্মণি | সূর্যোং মে চক্ষুষি শ্রিতঃ | চক্ষুর্হৃদযে | হৃদযং মযি | অহমমৃতে | অমৃতং ব্রহ্মণি | চন্দ্রমা মে মনসি শ্রিতঃ | মনো হৃদযে | হৃদযং মযি | অহমমৃতে | অমৃতং ব্রহ্মণি | দিশো মে শ্রোত্রে শ্রিতাঃ | শ্রোত্রগ্ং হৃদযে | হৃদযং মযি | অহমমৃতে | অমৃতং ব্রহ্মণি | আপোমে রেতসি শ্রিতাঃ | রেতো হৃদযে | হৃদযং মযি | অহমমৃতে | অমৃতং ব্রহ্মণি | পৃথিবী মে শরীরে শ্রিতাঃ | শরীরগ্ং হৃদযে | হৃদযং মযি | অহমমৃতে | অমৃতং ব্রহ্মণি | ঔষধি বনস্পতযো মে লোমসু শ্রিতাঃ | লোমানি হৃদযে | হৃদযং মযি | অহমমৃতে | অমৃতং ব্রহ্মণি | ইন্দ্রো মে বলে শ্রিতঃ | বলগ্ং হৃদযে | হৃদযং মযি | অহমমৃতে | অমৃতং ব্রহ্মণি | পর্জন্যো মে মূর্ধ্নি শ্রিতঃ| মূর্ধা হৃদযে | হৃদযং মযি | অহমমৃতে | অমৃতং ব্রহ্মণি | ঈশানো মে মন্যৌ শ্রিতঃ | মন্যুর্হৃদযে | হৃদযং মযি | অহমমৃতে | অমৃতং ব্রহ্মণি | আত্মা ম আত্মনি শ্রিতঃ | আত্মা হৃদযে | হৃদযং মযি | অহমমৃতে | অমৃতং ব্রহ্মণি | পুনর্ম আত্মা পুনরাযু রাগোৎ | পুনঃ প্রাণঃ পুনরাকূতমাগোৎ | বৈশ্বানরো রশ্মিভির্বাবৃধানঃ | অন্তস্তিষ্ঠত্বমৃতস্য গোপাঃ ||

বিনিযোগ - অস্য শ্রী রুদ্রাধ্যায প্রশ্ন মহামন্ত্রস্য অঘোর ঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ সংকর্ষণ মূর্তি স্বরূপো যোঽসাবাদিত্যঃ পরমপুরুষঃ স এষ রুদ্রো দেবতা নমঃ

শিবাযেতি বীজম্ | শিবতরাযেতি শক্তিঃ | মহাদেবাযেতি কীলকম্ | শ্রী সাম্বসদাশিব প্রসাদসিদ্ধ্যর্থে জপে বিনিযোগঃ ||

করন্যাস -

অগ্নিহোত্রাত্মনে অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ |

(তর্জনী দিয়ে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের গোড়া স্পর্শ করুন, দুইহাতের ক্ষেত্রেই করতে হবে একসাথে)

দর্শপূর্ণ মাসাত্মনে তর্জনীভ্যাং নমঃ |

(বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দিয়ে তর্জনীর গোড়া স্পর্শ করুন, দুইহাতের ক্ষেত্রেই করতে হবে একসাথে)

চাতুর্মাসাত্মনে মধ্যমাভ্যাং নমঃ |

(বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দিয়ে মধ্যমার গোড়া স্পর্শ করুন, দুইহাতের ক্ষেত্রেই করতে হবে একসাথে)

নিরূঢপশুবন্ধাত্মনে অনামিকাভ্যাং নমঃ |

(বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দিয়ে অনামিকার গোড়া স্পর্শ করুন, দুইহাতের ক্ষেত্রেই করতে হবে একসাথে)

জ্যোতিষ্টোমাত্মনে কনিষ্ঠিকাভ্যাং নমঃ |

(বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দিয়ে কনিষ্ঠার গোড়া স্পর্শ করুন, দুইহাতের ক্ষেত্রেই করতে হবে একসাথে)

সর্বক্রত্বাত্মনে করতল-করপৃষ্টাভ্যাং নমঃ |

(ডানহাতের তর্জনী আর মধ্যমা জোড়া করে বাম হাতের পেছন ভাগ ছুঁয়ে তারপর হাতের তালুতে তালি বাজাতে হবে)

ষড়াঙ্গন্যাস -

অগ্নিহোত্রাত্মনে হৃদয়ায় নমঃ |

(ডানহাতের মধ্যমা, অনামিকা ও তর্জনী আঙুল জোড়া করে বক্ষের বামভাগ স্পর্শ করুন)

দর্শপূর্ণমাসাত্মনে শিরসে স্বাহা |

(ডানহাতের তর্জনী ও মধ্যমা দ্বারা মাথার উপরিভাগকে/ব্রহ্মতালুকে স্পর্শ করুন)

চাতুর্মাস্যাত্মনে শিখায়ৈ বষট্ | (ডানহাতের বুড়ো আঙুল দ্বারা নিজের মস্তকের কেশের অগ্রভাগ বা টিঁকি ছুঁতে হবে)

নিরুঢপশুবন্ধাত্মনে কবচায় হুং |

(দুই হাতের সর্বাঙ্গুলি দিয়ে বিপরীত দুইদিকের বাহুকে স্পর্শ করতে হবে)

জ্যোতিষ্টোমাত্মনে নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ |

(ডান হস্তের তিনটি আঙুল তর্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা দিয়ে ডানচোখ, বামচোখ ও ভ্রূমধ্য/ললাট নেত্র একসাথে স্পর্শ করতে হবে)

সর্বক্রত্বাত্মনে অস্ত্রায় ফট্ |

ভূর্ভুবঃ সুবরোমিতি দিগ্বন্ধঃ |

(ডানহাতের তর্জনী ও মধ্যমা জোড়া করে বাম হস্তের তালুতে তালি বাজাতে হবে)

শ্রীরুদ্র্ম ধ্যানম্ –

আপাতালনভঃ স্থলান্তভুবন ব্রহ্মাণ্ডমাবিস্ফুরজ্জ্যোতি স্ফাটিকলিঙ্গমৌলি বিলসৎ পূর্ণেন্দুবান্তামৃতৈঃ |

অস্তোকাপ্লুত মেকমীশমনিশং রুদ্রানুবাকান্ জপন্ ধ্যায়ে দীপ্সিত সিদ্ধয়ে ধ্রুবপদং বিপ্রোঽভিষিঞ্চেচ্ছিবম্ ||

ব্রহ্মাণ্ডব্যাপ্তদেহা ভসিতহিমরুচা ভাসমানা ভুজঙ্গৈঃ কণ্ঠে কালাঃ কপর্দাঃ কলিতশশিকলাশ্চণ্ড কোদণ্ডহস্তাঃ |

ত্র্যক্ষা রুদ্রাক্ষমালাঃ প্রকটিতবিভবাঃ শাম্ভবা মূর্তিভেদাঃ রুদ্রাঃ শ্রীরুদ্রসূক্ত প্রকটিতবিভবা নঃ প্রযচ্ছন্তু সৌখ্যম্ ||

ওঁ গণানাং ত্বা গণপতিগ্ং হবামহে কবিং কবীনামুপমশ্রবস্তমম্ |

জেষ্ঠরাজং ব্রহ্মণাং ব্রহ্মণস্পদ আ নঃ শৃণ্বন্নূতিভিস্সীদ সাদনম্ ||

মহাগণপতয়ে নমঃ ||

শং চ মে ময়শ্চ মে প্রিয়ং চ মেঽনুকামশ্চ মে কামশ্চ মে সৌমনসশ্চ মে ভদ্রং চ মে শ্রেয়শ্চ মে বস্যশ্চ মে যশশ্চ মে ভগশ্চ মে দ্রবিণং চ মে যন্তা চ

মে ধর্তা চ মে ক্ষেমশ্চ মে ধৃতিশ্চ মে বিশ্বং চ মে মহশ্চ মে সংবিচ্চ মে জ্ঞাত্র চ মে সূশ্চ মে প্রসূশ্চ মে সীরং চ মে লযশ্চ মে ঋতং চ মেঽমৃতং চ মেঽযক্ষ্মং চ মেঽনামযচ্চ মে জীবাতুশ্চ মে দীর্ঘাযুত্বং চ মেঽনমিত্রং চ মেঽভযং চ মে সুগং চ মে শযনং মে চ সুষা চ মে সুদিনং চ মে ||

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ||

ওঁ নমঃ ভগবতে রুদ্রায ||

অথ নমকম্ পাঠ (শুক্লযজুর্বেদীয়) **-**

নমস্তে রুদ্র মন্যব উতোত ইষবে নমঃ|

বাহুভ্যা মুত তে নমঃ || ১ ||

যা তে রুদ্র শিবা তনূরঘোরাপাপকাশিনী |

তয়া নস্তন্বা শন্তময়া গিরিশন্তাভিচাকশীহি || ২ ||

যামিষুং গিরিশন্ত হস্তে বিভর্ষ্যস্তবে |

শিবাং গিরিত্র তাং কুরু মা হিংসীঃ পুরুষং জগৎ || ৩ ||

শিবেন বচসা ত্বা গিরিশাচ্ছা বদামসি |

যথা নঃ সর্বমিজ্জগদযক্ষ্মং সুমনা অসৎ || ৪ ||

অধ্যবোচদধিবক্তা প্রথমোদৈব্যো ভিষক্ |

অহীঁশ্চ সর্বাঞ্জম্ভযন্ত্ সর্বাশ্চ যাতুধান্যোঽধরাচীঃ পরাসুব || ৫ ||

অসৌ যস্তাম্রো অরুণ উত বভ্রুঃ সুমঙ্গলঃ |

যে চৈনং রুদ্রা অভিতো দিক্ষু শ্রিতাঃ সহস্রশোঽবৈষাং হেড ঈমহে || ৬ ||

অসৌ যোঽবসর্পতি নীলগ্রীবো বিলোহিতঃ |

উতৈনং গোপাঽ অদৃশ্রন্ন দৃশ্রন্নু দহার্যঃ স দৃষ্টো মৃডযযাতি নমঃ || ৭ ||

নমোঽস্তু নীলগ্রীবায সহস্রাক্ষায মীঢুষে |

অথো যে অস্য সত্বানোঽহং তেভ্যোঽকরং নমঃ || ৮ ||

প্রমুঞ্চ ধন্ব নস্ত্ব মুভযোর্রাত্নোর্জ্যাম্ |

যাশ্চ তে হস্ত ইষবঃ পরা তা ভগবো বপ || ৯ ||

বিজ্যন্ধনুঃ কপর্দিনোবিশল্যো বাণবাঁউত |

অনেশন্নস্য যাঽ ইষব আভুরস্য নিষঙ্গধিঃ || ১০ ||

যা তে হেতির্মীঢুষ্টম হস্তে বভূব তে ধনুঃ |

তযাঽস্মান্ বিশ্বতস্ত্বমযক্ষ্মযা পরিভুজ || ১১ ||

পরি তে ধন্বনো হেতিরস্মান্ বৃণক্তু বিশ্বতঃ |

অথো য ইষুধিস্তবারে অস্মন্ নিধেহি তম্ || ১২ ||

অবতত্য ধনুষ্ট্বং সহস্রাক্ষ শতেষুধে |

নিশীর্য শল্যানাং মুখা শিবো নঃ সুমনা ভব || ১৩ ||

নমস্ত আযুধাযানাততায় ধৃষ্ণবে |

উভাভ্যামুত তে নামো বাহুভ্যাং তব ধন্বনে || ১৪ ||

মা নো মহান্তমুত মা নো অর্ভকং মা ন উক্ষন্তমুত মা নঽ উক্ষিতম্ |

মা নো বধীঃ পিতরং মোত মাতরং মা নঃ প্রিয়াস্তন্বো রুদ্র রীরিষঃ || ১৫ ||

মা নস্তোকে তনযে মা ন আযুষি মা নো গোষু মা নো অশ্বেষু রীরিষঃ |

মা নো বীরান্ রুদ্র ভামিনো বধীর্হবিষ্মন্তঃ সদমিৎ ত্বা হবামহে || ১৬ ||

নমো হিরণ্যবাহবে সেনান্যে | দিশাং চ পতযে নমো | নমো বৃক্ষেভ্যো হরিকেশেভ্যঃ | পশূনাং পতয়ে নমো | নমঃ শষ্পিঞ্জরায ত্বিষীমতে পথীনাং পতয়ে নমো | নমো হরিকেশাযোপবীতিনে | পুষ্টানাং পতযে নমোঃ || ১৭ ||

নমোবভ্লুশায ব্যাধিনেহন্নানাং পতযে নমো | নমোভবস্য হেত্যৈ | জগতাং পতযে নমো | নমো রুদ্রাযাততাযিনে ক্ষেত্রাণাং পতযে নমো | নমঃ সূতাযাহন্ত্যৈ বনানাং পতযে নমঃ || ১৮ ||

নমো রোহিতায স্থপতযে বৃক্ষাণাং পতযে নমো | নমো ভুবন্তযে বারিবস্কৃতাযৌষধীনাং পতয়ে নমো | নমো মন্ত্রিণে বাণিজায | কক্ষাণাং পতযে নমো | নম উচ্চৈর্ঘোষাযাক্রন্দযতে পত্তীনাং পতযে নমঃ || ১৯ ||

নমঃ কৃৎস্নাযতযা ধাবতে | সত্ত্বনাং পতযে নমো | নমঃ সহমানায নিব্যাধিন আব্যাধিনীনাং পতযে নমো | নমো নিষঙ্গিণে ককুভায | স্তেনানাং পতযে নমো | নমো নিচেরবে পরিচরাযারণ্যানাং পতযে নমঃ || ২০ ||

নমো বঞ্চতে পরিবঞ্চতে স্তায়ুনাং পতযে নমো | নমো নিষঙ্গিণ ইষুধিমতে তস্করাণাং পতযে নমো | নমঃ সৃকাযিভ্যো জিঘাংসদ্ভ্যো মুষ্ণতাং পতয়ে নমো | নমো সিমদ্ভয়ো নক্তঞ্চরদ্ভ্যো বিকৃন্তানাং পতযযে নমঃ || ২১ ||

নম উষ্ণীষিণে গিরিচরায কুলুঞ্চানাং পতযে নমো | নম ইষুমদ্ভ্যো ধন্বাযিভ্যশ্চ বো নমো | নম আতন্বানেভ্যঃ প্রতিদধানেভ্যশ্চ বো নমো | নম আযচ্ছদ্ভ্যোঽস্যদ্ভ্যশ্চ বো নমঃ || ২২ ||

নমো বিসৃজদ্ভ্যো বিধ্যদ্ভ্যশ্চ বো নমো নমঃ স্বপদ্ভ্যো জাগ্রদ্ভ্যশ্চ বো নমো নমঃ শয়ানেভ্যঽ আসীনেভ্যশ্চ বো নমো | নমস্তিষ্ঠদ্ভ্যো ধাবদ্ভ্যশ্চ বো নমঃ || ২৩ ||

নমঃ সভাভ্যঃ সভাপতিভ্যশ্চ বো নমো | নমোঽশ্বেভ্যোঽশ্বপতিভ্যশ্চ বো নমো | নম আব্যাধিনীভ্যো বিবিধ্যন্তীভ্যশ্চ বো নমো | নম উগণাভ্যস্তৃংহতীভ্যশ্চ বো নমো || ২৪ ||

নমো গণেভ্যো গণপতিভ্যশ্চ বো নমো | নমো ব্রাতেভ্যো ব্রাতপতিভ্যশ্চ বো নমো | নমো গৃৎসেভ্যো গৃৎসপতিভ্যশ্চ বো নমো | নমো বিরূপেভ্যো বিশ্বরূপেভ্যশ্চ বো নমঃ || ২৫ ||

নমঃ সেনাভ্যঃ সেনানিভ্যশ্চ বো নমো | নমো রথিভ্যো অরথেভ্যশ্চ বো নমো | নমঃ ক্ষত্তৃভ্যঃ সংগ্রহীতৃভ্যশ্চ বো নমো | নমো মহদ্ভ্যো অর্ভকেভ্যশ্চ বো নমঃ || ২৬ ||

নমস্তক্ষভ্যো রথকারেভ্যশ্চ বো নমো | নমঃ কুলালেভ্যঃ কর্মারেভ্যশ্চ বো নমো | নমো নিষাদেভ্যঃ পুঞ্জিষ্ঠেভ্যশ্চ বো নমো | নমঃ শ্বনিভ্যো মৃগযুভ্যশ্চ বো নমঃ || ২৭ ||

নমঃ শ্বভ্যঃ শ্বপতিভ্যশ্চ বো নমো | নমো ভবায চ রুদ্রায চ | নমঃ শর্বায চ পশুপতযে চ | নমো নীলগ্রীবায চ শিতিকণ্ঠায চ || ২৮ ||

নমঃ কপর্দিনে চ ব্যুপ্তকেশায চ | নমঃ সহস্রাক্ষায চ শতধন্বনে চ নমো গিরিশযায চ শিপিবিষ্টায চ নমো মীঢুষ্টমায চেষুমতে চ || ২৯ ||

নমো হ্রস্বায চ বামনায চ | নমো বৃহতে চ বর্ষীযসে চ | নমো বৃদ্ধায চ সবৃধে চ | নমোঽগ্র্যায চ প্রথমায চ || ৩০ ||

নম আশবে চাজিরায চ | নমঃ শীঘ্র্যায চ শীভ্যায চ | নম উর্ম্যায় চাবস্বন্যায চ | নমো নাদেযায চ দ্বীপ্যায় চ || ৩১ ||

নমো জ্যেষ্ঠায চ কনিষ্ঠায চ নমঃ | পূর্বজায চাপরজায চ নমো | মধ্যমায চাপগল্ভায চ | নমো জঘন্যায চ বুধ্ন্যায চ || ৩২ ||

নমঃ সোভ্যায চ প্রতিসর্য্যায চ | নমো যাম্যায চ ক্ষেম্যায চ | নমঃ শ্লোক্যায চাবসান্যায চ | নম উর্বর্য্যায চ খল্যায় চ || ৩৩ ||

নমো বন্যায চ কক্ষ্যায চ | নমঃ শ্রবায চ প্রতিশ্রবায চ | নম আশুষেণায চাশুরথায চ | নমঃ শূরায চাবভেদিনে চ || ৩৪ ||

নমো বিল্মিনে চ কবচিনে চ | নমো বর্মিণে চ বরূথিনে চ | নমঃ শ্রুতায চ শ্রুতসেনায চ নমো দুন্দুভ্যায চাহনন্যায চ || ৩৫ ||

নমো ধৃষ্ণবে চ প্রমৃশায চ | নমো নিষঙ্গিণে চেষুধিমতে চ | নম স্তীক্ষ্ণেষবে চাযুধিনে চ | নমঃ স্বাযুধায চ সুধন্বনে চ || ৩৬ ||

নম স্রুত্যায চ পথ্যায চ | নমঃ কাট্যায চ নীপ্যায চ | নমঃ কুল্যায চ সরস্যায চ | নমো নাদেযায চ বৈশন্তায চ || ৩৭ ||

নমঃ কূপ্যায চাবট্যায চ | নমো বীধ্র্যায চাতপ্যায় চ | নমো মেধ্যায চ বিদ্যুত্যায চ | নমো বর্ষ্যায চাবর্ষ্যায চ || ৩৮ ||

নমো বাত্যায চ রেষ্ম্যায় চ | নমো বাস্তব্যায চ বাস্তুপায চ | নমঃ সোমায চ রুদ্রায চ নমস্তাম্রায চারুণায চ || ৩৯ ||

নমঃ শঙ্গবে চ পশুপতযে চ | নম উগ্রায় চ ভীমায চ নমোঽগ্রেবধায চ | দূরেবধায চ | নমো হন্ত্রে চ হনীযসে চ | নমো বৃক্ষেভ্যো হরিকেশেভ্যো নমস্তারায || ৪০ ||

নমঃ শম্ভবায চ ময়োভবায চ | নমঃ শঙ্করায চ মযস্করায চ | নমঃ শিবায চ শিবতরায চ || ৪১ ||

নমঃ পার্যায চাবার্যায চ | নমঃ প্রতরণায চোত্তরণায চ | নমস্তীর্থ্যায চ কূল্যায চ | নমঃ শষ্প্যায চ ফেন্যায় চ || ৪২ ||

নমঃ সিকত্যায চ প্রবাহ্যায চ | নমঃ কিংশিলায চ ক্ষযণায চ | নমঃ কপর্দিনে চ পুলস্তযে চ | নম ইরিণ্যায চ প্রপথ্যায চ || ৪৩ ||

নমো ব্রজ্যায চ গোষ্ঠ্যায চ | নমোস্তল্প্যা চ গেহ্যায চ | নমো হৃদয্যায চ নিবেষ্প্যায চ | নমঃ কাট্যায চ গহ্বরেষ্ঠায চ || ৪৪ ||

নমঃ শুষ্ক্যায চ হরিত্যায চ | নমঃ পাংসব্যায চ রজস্যায চ | নমো লোপ্যায চোলপ্যায চ | নম উর্ব্যায চ সূর্ব্যায চ || ৪৫ ||

নমঃ পর্ণায চ পর্ণশদায চ | নম উদ্গুরমাণা চাভিঘ্নতে চ | নম আখিদতে চ প্রখিদতে চ | নম ইষুকৃদ্ভ্যো ধনুষ্কৃদ্ভ্যোশ্চ বো নমো | নমো বঃ কিরিকেভ্যো

দেবানাং হৃদযেভ্যো | নমো বিচিন্বৎকেভ্যো | নমো বিক্ষিণৎকেভ্যো | নম আনির্হতেভ্যঃ || ৪৬ ||

দ্রাপে অন্ধসস্পতে দরিদ্র নীললোহিত |

আসাং প্রজানামেষাং পশূনাং মা ভের্মা রোঙ্মো চ নঃ কিঞ্চনামমত্ || ৪৭ ||

ইমা রুদ্রায তবসে কপর্দিনে ক্ষয়দ্বীরায প্রভরামহে মতীঃ |

যথা শমসদ্ দ্বিপদে চতুষ্পদে বিশ্বং পুষ্টং গ্রামেহ অস্মিন্ননাতুরম্ || ৪৮ ||

যা তে রুদ্র শিবা তনূঃ শিবা বিশ্বাহা ভেষজী |

শিবা রুতস্য ভেষজী তযা নো মৃড জীবসে || ৪৯ ||

পরি নো রুদ্রস্য হেতির্বৃণক্ত পরি ত্বেষস্য দুর্মতিরঘাযোঃ |

অব স্থিরা মঘবদ্ভ্যস্তনুষ্ব মীঢ্বস্তোকায তনযায মৃড || ৫০ ||

মীঢুষ্টম শিবতম শিবো নঃ সুমনা ভব |

পরমে বৃক্ষ আযুধং নিধায কৃত্তিং বসান আচর পিনাকং বিভ্র দাগহি || ৫১ ||

বিকিরিদ্র বিলোহিত নমস্তে অস্তু ভগবঃ |

যাস্তে সহস্রং হেতযোঽন্যমস্মন্নিবপন্তু তাঃ || ৫২ ||

সহস্রাণি সহস্রশো বাহ্বোস্তব হেতযঃ |

তাসামীশানো ভগবঃ পরাচীনা মুখা কৃধি || ৫৩ ||

অসংখ্যাতা সহস্রাণি যে রুদ্রা অধি ভূম্যাম্ |

তেষাং সহস্রযোজনেঽব ধন্বানি তন্মসি || ৫৪ ||

অস্মিন্ মহত্যর্ণবেঽন্তর্রিক্ষে ভবা অধি |

তেষাং সহস্রযোজনেঽব ধন্বানি তন্মসি || ৫৫ ||

নীলগ্রীবাঃ শিতিকণ্ঠাঃ দিবং রুদ্রাঽ উপশ্রিতাঃ ।

তেষাং সহস্রযোজনেঽব ধন্বানি তন্মসি ।। ৫৬ ।।

নীলগ্রীবাঃ শিতিকণ্ঠাঃ শর্বা অধঃ ক্ষমাচরাঃ |

তেষাং সহস্রযোজনেঽব ধন্বানি তন্মসি || ৫৭ ||

যে বৃক্ষেষু শষ্পিঞ্জরা নীলগ্রীবা বিলোহিতাঃ |

তেষাং সহস্রযোজনেঽব ধন্বানি তন্মসি || ৫৮ ||

যে ভূতানামধিপতযো বিশিখাসঃ কপর্দিনঃ |

তেষাং সহস্রযোজনেঽব ধন্বানি তন্মসি || ৫৯ ||

যে পথাং পথিরক্ষস ঐলবৃদা আযুর্যুধঃ |

তেষাং সহস্রযোজনেঽব ধন্বানি তন্মসি || ৬০ ||

যে তীর্থানি প্রচরন্তি সৃকাহস্তা নিষঙ্গিণঃ |

তেষাং সহস্রযোজনেঽব ধন্বানি তন্মসি || ৬১ ||

যেঽন্নেষু বিবিধ্যন্তি পাত্রেষু পিবতো জনান্ |

তেষাং সহস্রযোজনেঽব ধন্বানি তন্মসি || ৬২ ||

য এতাবন্তশ্চ ভূযাংসশ্চ দিশো রুদ্রা বিতস্থিরে |

তেষাং সহস্রযোজনেঽব ধন্বানি তন্মসি || ৬৩ ||

নমোঽস্তু রুদ্রেভ্যো যে দিবি যেষাং বর্ষমিষবঃ |

তেভ্যো দশ প্রাচীর্দশ দক্ষিণা দশ প্রতীচীর্দশোদীচীর্দশোর্ধ্বাঃ |

তেভ্যো নমো অস্তু তে নোঽবন্তু তে নো মৃডযন্তু তে যং দ্বিষ্মো যশ্চ নো দ্বেষ্টি তমেষাং জম্ভে দধ্মঃ || ৬৪ ||

নমোঽস্তু রুদ্রেভ্যো যেঽন্তরিক্ষে যেষাং বাতঽ ইষবঃ |

তেভ্যো দশ প্রাচীর্দশ দক্ষিণা দশ প্রতীচীর্দশোদীচীর্দশোর্ধ্বাঃ |

তেভ্যো নমো অস্তু তে নোঽবন্তু তে নো মৃডযন্তু তে যং দ্বিষ্মো যশ্চ নো দ্বেষ্টি তমেষাং জম্ভে দধ্মঃ || ৬৫ ||

নমোঽস্তু রুদ্রেভ্যো যে পৃথিব্যাং যেষামন্নমিষবঃ |

তেভ্যো দশ প্রাচীর্দশ দক্ষিণা দশ প্রতীচীর্দশোদীচীর্দশোর্ধ্বাঃ |

তেভ্যো নমো অস্তু তে নোঽবন্তু তে নো মৃডযন্তু তে যং দ্বিষ্মো যশ্চ নো দ্বেষ্টি তমেষাং জম্ভে দধ্মঃ || ৬৬ ||

ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্ধনম্ | উর্বারুকমিব বন্ধনান্ মৃত্যোর্মুক্ষীয মাঽমৃতাৎ | যো রুদ্রো অগ্নৌ যো অপ্সু য ওষধীষু যো রুদ্রো বিশ্বা ভুবনা বিবেশ তস্মৈ রুদ্রায নমো অস্তু | তমু ষ্টুহি যঃ স্বিষু সুধন্বা যো বিশ্বস্য ক্ষযতি ভেষজস্য | যক্ষ্বামহে সৌমনসায রুদ্রং নমোভির্দেবমসুরং দুবস্য | অযং মে হস্তো

ভগবানযং মে ভগবত্তরঃ | অযং মে বিশ্বভেসজোহযগ্ং শিবাভিমর্শনঃ | যে তে সহস্রমযুতং পাশা মৃত্যো মর্ত্যায হন্তবে | তান্ যজ্ঞস্য মাযযা সর্বানব যজামহে | মৃত্যবে স্বাহা মৃত্যবে স্বাহা | প্রাণানাং গ্রন্থিরসি রুদ্রো মা বিশান্তকঃ| তেনান্নেনোপ্যাযস্ব || ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায বিষ্ণবে মৃত্যুর্মে পাহি ||

সদাশিবোম্ |

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ||

অথ চমকম্ পাঠ –

ওঁ অগ্নাবিষ্ণু সজোষসে মা বর্ধন্ত বাং গিরঃ | দ্যুম্নৈর্বাজেভিরা গতম্ | বাজশ্চ মে প্রসবশ্চ মে প্রযতিশ্চ মে প্রসিতিশ্চ মে ধীতিশ্চ মে ক্রতুশ্চ মে স্বরশ্চ মে শ্লোকশ্চ মে শ্রাবশ্চ মে শ্রুতিশ্চ মে জ্যোতিশ্চ মে সুবশ্চ মে প্রাণশ্চ মেঽপানঃ চ মে ব্যানশ্চ মেঽসুশ্চ মে চিত্তং চ ম আধীতং চ মে বাক্ চ মে মনশ্চ মে চক্ষুশ্চ মে শ্রোত্রং চ মে দক্ষশ্চ মে বলং চ ম ওজশ্চ মে সহশ্চ ম আযুশ্চ মে জরা চ ম আত্মা চ মে তনূশ্চ মে শর্ম চ মে বর্ম চ মেঽঙ্গানি চ মেঽস্থানী চ মে পরুংষি চ মে শরীরাণি চ মে || ১ ||

জ্যৈষ্ঠ্যং চ ম আধিপত্যং চ মে মন্যুশ্চমে ভামশ্চ মেঽমশ্চ মে জেমা চ মে মহিমা চ মে বরিমা চ মে প্রথিমা চ মে বর্ষ্মা চ মে দ্রাঘুযা চ মে বৃদ্ধং চ মে

বৃদ্ধিশ্চ মে সত্যং চ মে শ্রদ্ধা চ মে জগচ্চ মে ধনং চ মে বশশ্চ মে ত্বিষিশ্চ মে ক্রীড়া চ মে মোদশ্চ মে জাতং চ মে জনিষ্যমাণং চ মে সূক্তং চ মে সুকৃতং চ মে বিত্তং চ মে বেদ্যং চ মে ভূতং চ মে ভবিষ্যচ্চ মে সুগং চ মে সুপথং চ ম ঋদ্ধং চ ম ঋদ্ধিশ্চ মে ক্লৃপ্তং চ মে ক্লৃপ্তিশ্চ মে মতিশ্চ মে সুমতিশ্চ মে || ২ ||

শং চ মে ময়শ্চ মে প্রিয়ং চ মেঽনুকামশ্চ মে কামশ্চ মে সৌমনসশ্চ মে ভদ্রং চ মে শ্রেয়শ্চ মে বস্যশ্চ মে যশশ্চমে ভগশ্চ মে দ্রবিণং চ মে যন্তা চ মে ধর্তা চ মে ক্ষেমশ্চ মে ধৃতিশ্চ মে বিশ্বং চ মে মহশ্চ মে সংবিচ্চ মে জ্ঞাত্রং চ মে সূশ্চ মে প্রসূশ্চ মেং সীরং চ মে লয়শ্চ ম ঋতং চ মেঽমৃতং চ মেঽযক্ষ্মং চ মেঽনাময়চ্চ মে জীবাতুশ্চ মে দীর্ঘায়ুত্বং চ মেঽনমিত্রং চ মেঽভয়ং চ মে সুগং চ মে শয়নং চ মে সূষা চ মে সুদিনং চ মে || ৩ ||

ঊর্ক্ চ মে সূনৃতা চ মে পয়শ্চ মে রসশ্চ মে ঘৃতং চ মে মধু চ মে সগ্ধিশ্চ মে সপীতিশ্চ মে কৃষিশ্চ মে বৃষ্টিশ্চ মে জৈত্রং চ ম ঔদ্ভিদ্যং চ মে রয়িশ্চ মে রায়শ্চ মে পুষ্টং চ মে পুষ্টিশ্চ মে বিভু চ মে প্রভু চ মে বহু চ মে ভূয়শ্চ মে পূর্ণং চ মে পূর্ণতরং চ মেঽক্ষিতিশ্চ মে কুয়বাশ্চ মেঽন্নং চ মেঽক্ষুচ্চ মে ব্রীহয়শ্চ মে যবাশ্চ মে মাষাশ্চ মে তিলাশ্চ মে মুদ্গাশ্চ মে খল্বাশ্চ মে গোধূমাশ্চ মে মসুরাশ্চ মে প্রিয়ংগবশ্চ মেঽণবশ্চ মে শ্যামাকাশ্চ মে নীবারাশ্চ মে || ৪ ||

অশ্মা চ মে মৃত্তিকা চ মে গিরযশ্চ মে পর্বতাশ্চ মে সিকতাশ্চ মে বনস্পতযশ্চ মে হিরণ্যং চ মেহযশ্চ মে সীসং চ মে ত্রপুশ্চ মে শ্যামং চ মে লোহং চ মেঽগ্নিশ্চ ম আপশ্চ মে বীরুধশ্চ মে ঔষধযশ্চ মে কৃষ্টপচ্যং চ মেঽকৃষ্টপচ্যং চ মে গ্রাম্যাশ্চ মে পশব আরণ্যাশ্চ যজ্ঞেন কল্পন্তাং বিত্তং চ মে বিত্তিশ্চ মৈ ভূতং চ মে ভূতিশ্চ মে বসু চ মে বসতিশ্চ মে কর্ম চ মেং শক্তিশ্চ মেঽর্থশ্চ ম এমশ্চ ম ইতিশ্চ মে গতিশ্চ মে || ৫ ||

অগ্নিশ্চ ম ইন্দ্রশ্চ মে সোমশ্চ ম ইন্দ্রশ্চ মে সবিতা চ ম ইন্দ্রশ্চ মে সরস্বতী চ ম ইন্দ্রশ্চ মে পূষা চ ম ইন্দ্রশ্চ মে বৃহস্পতিশ্চ ম ইন্দ্রশ্চ মে মিত্রশ্চ ম ইন্দ্রশ্চ মে বরুণশ্চ ম ইন্দ্রশ্চ মে ত্বষ্টা চ ম ইন্দ্রশ্চ মে ধাতা চ ম ইন্দ্রশ্চ মে বিষ্ণুশ্চ ম ইন্দ্রশ্চ মেঽশ্বিনৌ চ ম ইন্দ্রশ্চ মে মরুতশ্চ ম ইন্দ্রশ্চ মে বিশ্বে চ মে দেবা ইন্দ্রশ্চ মে পৃথিবী চ ম ইন্দ্রশ্চ মেঽন্তরিক্ষং চ ম ইন্দ্রশ্চ মে দ্যৌশ্চ ম ইন্দ্রশ্চ মে দিশশ্চ ম ইন্দ্রশ্চ মে মূর্ধা চ ম ইন্দ্রশ্চ মে প্রজাপতিশ্চ ম ইন্দ্রশ্চ মে || ৬ ||

অংশুশ্চ মে রশ্মিশ্চ মেঽদাভ্যশ্চ মেঽধিপতিশ্চ ম উপাংশুশ্চ মেঽন্তর্যামশ্চ ম ঐন্দ্রাবাযবশ্চ মে মৈত্রাবরুণশ্চ ম আশ্বিনশ্চ মে প্রতিপ্রস্থানশ্চ মে শুক্রশ্চ মে মন্থী চ ম আগ্রযণশ্চ মে বৈশ্বদেবশ্চ মে ধ্রুবশ্চ মে বৈশ্বানরশ্চ ম ঋতুগ্রহাশ্চ মেঽতিগ্রাহ্যাশ্চ ম ঐন্দ্রাগ্নশ্চ মে বৈশ্বদেবশ্চ মে মরুত্বতীযাশ্চ মে মাহেন্দ্রশ্চ ম আদিত্যশ্চ মে সাবিত্রশ্চ মে সারস্বতশ্চ মে পৌষ্ণশ্চ মে পাত্নীবতশ্চ মে হারিযোজনশ্চ মে || ৭ ||

ইধ্মশ্চমে বর্হিশ্চ মে বেদিশ্চ মে ঘিষ্ণিযাশ্চ মে স্রুচশ্চ মে চমসাশ্চ মে গ্রাবাণশ্চ মে স্বরবশ্চ ম উপরবাশ্চ মেঽধিষবণে চ মে দ্রোণকলশশ্চ মে বায়ব্যানি চ মে পূতভৃচ্চ ম আধবনীযশ্চ ম আগ্নীধ্রং চ মে হবির্ধানং চ মে গৃহাশ্চ মে সদশ্চ মে পুরোডাশাশ্চ মে পচতাশ্চ মেঽবভৃথশ্চ মে স্বগাকারশ্চ মে || ৮ ||

অগ্নিশ্চ মে ধর্মশ্চ মেঽর্কশ্চ মে সূর্যশ্চ মে প্রাণশ্চ মেঽশ্বমেধশ্চ মে পৃথিবী চ মেঽদিতিশ্চ মে দিতিশ্চ মে দ্যৌশ্চ মে শক্করীরঙ্গুলযো দিশশ্চ মে যজ্ঞেন কল্পন্তামৃক্ চ মে সাম চ মে স্তোমশ্চ মে যজুশ্চ মে দীক্ষা চ মে তপশ্চ ম ঋতুশ্চ মে ব্রতং চ মেঽহোরাত্রযোবৃষ্ট্যা বৃহদ্রথন্তরে চ মে যজ্ঞেন কল্পতাম্ || ৯ ||

গর্ভাশ্চ মে বৎসাশ্চ মে ত্র্যবিশ্চ মে ত্র্যবী চ মে দিত্যবাট্ চ মে দিত্যৌহী চ মে পঞ্চাবিশ্চ মে পঞ্চাবী চ মে ত্রিবৎসশ্চ মে ত্রিবৎসা চ মে তুর্যবাট্ চ মে তুর্যৌহী চ মে ষষ্ঠবাচ্চ মে ষষ্ঠৌহী চ ম উক্ষা চ মে বশা চ ম ঋষভশ্চ মে বেহচ্চ মেঽনড্বাশ্চ মে ধেনুশ্চ ম আয়ুর্যজ্ঞেন কল্পতাং প্রাণো যজ্ঞেন কল্পতামপানো যজ্ঞেন কল্পতাং ব্যানো যজ্ঞেন কল্পতাং চক্ষুর্যজ্ঞেন কল্পতাং শ্রোত্রং যজ্ঞেন কল্পতাং মনো যজ্ঞেন কল্পতাং বাগ্যজ্ঞেন কল্পতামাত্মা যজ্ঞেন কল্পতাং যজ্ঞো যজ্ঞেন কল্পতাম্ || ১০ ||

একা চ মে তিস্রশ্চ মে পঞ্চ চ মে সপ্ত চ মে নব চ ম একাদশ চ মে ত্রযোদশ চ মে পঞ্চদশ চ মে সপ্তদশ চ মে নবদশ চ ম একবিংশতিশ্চ মে

ত্রযোবিংশতিশ্চ মে পঞ্চবিংশতিশ্চ মে সপ্তবিংশতিশ্চ মে নববিংশতিশ্চ ম একত্রিংশচ্চ মে ত্রযস্ত্রিংশচ্চ মে চতস্রশ্চ মেঽষ্টৌ চ মে দ্বাদশ চ মে ষোড়শ চ মে বিংশতিশ্চ মে চতুর্বিংশতিশ্চ মেঽষ্টাবিংশতিশ্চ মে দ্বাত্রিংশচ্চ মে ষটত্রিংশচ্চ মে চত্বারিংশচ্চ মে চতুশ্চত্বারিংশচ্চ মেঽষ্টাচত্বারিংশচ্চ মে বাজশ্চ প্রসবশ্চাপিজশ্চ ক্রতুশ্চ সুবশ্চ মূর্ধা চ ব্যশ্রিযশ্চাঽঽন্ত্যাযনশ্চান্ত্যশ্চ ভৌবনশ্চ ভুবনশ্চাধিপতিশ্চ || ১১ ||

ইড়া দেবহুর্ মনুর্ যঞ্চনীর্ বৃস্পতিরুক্যামদানি শগংসিষদ্ বিশ্বে দেবাঃ সূক্তবাচঃ পৃথিবীমাতর্মা মা হিগ্ংসীর্ মধু মনিষ্যে মধু জনিষ্যে মধু বক্ষ্যামি মধু বদিষ্যামি মধুমতীং দেবেভ্যো বাচমুদ্যাসগ্ংশুশ্রষেণ্যোম্ মনুষ্যেভ্তস্তং মা দেবা অবন্তু শোভাযৈ পিতরোঽনুমদন্তু ||

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ওঁ ||

|| ইতি শ্রীরুদ্রিপাঠ সম্পূর্ণম্ ||

---

2. ঋগ্বেদোক্ত শিবসংকল্পসূক্ত:-

যেনেদং ভূতং ভুবনং ভবিষ্যৎ পরিগৃহীতমমৃতেন সর্বম্ |

যেন যজ্ঞস্তাযতে সপ্ত হোতা তন্মে মনঃ শিবসংকল্পমস্তু || ১ ||

যেন কর্মাণ্যপসো মনীষিণো যজ্ঞে কৃণ্বন্তি বিদথেষু ধীরাঃ |

যদপূর্বং যক্ষমন্তঃ প্রজানাং তন্মে মনঃ শিবসংকল্পমস্তু || ২ ||

যৎপ্রজ্ঞানমুত চেতো ধৃতিশ্চ যজ্জ্যোতিরন্তরমৃতং প্রজাসু |

যস্মান্ন ঋতে কিঞ্চন কর্ম ক্রিয়তে তন্মে মনঃ শিবসংকল্পমস্তু || ৩ ||

যজ্জাগ্রতো দুরমুদৈতি দেবং তদু সুপ্তস্য তথৈবৈতি |

দুরঙ্গমং জ্যোতিষাং জ্যোতিরেকং তন্মে মনঃ শিবসংকল্পমস্তু || ৪ ||

যস্মিন্নৃচঃ সাম যজুংষি যস্মিন্ প্রতিষ্ঠাতা রথনাভাবিবারাঃ |

যস্মিংশ্চিত্তং সর্বমোতং প্রজানাং তন্মে মনঃ শিবসংকল্পমস্তু || ৫ ||

সুষারথিরশ্বনিব যন্মনুষ্যান্নেনীয়তেঽভীশুভির্বাজিন ইব |

হৃৎপ্রতিষ্ঠং যদজিরং জবিষ্ঠং তন্মে মনঃ শিবসংকল্পমস্তু || ৬ ||

যদত্র ষষ্ঠং ত্রিশতং শরীরং যজ্ঞস্য গুহ্যং নবনাভমাদ্যম্ |

দশ পঞ্চ ত্রিশতং যৎপরং চ তন্মে মনঃ শিবসংকল্পমস্তু || ৭ ||

যে পঞ্চ পঞ্চদশ শতং চ সহস্রং চ নিযুতং ত্যর্বুদং চ |

তে যজ্ঞচিত্তেষ্টকান্তং শরীরং তন্মে মনঃ শিবসংকল্পমস্তু || ৮ ||

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ |

তস্য যোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাস্তন্মে মনঃ শিবসংকল্পমস্তু || ৯ ||

যেন কর্মাণি প্রচরন্তি ধীরা বিপ্রা বাচা মনসা কর্মণা চ |

যস্যান্বিতমনু সং যন্তি প্রাণিনস্তন্মে মনঃ শিবসংকল্পমস্তু || ১০ ||

যে মনো হৃদযং যে চ দেবা যে অন্তরীক্ষে বহুধা চরন্তি |

যে শ্রোত্রং চক্ষুষী সংচরন্তি তন্মে মনঃ শিবসংকল্পমস্তু || ১১ ||

যেন দ্যৌ রুগ্রা পৃথিবী চান্তরীক্ষং যে পর্বতাঃ প্রদিশো দিশশ্চ |

যেনেদং জগদ্ব্যাপ্তং প্রজানাং তন্মে মনঃ শিবসংকল্পমস্তু || ১২ ||

যেনেদং সর্বং জগতো বভূবুর্যে দেবা অপি মহতো জাতবেদাঃ |

তদিবাগ্নিস্তপসো জ্যোতিরেকং তন্মে মনঃ শিবসংকল্পমস্তু || ১৩ ||

অচিন্ত্যং চাপ্রমেযং চ ব্যক্তাব্যক্তপরং চ যৎ |

সূক্ষ্মাসূক্ষ্মতরং জ্ঞানসং তন্মে মনঃ শিবসংকল্পমস্তু || ১৪ ||

অস্তি বিনাশযিত্বা সর্বমিদং নাস্তি পুনস্তথৈব দৃষ্টং ধ্রুবম্ |

অস্তি নাস্তি হিতং মধ্যমং পদং তন্মে মনঃ শিবসংকল্পমস্তু || ১৫ ||

অস্তি নাস্তি বিপরীতো প্রবাদোঽস্তি নাস্তি সর্বং বা ইদং গুহ্যম্ |

অস্তি নাস্তি পরাৎপরো যৎপরং তন্মে মনঃ শিবসংকল্পমস্তু || ১৬ ||

পরাৎপরতরং যচ্চ তৎপরাচ্চৈব যৎপরম্ |

তৎপরাৎপরতোঽজ্ঞেযং তন্মে মনঃ শিবসংকল্পমস্তু || ১৭ ||

পরাৎপরতরো ব্রহ্মা তৎপরাৎপরতো হরিঃ |

তৎপরাৎপরতো হ্যেষ তন্মে মনঃ শিবসংকল্পমস্তু || ১৮ ||

গোভির্জুষ্টো ধনেন হ্যাযুসা চ বলেন চ |

প্রজযা পশুভিঃ পুষ্কলাদ্যং তন্মে মনঃ শিবসংকল্পমস্তু || ১৯ ||

প্রযতঃ প্রণবো নিত্যং পরমং পুরুষোত্তমম্ |

ওঙ্কারং পরমাত্মনং তন্মে মনঃ শিবসংকল্পমস্তু || ২০ ||

যো বৈ বেদাদিষু গায়ত্রী সর্ব্বব্যাপীমহেশ্বরাৎ |

তদ্বিরুক্তং তথাদ্বৈশ্যং তন্মে মনঃ শিবসংকল্পমস্তু || ২১ ||

যো বৈ বেদ মহাদেবং পরমং পুরুষোত্তমম্ |

যঃ সর্ব্বং যস্য চিৎসর্ব্বং তন্মে মনঃ শিবসংকল্পমস্তু || ২২ ||

যোঽসৌ সর্ব্বেষু বেদেষু পঠতে হ্যজ ঈশ্বরঃ |

অকাযো নির্গুণোঽধ্যাত্মা তন্মে মনঃ শিবসংকল্পমস্তু || ২৩ ||

কৈলাসশিখরে রম্যে শংকরস্য শুভে গৃহে |

দেবতাস্তত্র মোদন্তি তন্মে মনঃ শিবসংকল্পমস্তু || ২৪ ||

কৈলাসশিখরাভাসা হিমবদ্গিরিসংস্থিতা |

নীলকন্ঠং ত্রিনেত্রং চ তন্মে মনঝ শিবসংকল্পমস্তু || ২৫ ||

আব্রহ্মস্তম্বপর্যন্তং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ |

উৎপাতিতং জগদ্ব্যাপ্তং তন্মে মনঃ শিবসংকল্পমস্তু || ২৬ ||

য ইমং শিবসংকল্পং সদা ধ্যাযন্তি ব্রাহ্মণাঃ |

তে পরং মোক্ষং গমিষ্যন্তি তন্মে মনঃ শিবসংকল্পমস্তু || ২৭ ||

ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্ধনম্ |

উর্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোর্মুক্ষীয মামৃতাৎ তন্মে মনঃ শিবসংকল্পমস্তু || ২৮ ||

[রেফারেন্স - ঋগ্বেদ সংহিতা /খিলানি/ ৪ নং অধ্যায় / ১১ নং খিলা এবং শিবসংকল্প উপনিষদ]

3.শুক্লযজুর্বেদোক্ত শিবসংকল্পসূক্ত:-

যজ্জাগ্রতো দুরমুদৈতি দেবং তদু সুপ্তস্য তথৈবৈতি |

দুরঙ্গমং জ্যোতিপাং জ্যোতিরেকং তন্মে মনঃ শিবসংকল্পমস্তু || ১ ||

যেন কর্মাণ্যপসো মনীষিণো যজ্ঞে কৃণ্বন্তি বিদথেষু ধীরাঃ |

যদপূর্বং যক্ষমন্তঃ প্রজানাং তন্মে মনঃ শিবসংকল্পমস্তু || ২ ||

যৎপ্রজ্ঞানমুত চেতো ধৃতিশ্চ যজ্জ্যোতিরন্তরমৃতং প্রজাসু |

যস্মান্ন ঋতে কিঞ্চন কর্ম ক্রিযতে তন্মে মনঃ শিবসংকল্পমস্তু || ৩ ||

যেনেদং ভূতং ভুবনং ভবিষ্যৎ পরিগৃহীতমমৃতেন সর্বম্ |

যেন যজ্ঞস্তাযতে সপ্ত হোতা তন্মে মনঃ শিবসংকল্পমস্তু || ৪ ||

যস্মিন্নৃচঃ সাম যজুংষি যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতা রথনাভাবিবারাঃ |

যস্মিংশ্চিত্তং সর্বমোতং প্রজানাং তন্মে মনঃ শিবসংকল্পমস্তু || ৫ ||

সুষারথি-রশ্বানিব যন্মনুষ্যান্নেনীযতেঽভীশুভির্বাজিন ইব |

হৃৎপ্রতিষ্ঠং যদজিবং জবিষ্ঠং তন্মে মনঃ শিবসংকল্পমস্তু || ৬ ||

[শুক্লযজুর্বেদ/বাজসনেয়ি-মাধ্যন্দিন সংহিতা / ৩৪ নং অধ্যায়]

---

4. মহাভারতে পরমশৈব শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক পরমেশ্বর শিবের স্তব :-

নমোঽস্তু তে শাশ্বত! সর্ব্বযোনে! ব্রহ্মাধিপং ত্বামৃষযো বদন্তি |

তপশ্চ সত্ত্বশ্চ রজস্তমশ্চ ত্বামেব সত্যঞ্চ বদন্তি সন্তঃ || ৪০৪ ||

ত্বং বৈ ব্রহ্মা চ রুদ্রশ্চ বরুণোঽগ্নির্ম্মনুর্ভবঃ |

ধাতা ত্বষ্টা বিধাতা চ ত্বং প্রভুঃ সর্ব্বতোমুখঃ || ৪০৫ ||

তত্ত্বো জাতানি ভূতানি স্থাবরাণি চরাণি চ |

ত্বযা সৃষ্টমিদং কৃৎস্নং যে বাযবঃ সপ্তঃ তথৈব চাগ্নযঃ |

যে দেবসংস্থাস্তবদেবতাশ্চ তস্মাৎ পরং ত্বামৃষয়ো বদন্তি || ৪০৭ ||

বেদাশ্চ যজ্ঞাঃ সোমশ্চ দক্ষিণা পাবকো হবিঃ |

যজ্ঞোপগঞ্চ যৎকিঞ্চিদ্ভগবাংস্তদসংশযম্ || ৪০৮ ||

ইষ্টং দত্তমধীতঞ্চ ব্রতানি নিযমাশ্চ যে |

হ্রীঃ কীর্ত্তিঃ শ্রীর্দ্যুতিস্তুষ্টি সিদ্ধিশ্চৈব ত্বদর্পণী || ৪০৯ ||

কামঃ ক্রোধো ভযং লোভো-মদঃ স্তম্ভোঽথ মৎসরঃ ||

আধযোব্যাধযশ্চৈব ভগবংস্তনবস্তব || ৪১০ ||

কৃতির্ব্বিকারঃ প্রণযঃ প্রধানং বীজমব্যযম্ |

মনসঃ পরমা যোনিঃ প্রভাবশ্চাপি শাশ্বতঃ || ৪১১ ||

অব্যক্তঃ পাবণোঽচিন্ত্যঃ সহস্রাংশুর্হিরণ্মযঃ |

আদির্গণানাং সর্বেষাং ভবান্ বৈ র্জীবিতাশ্রযঃ || ৪১২ ||

বুদ্ধিঃ প্রজ্ঞোপলব্দিশ্চিৎ সংবিৎ খ্যাতির্ধৃতিঃ স্মৃতিঃ || ৪১৩ ||

পর্য্যাযবাচকৈঃ শব্দৈর্ম্মহানাত্মা বিভাব্যতে |

ত্বাং বুদ্ধা ব্রাহ্মণো বেদাৎ প্রমোহং বিনিযচ্ছতি || ৪১৪ ||

হৃদযং সর্ব্বভূতানাং ক্ষেত্রজ্ঞস্ত্বমৃষিস্তুতঃ |

সর্বতঃ পাণিপাদস্ত্বং সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুক্ষঃ || ৪১৫ ||

সর্বতঃ শ্রুতিমাল্লোঁকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠসি |

ফলং ত্বমসি তির্গ্মাংশোনিমেষাদিষু কর্ম্মসু || ৪১৬ ||

ত্বং বৈ প্রভাচ্চিঃ পুরুষঃ সর্ব্বস্য হৃদিসংশ্রিতঃ |

অণিমা লঘিমা প্রাপ্তিরীশানো জ্যোতিরব্যযঃ || ৪১৭ ||

ত্বযি বুদ্ধির্ম্মতির্লোকাঃ প্রপন্নাঃ সংশ্রিতাশ্চ যে |

ধ্যানিনো নিত্যযোগাশ্চ সত্যসত্ত্বাজিতেন্দ্রিযাঃ || ৪১৮ ||

যস্ত্বাং ধ্রুবং বেদযতে গুহাশযং প্রভুং পুরাণং পুরুষঞ্চ বিগ্রহম্ |

হিরণ্মযং বুদ্ধিমতাং পরাং গতিং স বুদ্ধিমান্ বুদ্ধিমতীত্য তিষ্ঠতি || ৪১৯ ||

বিদিত্বা সপ্ত সূক্ষ্মাণি ষড়ঙ্গং তাঞ্চ মূর্ত্তিতঃ |

প্রধানবিধিযোগস্থস্ত্বামেব বিশতে বুধঃ || ৪২০ ||

[রেফারেন্স - মহাভারত/অনুশাসন পর্ব/ ১৩ নং অধ্যায়]

---

5. শিবমহাপুরাণোক্ত ব্রহ্মা-বিষ্ণুকৃত শিবস্তব :-

নমো নিষ্কলরূপায নমো নিষ্কলতেজসে |

নমঃ সকলনাথায নমস্তে সকলাত্মনে || ২৮ ||

নমঃ প্রণববাচ্যায নমঃ প্রণবলিঙ্গিনে |

নমঃ সৃষ্ট্যাদিকর্ত্রে চ নমঃ পঞ্চমুখায তে || ২৯ ||

পঞ্চব্রহ্মস্বরূপায পঞ্চকৃত্যায তে নমঃ |

আত্মনে ব্রহ্মণে তুভ্যমনন্তগুণশক্তযে || ৩০ ||

সকলাকলরূপায শম্ভবে গুরবে নমঃ |

ইতি স্তুত্বা গুরুং পদ্যৈর্ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ নেমতুঃ || ৩১ ||

[রেফারেন্স - শিবমহাপুরাণ/রুদ্রসংহিতা/সৃষ্টিখণ্ড/১০ম অধ্যায়]

---

6. শিবমহাপুরাণোক্ত পরমেশ্বর শিবের অষ্টোত্তরশতনাম স্তোত্রম্ :-

মহাদেবং বিরূপাক্ষং চন্দ্রার্ধকৃতশেখরম্।

অমৃতং শাশ্বতং স্থাণুং নীলকণ্ঠং পিনাকিন্॥ ৫ ॥

বৃষভাক্ষং মহাজ্ঞেযং পুরুষং সর্বকামদম্।

কামারিং কামদহনং কামরূপং কপর্দিনম্॥ ৬ ॥

বিরূপং গিরিশং ভীমং সৃক্কিণং রক্তবাসসম্।

যোগিনং কালদহনং ত্রিপুরঘ্নং কপালিনম্॥ ৭ ॥

গূঢ়ব্রতং গুপ্তমন্ত্রং গম্ভীরং ভাবগোচরম্।

অণিমাদিগুণাধারং ত্রিলোকৈশ্চর্যদাযকম্॥ ৮ ॥

বীরং বীরহরণং ঘোরং বিরূপং মাংসলং পটুম্।

মহামাংসাদমুন্মত্তং ভৈরবং বৈ মহেশ্বরম্ || ৯ ||

ত্রৈলোক্যদ্রাবণং লুব্ধং লুব্ধকং যজ্ঞসূদনম্ |

কৃত্তিকানাং সুতৈর্যুক্তমুন্মত্তং কৃত্তিবাসসম্ || ১০ ||

গজকৃত্তিপরীধানং ক্ষুব্ধং ভুজগভূষণম্ |

দত্তালম্বং চ বেতালং ঘোরং শাকিনিপূজিতম্ || ১১ ||

অঘোরং ঘোরদৈত্যঘ্নং ঘোরঘোষং বনস্পতিম্ |

ভস্মাঙ্গং জটিলং শুদ্ধং ভেরুণ্ডশতসেবিতম্ || ১২ ||

ভূতেশ্বরং ভূতনাথং পঞ্চভূতাশ্রিতং খগম্ |

ক্রোধিতং নিষ্ঠুরং চণ্ডং চণ্ডীশং চণ্ডিকাপ্রিযম্ || ১৩ ||

চণ্ডতুণ্ডং গরুত্মন্তং নিস্ত্রিংশং শবভোজনম্ |

লেলিহানং মহারৌদ্রং মৃত্যুং মৃত্যোরগোচরম্ || ১৪ ||

মৃত্যোর্মৃত্যুং মহাসেনং শ্মশানারণ্যবাসিনম্ |

রাগং বিরাগং রাগান্ধং বীররাগং শতার্চিষম্ || ১৫ ||

সত্ত্বং রজস্তমোধর্মমধর্মং বাসবানুজম্ |

সত্যং ত্বসত্যং সদ্রূপমসদ্রূপমহেতুকম্ || ১৬ ||

অর্ধনারীশ্বরং ভানুং ভানুকোটিশতপ্রভম্ |

যজ্ঞং যজ্ঞপতিং রুদ্রমীশানং বরদং শিবম্ || ১৭ ||

অষ্টোত্তরশতং হ্যেতন্মূর্তীনাং পরমাত্মনঃ |

শিবস্য দানবো ধ্যায়ন্ মুক্তস্তস্মান্মহাভযাৎ || ১৮ ||

[রেফারেন্স - শিবমহাপুরাণ/রুদ্রসংহিতা/যুদ্ধখণ্ড/অধ্যায় ৪৯]

---

7. শ্রীলিঙ্গমহাপুরাণোক্ত শ্রীবিষ্ণুদেব কর্তৃক পরমেশ্বর শিবের স্তব :-

একাক্ষরায রুদ্রায অকারাযাত্মরূপিনে |

উকারাযাদিদেবায বিদ্যাদেহায বৈ নমঃ || ১ ||

তৃতীযায মকারায শিবায পরমাত্মনে |

সূর্যাগ্নিসোমবর্ণায যজমানায বৈ নমঃ || ২ ||

অগ্নযে রুদ্ররূপায রুদ্রাণাং পতযে নমঃ |

শিবায শিবমন্ত্রায সদ্যোজাতায বেধসে || ৩ ||

বামায বামদেবায বরদাযামৃতায তে |

অঘোরাযাতিঘোরায সদ্যোজাতায রংহসে || ৪ ||

ঈশানায শ্মশানায অতিবেগায বেগিনে |

নমোস্তু শ্রুতিপাদায ঊর্ধ্বলিঙ্গায লিঙ্গিনে || ৫ ||

হেমলিঙ্গায হেমায বারিলিঙ্গায চাংভসে |

শিবায শিবলঙ্গায ব্যাপিনে ব্যোমব্যাপিনে || ৬ ||

বাযুবপ বাযুবেগায নমস্তে বাযুব্যাপিনে |

তেজসে তেজসাং ভর্ত্রে নমস্তেজ্যোধিব্যাপিনে || ৭ ||

জলায় জলভূতায় নমস্তে জলব্যাপিনে |

পৃথিব্যৈ চান্তরীক্ষায় পৃথিবীব্যাপিনে নমঃ || ৮ ||

শব্দস্পর্শস্বরূপায় রসগন্ধায় গন্ধিনে |

গণাধিপতয়ে তুভ্যং গুহ্যাদ্গুহ্যতমায় তে || ৯ ||

অনন্তায় বিরূপায় অনন্তানাময়ায় চ |

শাশ্বতায় বরিষ্ঠায় বারিগর্ভায় যোগিনে || ১০ ||

সংস্থিতায়াম্ভসাং মধ্যে আবয়োর্মধ্যবর্চসে |

গোপ্ত্রে হর্ত্রে সদা কর্ত্রে নিধনায়েশ্বরায় চ || ১১ ||

অচেতনায় চিন্ত্যায় চেতনায়াসহারিণে |

অরূপায় সুরূপায় অনঙ্গায়াঙ্গহারিণে || ১২ ||

ভস্মদিগ্ধশরীরায় ভানুসোমাগ্নিহেতবে |

শ্বেতায় শ্বেতবর্ণায় তুহিনাদ্রিচরায় চ || ১৩ ||

সুশ্বেতায সুবক্ত্রায নমঃ শ্বেতশিখায চ |

শ্বেতাস্যায মহাস্যায নমস্তে শ্বেতলোহিত || ১৪ ||

সুতারায বিশিষ্টায নমঃ দুন্দুভিনে হর |

শতরূপবিরূপায নমঃ কেতুমতে সদা || ১৫ ||

ঋদ্ধিশোকবিশোকায পিনাকায কপর্দিনে |

বিপাশায সুপাশায নমস্তে পাশনাশিনে || ১৬ ||

সুহোত্রায হবিষ্যায সুব্রহ্মণ্যায সূরিণে |

সুমুখায সুবক্ত্রায দুর্দমায দমায চ || ১৭ ||

কঙ্কায কঙ্করূপায কঙ্কণীকৃতপন্নগ |

সনকায নমস্তুভ্যং সনাতন সনন্দন || ১৮ ||

সনৎকুমার সারঙ্গমারণায মহাত্মনে |

লোকাক্ষিণে ত্রিধামায নমো বিরজসে সদা || ১৯ ||

শঙ্খপালায় শঙ্খায় রজসে তমসে নমঃ |

সারস্বতায় মেধায় মেঘবাহনে তে নমঃ || ২০ ||

সুবাহায় বিবাহায় বিবাদবরদায় চ |

নমঃ শিবায় রুদ্রায় প্রধানায় নমোনমঃ || ২১ ||

ত্রিগুণায় নমস্তুভ্যং চতুর্ব্যূহাত্মনে নমঃ |

সংসারায় নমস্তুভ্যং নমঃ সংসারহেতবে || ২২ ||

মোক্ষায় মোক্ষরূপায় মোক্ষকর্ত্রে নমোনমঃ |

আত্মনে ঋষয়ে তুভ্যং স্বামিনে বিষ্ণবে নমঃ || ২৩ ||

নমো ভগবতে তুভ্যং নাগানাং পতয়ে নমঃ |

ওঁকারায় নমস্তুভ্যং সর্বজ্ঞায় নমো নমঃ || ২৪ ||

সর্বায় চ নমস্তুভ্যং নমো নারায়নায় চ |

নমো হিরণ্যগর্ভায় আদিদেবায় তে নমঃ || ২৫ ||

নমোস্ত্বজায় পতয়ে প্রজানাং ব্যূহহেতবে |

মহাদেবায় দেবানামীশ্বরায় নমো নমঃ || ২৬ ||

শর্বায় চ নমস্তুভ্যং সত্যায় শমনায় চ |

ব্রহ্মণে চৈব ভূতানাং সর্বজ্ঞায় নমো নমঃ || ২৭ ||

মহাত্মনে নমস্তুভ্যং প্রজ্ঞারূপায় বৈ নমঃ |

চিতয়ে চিতিরূপায় স্মৃতিরূপায় বৈ নমঃ || ২৮ ||

জ্ঞানায় জ্ঞানগম্যায় নমস্তে সংবিদে সদা |

শিখরায় নমস্তুভ্যং নীলকণ্ঠায় বৈ নমঃ || ২৯ ||

অর্ধনারীশরীরায় অব্যক্তায় নমো নমঃ |

একাদশবিভেদায় স্থাণবে তে নমঃ সদা || ৩০ ||

নমঃ সোমায় সূর্যায় ভবায় ভবহারিণে |

যশস্করায় দেবায় শঙ্করায়েশ্বরায় চ || ৩১ ||

নমোংবিকাধিপতয়ে উমায়াঃ পতয়ে নমঃ |

হিরণ্যবাহবে তুভ্যং নমস্তে হেমরেতসে || ৩২ ||

নীলকণ্ঠায় বিত্তায় শিতিকণ্ঠায় বৈ নমঃ |

কপর্দিনে নমস্তুভ্যং নাগাঙ্গাভরণায় চ || ৩৩ ||

বৃষারূঢ়ায় সর্বস্য হর্ত্রে কর্ত্রে নমোনমঃ |

বীররামাতিরামায় রামনাথায় তে বিভো || ৩৪ ||

নমো রাজাধিরাজায় রাজ্ঞামধিগতায় তে |

নমঃ পালাধিপতয়ে পালাশাকৃন্ততে নমঃ || ৩৫ ||

নমঃ কেয়ুরভূষায় গোপতে তে নমোনমঃ |

নমঃ শ্রীকণ্ঠনাথায় নমো লিকুচপাণয়ে || ৩৬ ||

ভুবনেশায় দেবায় বেদশাস্ত্র নমোস্তু তে |

সারঙ্গায় নমস্তুভ্যং রাজহংসায় তে নমঃ || ৩৭ ||

কনকাঙ্গদহারায নমঃ সর্পোপবীতিনে |

সর্পকুণ্ডলমালায কটিসূত্রীকৃতাহিনে || ৩৮ ||

বেদগর্ভায গর্ভায বিশ্বগর্ভায তে শিব |

|| ইতি শ্রীলিঙ্গে মহাপুরাণে শ্রীবিষ্ণুদেবকৃত মহেশ্বর স্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ||

[রেফারেন্স- শ্রীলিঙ্গমহাপুরাণ/পূর্বভাগ/১৮ নং অধ্যায়]

---

8. কূর্মপুরাণোন্তর্গত শ্রীকৃষ্ণকৃত পরমেশ্বর শিবের স্তব:-

নমোঽস্তু তে শাশ্বত সর্ব্বযোনে ব্রহ্মাধিপং ত্বামৃষযো বদন্তি |

তপশ্চ সত্ত্বঞ্চ রজস্তমশ্চ ত্বামেব সর্ব্বং প্রবদন্তি সন্তঃ || ৬২ ||

ত্বং ব্রহ্মা হরিরথ বিশ্বযোনিরগ্নিঃ সংহর্ত্তা দিনকরমণ্ডলাধিবাসঃ |

প্রাণস্ত্বং হুতবহবাসবাদিভেদ- স্ত্বামেকং শরণমুপৈমি দেবমীশম্ || ৬৩ ||

সাংখ্যাস্ত্বাং ত্রিগুণমথাহুরেকরূপং যোগাস্ত্বাং সততমুপাসতে হৃদিস্থম্ |

বেদাস্ত্বামভিদধতীহ রুদ্রমীড্যং ত্বামেকং শরণমুপৈমি দেবমীশম্ || ৬৪ ||

ত্বৎপাদে কুসুমমথাপি পত্রমেকং দত্বাসৌ ভবতি বিমুক্তবিশ্ববন্ধঃ |

সর্ব্বাঘং প্রণুদতি সিদ্ধ যোগিজুষ্টং স্মৃত্বা তে পদযুগলং ভবৎপ্রসাদাৎ ||৬৫ ||

যস্যাশেষবিভাগহীনমমলং হৃদ্যন্তরাবস্থিতং, তত্ত্বং জ্যোতিরনন্তমেকমচলং সত্যং পরংসর্ব্বগম্ |

স্থানং প্রাহুরনাদিমধ্যনিধনং যস্মাদিদং জায়তে নিত্যংত্বাহমুপৈমিসত্যবিভবং বিশ্বেশ্বরংতং শিবম ||৬৬ ||

ওঁ নমো নীলকণ্ঠায ত্রিনেত্রায চ রংহসে |

মহাদেবায তে নিত্যমীশানায নমো নমঃ || ৬৭ ||

নমঃ পিনাকিনে তুভ্যং নমো মুণ্ডায দণ্ডিনে |

নমস্তে বজ্রহস্তায দিগ্বস্ত্রায কপর্দ্দিনে || ৬৮ ||

নমো ভৈরবনাদায কালরূপায দংষ্ট্রিনে |

নাগযজ্ঞোপবীতায নমস্তে বহ্নিরেতসে || ৬৯ ||

নমোঽস্তু তে গিরীশায স্বাহাকারায তে নমঃ |

নমো মুক্তাট্টহাসায ভীমায চ নমো নমঃ || ৭০ ||

নমস্তে কামনাশায নমঃ কালপ্রথাথিনে |

নমো ভৈরববেশায হরায চ নিষঙ্গিণে || ৭১ ||

নমোঽস্তু তে ত্র্যম্বকায নমস্তে কৃত্তিবাসসে |

নমোঽম্বিকাধিপতযে পশুনাং পতযে নমঃ || ৭২ ||

নমস্তে ব্যোমরূপায ব্যোমাধিপতযে নমঃ |

নরনারীশরীরায সাংখ্যযোগপ্রবর্ত্তিনে || ৭৩ ||

নমো ভৈরবনাথায দেবানুগতলিঙ্গিনে |

কুমারগুরবে তুভ্যং দেবদেবায তে নমঃ || ৭৪ ||

নমো যজ্ঞাধিপতয়ে নমস্তে ব্রহ্মচারিণে |

মৃগব্যাধায় মহতে ব্রহ্মাধিপতয়ে নমঃ || ৭৫ ||

নমো হংসায় বিশ্বায় মোহনায় নমো নমঃ |

যোগগম্যায় যোগমায়ায় তে নমঃ || ৭৬ ||

নমস্তে প্রাণপালায় ঘন্টানাদপ্রিয়ায় চ |

কপালিনে নমস্তুভ্যং জ্যোতিষাং পতয়ে নমঃ || ৭৭ ||

নমো নমো নমস্তুভ্যং ভূয় এব নমো নমঃ |

মহ্যং সর্ব্বাত্মনা কামান্ প্রপচ্ছ পরমেশ্বর || ৭৮ ||

[রেফারেন্স- কূর্মমহাপুরাণ/পূর্ব্বভাগ/ ১৫ নং অধ্যায়]

---

9. শ্রীপুষ্পদন্তগন্ধর্বরাজ বিরচিতং মহিম্নস্তোত্রম্:-

মহিম্নঃ পারং তে পরমবিদুষো যদ্যসদৃশী

স্তুতির্ব্রহ্মাদীনামপি তদবসন্নাস্ত্বয়ি গিরঃ |

অথাবাচ্যঃ সর্বঃ স্বমতিপরিণামাবধি গৃণন্

মমাপ্যেষ স্তোত্রে হর নিরপবাদঃ পরিকরঃ || ১ ||

অতীতঃ পন্থানং তব চ মহিমা বাঙ্মনসযো-

রতদ্ব্যাবৃত্ত্যাযং চকিতমভিধত্তে শ্রুতিরপি |

স কস্য স্তোতব্যঃ কতিবিধগুণঃ কস্য বিষয়ঃ

পদে ত্বর্বাচীনে পততি ন মনঃ কস্য ন বচঃ || ২ ||

মধুস্ফীতা বাচঃ পরমমমৃতং নির্মিতবতস্

তব ব্রহ্মন্ কিং বাগপি সুরগুরোর্বিস্ময়পদম্ |

মম ত্বেতাং বাণীং গুণকথনপুণ্যেন ভবতঃ

পুনামীত্যর্থেঽস্মিন্ পুরমথন বুদ্ধির্ব্যবসিতা || ৩ ||

তবৈশ্বর্যং যত্তজ্জগদুদয়রক্ষাপ্রলয়কৃত্

ত্রয়ীবস্তু ব্যস্তং তিসৃষু গুণভিন্নাসু তনুষু |

অভব্যানামস্মিন্ বরদ রমণীয়ামরমণীম্

বিহন্তুং ব্যাক্রোশীং বিদধত ইহৈকে জড়ধিয়ঃ || ৪ ||

কিমীহঃ কিঙ্কায়ঃ স খলু কিমুপায়স্ত্রিভুবনম্

কিমাধারো ধাতা সৃজতি কিমুপাদান ইতি চ |

অতর্ক্যৈশ্বর্যে ত্বয্যনবসর দুঃস্থো হতধিয়ঃ

কুতর্কোঽয়ং কাংশ্চিন্মুখরয়তি মোহায় জগতঃ || ৫ ||

অজন্মানো লোকাঃ কিমবয়ববন্তোঽপি জগতাম-

ধিষ্ঠাতারং কিং ভববিধিরনাদৃত্য ভবতি |

অনীশো বা কুর্যাদ্ ভুবনজননে কঃ পরিকরো

যতো মন্দাস্ত্বাং প্রত্যমরবর সংশেরত ইমে || ৬ ||

ত্রয়ী সাংখ্যং যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি

প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি চ |

রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিল নানাপথজুষাম্

নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব || ৭ ||

মহোক্ষঃ খট্বাংগং পরশুরজিনং ভস্ম ফণিনঃ

কপালং চেতীয়ত্তব বরদ তংত্রোপকরণম্ |

সুরাস্তাং তামৃদ্ধিং দধতি তু ভবদ্ভূপ্রণিহিতাং

ন হি স্বাত্মারামং বিষয়মৃগতৃষ্ণা ভ্রময়তি || ৮ ||

ধ্রুবং কশ্চিত্ সর্বং সকলমপরস্ত্বধ্রুবমিদং

পরো ধ্রৌব্যাঽধ্রৌব্যে জগতি গদতি ব্যস্তবিষয়ে |

সমস্তেঽপ্যেতস্মিন্ পুরমথন তৈর্বিস্মিত ইব

স্তবন্ জিহ্রেমি ত্বাং ন খলু ননু ধৃষ্টা মুখরতা || ৯ ||

তবৈশ্বর্যং যত্নাদ্যদুপরি বিরিংচির্হরিরধঃ

পরিচ্ছেতুং যাতাবনলমনলস্কংধবপুষঃ |

ততো ভক্তিশ্রদ্ধা-ভরগুরু-গৃণদ্ভ্যাং গিরিশ যত্

স্বযং তস্থে তাভ্যাং তব কিমনুবৃত্তির্ন ফলতি || ১০ ||

অযত্নাদাপাদ্য ত্রিভুবনমবৈরব্যতিকরং

দশাস্যো যদ্বাহূনভৃত রণকণ্ডূ-পরবশান্ |

শিরঃপদ্মশ্রেণী-রচিতচরণাম্ভোরুহবলেঃ

স্থিরাযাস্ত্বদ্ভক্তেস্ত্রিপুরহর বিস্ফূর্জিতমিদম্ || ১১ ||

অমুষ্য ত্বত্সেবা-সমধিগতসারং ভুজবনম্

বলাত্ কৈলাসেঽপি ত্বদধিবসতৌ বিক্রমযতঃ |

অলভ্যা পাতালেঽপ্যলসচলিতাঙ্গুষ্ঠশিরসি

প্রতিষ্ঠা ত্বয্যাসীদ্ ধ্রুবমুপচিতো মুহ্যতি খলঃ || ১২ ||

যদৃদ্ধিং সুত্রাম্ণো বরদ পরমোচ্চৈরপি সতীম্

অধশ্চক্রে বাণঃ পরিজনবিধেযত্রিভুবনঃ |

ততচ্চিত্রং তস্মিন্ বরিবসিতরি ত্বচ্চরণযোর্ -

ন কস্যা উন্নত্যৈ ভবতি শিরসস্ত্বয্যবনতি || ১৩ ||

অকাণ্ডব্রহ্মাংডক্ষযচকি-দেবাসুরকৃপা

বিধেযস্যাঽঽসীদ্যস্ত্রিনযন বিষং সংহৃতবতঃ |

স কল্মাষঃ কণ্ঠে তব ন কুরুতে ন শ্রিযমহো

বিকারোঽপি শ্লাধ্যো ভুবনভযভঙ্গব্যসনিনঃ || ১৪ ||

অসিদ্ধার্থা নৈব ক্বচিদপি সদেবাসুরনরে

নিবর্তন্তে নিত্যং জগতি জযিনো যস্য বিশিখাঃ |

স পশ্যন্নীশত্বামিতরসুরসাধারণমভূত্

স্মরঃ স্মর্তব্যাত্মা ন হি বশিষু পথ্যঃ পরিভবঃ || ১৫ ||

মহী পাদাঘাতাদ্ ব্রজতি সহসা সংশযপদম্

পদং বিষ্ণোর্ভ্রাম্যদ্ ভুজ-পরিঘরুগ্ণ-গ্রহগণম্ |

মুহুর্দ্যৌর্দৌস্থ্যং যাত্যনিভৃতজটাতাডিততটা

জগদ্রক্ষাযৈ ত্বং নটসি ননু বামৈব বিভুতা || ১৬ ||

বিযদ্ব্যাপী তারাগণগুণিতফেনোদ্ গম-রুচিঃ

প্রবাহো বারাং যঃ পৃষতলঘুদৃষ্টঃ শিরসি তে |

জগদ্দ্বীপাকারং জলধিবলযং তেন কৃতমিত্যনেনৈবোন্নেযং

ধৃতমহিম দিব্যং তব বপুঃ || ১৭ ||

রথঃ ক্ষোণী যন্তা শতধৃতিরগেংদ্রো ধনুরথো

রথাঙ্গে চন্দ্রার্কৌ রথচরণপাণিঃ শর ইতি |

দিধক্ষোস্তে কোঽযং ত্রিপুরতৃণমাডংবরবিধিঃ

বিধেযৈঃ ক্রীডন্ত্যো ন খলু পরতন্ত্রাঃ প্রভুধিযঃ || ১৮ ||

হরিস্তে সাহস্রং কমল বলিমাধায পদযো-

র্যদেকোনে তস্মিন্ নিজমুদহরন্নেত্রকমলম্ |

গতো ভক্ত্যুদ্রেকঃ পরিণতিমসৌ চক্রবপুষা

ত্রযাণাং রক্ষাযৈ ত্রিপুরহর জাগর্তি জগতাম্ || ১৯ ||

ক্রতৌ সুপ্তে জাগ্রত্ত্বমসি ফলযোগে ক্রতুমতাং

ক্ব কর্ম্ং প্রধ্বস্তং ফলতি পুরুষারাধনমৃতে |

অতস্ত্বাং সংপ্রেক্ষ্য ক্রতুষু ফলদানপ্রতিভুবং

শ্রুতৌ শ্রদ্ধাং বধ্বা কৃতপরিকরঃ কর্ম্সু জনঃ || ২০ ||

ক্রিযাদক্ষো দক্ষঃ ক্রতুপতিরধীশস্তনুভৃতাং

ঋষীণামার্ত্বিজ্যং শরণদ সদস্যাঃ সুরগণাঃ |

ক্রতুভ্রোষস্ত্বত্তঃ ক্রতুফলবিধান-ব্যসনিনো

ধ্রুবং কর্তুঃ শ্রদ্ধাবিধুরমভিচারায হি মখাঃ || ২১ ||

প্রজানাথং নাথ প্রসভমভিকং স্বাং দুহিতরং

গতং রোহিদ্ ভূতাং রিরমযিষুমৃশ্যস্য বপুষা |

ধনুঃ পাণের্যাতং দিবমপি সপত্রাকৃতমমুম্

ত্রসন্তং তেঽদ্যাপি ত্যজতি ন মৃগব্যাধরভসঃ || ২২ ||

স্বলাবণ্যাশংসাধৃতধনুষমহ্নায তৃণবত্

পুরঃ প্লুষ্টং দৃষ্ট্বা পুরমথন পুষ্পাযুধমপি |

যদি স্ত্রৈণং দেবী যমনিরত! দেহার্ধঘটনা-

দবৈতি ত্বামদ্ধা বত বরদ মুগ্ধা যুবতযঃ || ২৩ ||

শ্মশানেষ্বাক্রীডা স্মরহর! পিশাচাঃ সহচরা-

শ্চিতাভস্মালেপঃ স্রগপি নৃকরোটীপরিকরঃ |

অমঙ্গল্যং শীলং তব ভবতু নামৈবমখিলম্

তথাপি স্মর্তৃণাং বরদ! পরমং মঙ্গলমসি || ২৪ ||

মনঃ প্রত্যক্-চিত্তে সবিধমবধাযাত্তমরুতঃ

প্রহৃষ্যদ্রোমাণঃ প্রমদসলিলোত্সঙ্গতিদৃশঃ |

যদালোক্যাহলাদং হ্রদ ইব নিমজ্যামৃতমযে

দধত্যন্তস্তত্ত্বং কিমপি যমিনস্তত্কিল ভবান্ || ২৫ ||

ত্বমর্কস্ত্বং সোমস্ত্বমসি পবনস্ত্বং হুতবহস্

ত্বমাপস্ত্বং ব্যোম ত্বমু ধরণিরাত্মা ত্বমিতি চ |

পরিচ্ছিন্নামেবং ত্বযি পরিণতা বিভ্রতু গিরম্

ন বিদ্মস্তত্তত্ত্বং বযমিহ তু যত্ত্বং ন ভবসি || ২৬ ||

ত্রযীং তিস্রো বৃত্তীস্ত্রিভুবনমথো ত্রীনপি সুরা

নকারাদ্যৈর্বর্ণৈস্ত্রিভিরভিদধত্তীর্ণবিকৃতি |

তুরীযং তে ধাম ধ্বনিভিরবরুন্ধানমণুভিঃ

সমস্তং ব্যস্তং ত্বাং শরণদ গৃণাত্যোমিতি পদম্ || ২৭ ||

ভবঃ শর্বো রুদ্রঃ পশুপতিরথোগ্রঃ সহমহাং

স্তথা ভীমেশানাবিতি যদভিধানাষ্টকমিদম্ |

অমুষ্মিন্-প্রত্যেকং প্রবিচরতি দেব শ্রুতিরপি

প্রিযাযাস্মৈ ধাম্নে প্রণিহিতনমস্যোঽস্মি ভবতে || ২৮ ||

নমো নেদিষ্ঠায প্রিযদব দবিষ্ঠায চ নমো

নমঃ ক্ষোদিষ্ঠায স্মরহর মহিষ্ঠায চ নমো

নমো বর্ষিষ্ঠায ত্রিনযন যবিষ্ঠায চ নমঃ

নমঃ সর্বস্মৈ তে তদিদমতিসর্বায চ নমঃ || ২৯ ||

বহুলরজসে বিশ্বোত্পত্তৌ ভবায নমোনমঃ

প্রবলতমসে তত্ সংহারে হরায নমো নমোনমঃ

জনসুখকৃতে সত্ত্বোদ্রিক্তৌ মৃডায নমোনমঃ

প্রমহসি পদে নিস্ত্রৈগুণ্যে শিবায নমোনমঃ || ৩০ ||

কৃশপরিণতি চেতঃ ক্লেশবশ্যং ক্ব চেদম্ ক্ব চ তব গুণসীমোল্লঙ্ঘিনী শশ্বদৃদ্ধিঃ |

ইতি চকিতমমন্দীকৃত্য মাং ভক্তিরাধাদ্বরদ চরণযোস্তে বাক্য-পুষ্পোপহারম্ || ৩১ ||

অসিতগিরিসমং স্যাত্কজ্জলং সিন্ধুপাত্রে সুরতরুবরশাখা লেখনী পত্রমুর্বী |

লিখতি যদি গৃহীত্বা শরদা সর্বকালম্ তদপি তব গুণানামীশ পারং ন যাতি || ৩২ ||

অসুরসুরমুনীন্দ্রৈরর্চিতস্যেন্দুমৌলেঃ গ্রথিতগুণমহিম্নো নির্গুণস্যেশ্বরস্য |

সকলগণবরিষ্ঠঃ পুষ্পদন্তাভিধানো রুচিরমলঘুবৃত্তৈঃ স্তোত্রমেতচ্চকার || ৩৩ ||

অহরহরনবদ্যং ধূর্জটেঃ স্তোত্রমেতত্ পঠতি পরমভক্ত্যা শুদ্ধচিত্তঃ পুমান্যঃ |

স ভবতি শিবলোকে রুদ্রতুল্যস্তথাত্র প্রচুরতরধনায়ুঃ পুত্রবান্ কীর্তিমাংশ্চ || ৩৪ ||

মহেশান্নাপরো দেবো মহিম্নো নাপরা স্তুতিঃ |

অঘোরান্নাপরো মংত্রো নাস্তি তত্ত্বং গুরোঃ পরম্ || ৩৫ ||

দীক্ষা দানং তপস্তীর্থং জ্ঞানং যাগদিকাঃ ক্রিযাঃ |

মহিম্নস্তব পাঠস্য কলাং নার্হংতি ষোডশীম্ || ৩৬ ||

কুসুমদশননামা সর্বগন্ধর্বরাজঃ

শিশুশশিধরমৌলের্দেবদেবস্য দাসঃ |

স খলু নিজ মহিম্নো ভ্রষ্ট এবাস্য রোষাত্

স্তবনমিদমকার্ষীদ্ দিব্যদিব্যং মহিম্নঃ || ৩৭ ||

সুরবরমুনিপূজ্য স্বর্গমোক্ষৈকহেতুম্

পঠতি যদি মনুষ্যঃ প্রাঞ্জলির্নান্যচেতাঃ |

ব্রজতি শিবসমীপং কিন্নরৈঃ স্তূযমানঃ

স্তবনমিদমমোঘং পুষ্পদন্তপ্রণীতম্ || ৩৮ ||

আসমাপ্তমিদং স্তোত্রং পুণ্যং গন্ধর্বভাষিতম্ |

অনৌপম্যং মনোহারি শিবমীশ্বরবর্ণনম্ || ৩৯ ||

ইত্যেষা বাঙ্ময়ী পূজা শ্রীমচ্ছঙ্করপাদযোঃ |

অর্পিতা তেন দেবেশঃ প্রীযতাং মে সদাশিবঃ || ৪০ ||

তব তত্ত্বং ন জানামি কীদৃশোঽসি মহেশ্বর |

যাদৃশোঽসি মহাদেব তাদৃশায নমো নমঃ || ৪১ ||

এককালং দ্বিকালং বা ত্রিকালং যঃ পঠেন্নরঃ |

সর্বপাপবিনির্মুক্তঃ শিব লোকে মহীযতে || ৪২ ||

শ্রী পুষ্পদন্তমুখপঙ্কজনির্গতেন

স্তোত্রেণ কিল্বিষহরেণ হরপ্রিযেণ |

কণ্ঠস্থিতেন পঠিতেন সমাহিতেন

সুপ্রীণিতো ভবতি ভূতপতির্মহেশঃ || ৪৩ ||

যদক্ষরং পদং ভ্রষ্টং মাত্রাহীনং চ যদ্ভবেত্ |

তত্সর্বং ক্ষম্যতাম্ দেব্! প্রসীদ পরমেশর! || ৪৪ ||

|| ইতি শ্রী পুষ্পদন্তগন্ধর্বরাজবিরচিতং শিবমহিম্নঃ স্তোত্রং সমাপ্তম্ ||

---

10. কাশ্মীর শৈবসাধক শ্রী অভিনবগুপ্ত রচিত ভৈরব স্তোত্রম্:-

ব্যাপ্ত চরাচর ভাব বিশেষম্ চিন্ময মেকমনন্ত অনাদিম্ |

ভৈরব নাথমনাথ শরণ্যম্ তন্ময চিত্ত তথা হৃদি বন্দে || ১ ||

ত্বন্ময মেতদ শেষ মিদানি ভাতি মম ত্বদনুগ্রহ শক্ত্যা |

ত্বম চ মহেশ সদৈব মমাত্মা স্বাত্ম মযং মম তেন সমস্তম্ || ২ ||

স্বাত্মনি বিশ্বগতে ত্বযি নাথে তেন ন সংসৃতি ভীতে কথাস্তি |

সত্স্বপি দুর্ধর দুঃখ বিমোহ ত্রাস বিধাযিষু কর্ম গণেষু || ৩ ||

অন্তক মাম প্রতিমা দৃশমেনা ক্রোধ করাল তমাং বিনিধেহি |

শংকর সেবন চিন্তন ধীরো ভীষণ ভৈরব শক্তি মযোস্মি || ৪ ||

ইত্থমুপোদেব বন্ময সংবিদ ধীধিতা দরিত ভুরি তমিস্তরঃ |

মৃত্যু যমান্তক কর্ম পিশাচৈর নাথ নমোস্তু ন জাতু বিভেতি || ৫ ||

প্রোদিত সত্য বিবোধ মরীচি প্রোক্ষিত বিশ্ব পদার্থ সতত্বঃ |

ভাব পরামৃত নির্ভর পূর্ণ ত্বব্যঃ মাত্মানি নিবৃতি মেমি || ৬ ||

মানস গোচর মেতি যদৈব ক্লেশ দশা তনু তাপ বিধাত্রী |

নাথ তদৈব মম ত্বদভেদ স্তোত্র পরামৃত বৃষ্টি রুদ্রেতও || ৭ ||

শংকর সত্য মিদম ব্রত দান স্নান তপো ভব তাপ বিদারি |

তাবক শাস্ত্র পরামৃত চিন্তা স্যন্দতি চেতসি নিবৃতি ধারাম্ || ৮ ||

নৃত্যতি গাযতি দৃষ্যতি গাঢম সম্বিদিযম মম ভৈরবনাথঃ |

ত্বাম প্রিযমাপ্য সুদর্শন মেকম দুর্লভ মন্য জনৈ সম যজ্ঞম্ || ৯ ||

বসুরস পৌষে কৃষ্ণ দশম্যা অভিনব গুপ্তঃ স্তব মিম মকরোত্ |

যেন বিভুর ভব মরু সন্তাপম শমযতি ঝটিতি জনস্য দযালু || ১০ ||

|| ইতি শ্রীঅভিনবগুপ্তাচার্যকৃতং ভৈরবস্তোত্রং সমাপ্তম্ ||

---

11. ক্রিয়োড্ডীশ মহাতন্ত্ররাজোক্ত মহামৃত্যুঞ্জয় কবচম্ :-

অস্য মৃত্যুঞ্জযমন্ত্রস্য বামদেবঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ মৃতুঞ্জযো দেবতা

সাধকাভীষ্টসিদ্ধ্যর্থে বিনিযযোগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ |

ওঁ শিরো মে সর্ব্বদা পাতু মৃত্যুঞ্জযসদাশিবঃ |

ত্রিরক্ষরস্বরূপো মে বদনং চ মহেশ্বরঃ || ৩ ||

পঞ্চাক্ষরাত্মা ভগবান্ ভুজৌ মে পরিরক্ষতু |

মৃত্যুঞ্জযস্ত্রিবীজাত্মা আয়ুঃ রক্ষতু মে সদা || ৪ ||

বিল্বমূলসমাসীনো দক্ষিণামূর্ত্তিরব্যযঃ |

সদা মে সর্ব্বতঃ পাতু ষট্‌ত্রিংশদ্বর্ণরূপধৃক্ || ৫ ||

দ্বাবিংশত্যক্ষরো রুদ্রঃ কুক্ষৌ মে পরিরক্ষতু |

ত্রিবর্ণাত্মা নীলকন্ঠঃ কন্ঠং রক্ষতু সর্ব্বদা || ৬ ||

চিন্তামণির্বীজপুরে হ্যর্দ্ধনারীশ্বরো হরঃ |

সদা রক্ষতু মে গুহ্যং সর্ব্বসম্পৎপ্রদাযকঃ || ৭ ||

ত্রিরক্ষরঃ স্বরূপাত্মা কূটরূপী মহেশ্বরঃ |

মার্ত্তণ্ডভৈরবো নিত্যং পাদৌ মে পরিরক্ষতু || ৮ ||

ওঁ জুং সঃ মহাবীজস্বরূপস্ত্রিপুরান্তকঃ |

ঊর্দ্ধমুর্দ্ধনি চেশানো মম রক্ষতু সর্ব্বদা || ৯ ||

দক্ষিণস্যাং মহাদেবো রক্ষেন্মে গিরিনাযকঃ |

অঘোরাখ্যো মহাদেবঃ পূর্ব্বস্যাং পরিরক্ষতু || ১০ ||

বামদেবঃ পশ্চিমস্যাং সদা মে পরিরক্ষতু |

উত্তরস্যাং সদা পাতু সদ্যোজাতঃ স্বরূপধৃক্ || ১১ ||

ইত্থং রক্ষাকরং দেবি কবচং দেবদুর্লভম্ |

প্রাতমধ্যাহ্নকালে তু যঃ পঠেৎ শিবসন্নিধৌ || ১২ ||

সোঽভীষ্টফলমাপ্নোতি কবচস্য প্রসাদতঃ |

কবচং ধারযেদ্ যস্তু সাধকো দক্ষিণে ভুজে || ১৩ ||

সর্ব্বসিদ্ধিকরং পুণ্যং সর্ব্বারিষ্টবিনাশনম্ |

যোগিনীভূতবেতালাঃ প্রেতকুষ্মাণ্ডপন্নগাঃ || ১৪ ||

ন তস্য হিংসাং কুর্ব্বন্তি পুত্রবত্যা লযন্তি তে |

পঠিত্বাঽভ্যর্চ্চযেদ্ দেবি যথাবিধিপুরঃসরম্ || ১৫ ||

লক্ষঞ্চ মূলমন্ত্রস্য পুরশ্চরণমুচ্যতে |

তদ্ধারণে মহাদেবি ! মৃত্যুরোগবিনাশনম্ || ১৬ ||

এবং যঃ কুরুতে মর্ত্যঃ পুণ্যাং গতিমবাপ্নুযাৎ |

ইতি জ্ঞাতং মহাদেবি ! তস্য বক্ত্রে স্থিতং সদা || ১৭ ||

কবচস্য প্রসাদেন মৃত্যুমুক্তো ভবেন্নরঃ |

অন্যথা সিদ্ধিহানিঃ স্যাৎ সত্যমেতন্মনোরমে || ১৮ ||

তব স্নেহান্মহাদেবী কথিতং কবচং শুভম্ |

ন দেযং কস্যচিদ্-ভদ্রে যদীচ্ছেদাত্মনো হিতম্ || ১৯ ||

|| ইতি ক্রিযোড্ডীশমহাতন্ত্ররাজে পার্ব্বতীপরমেশ্বরসংবাদে শ্রীমহামৃত্যুঞ্জয় - কবচং সমাপ্তম্ ||

[রেফারেন্স- ক্রিযোড্ডীশ মহাতন্ত্ররাজ/ ১৯ নং পটল]

---

12. মহানির্ব্বাণ তন্ত্রোক্ত মহেশ্বর শিবের পঞ্চরত্ন স্তোত্রম্:-

ॐ নমস্তে সতে সর্ব্বলোকাশ্রযায নমস্তে চিতে বিশ্বরূপাত্মকায |

নমোঽদ্বৈততত্ত্বায মুক্তিপ্রদায নমো ব্রহ্মনে ব্যাপিণে নির্গুণায || ৫৯ ||

ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যং ত্বমেকং জগদকারণং বিশ্বরূপম্ |

ত্বমেকং জগদকর্ত্তৃ পাতৃ প্রহর্ত্তৃ ত্বমেকং পরং নিশ্চলং নির্বিকল্পম্ || ৬০ ||

ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণাং গতিঃ প্রণিনাং পাবনং পাবনানাম্ |

মহোচ্চৈঃপদানাং নিয়ন্তৃ ত্বমেকং পরেষাং পরং রক্ষকং রক্ষকাণাম্ || ৬১ ||

পরেশ প্রভো সর্ব্বরূপাবিনাশিন্ননির্দ্দেশ্য সর্বেন্দ্রিয়াগম্য সত্য |

অচিন্ত্যাক্ষর ব্যাপকাব্যক্ততত্ত্ব জগদ্ভাসকাধীশ পায়াদপায়াৎ || ৬২ ||

তদেকং স্মরামস্তদেকং জপামস্তদেকং জগদসাক্ষীরূপং নমামঃ |

সদেকং নিধাকং নিরালম্বমীষং ভবাম্ভোধিপোতং শরণ্যং ব্রজামঃ ||

পঞ্চরত্নমিদং স্তোত্রং ব্রহ্মণঃ পরমাত্মণঃ |

যঃ পঠেৎ প্রযতো ভূত্বা ব্রহ্মসাযূজ্যমাপ্নুয়াৎ ||

|| ইতি তে কথিতং দেবী পঞ্চরত্নং মহেশিতুঃ ||

[রেফারেন্স - মহানির্ব্বাণ্ তন্ত্রম্ / তৃতীয়োল্লাসঃ]

13.মহাকাল স্তোত্রম্

ওঁ মহাকাল মহাকায মহাকাল জগত্পতে |

মহাকাল মহাযোগিন্ মহাকাল নমোঽস্তু তে ||

মহাকাল মহাদেব মহাকাল মহাপ্রভো |

মহাকাল মহারুদ্র মহাকাল নমোঽস্তু তে ||

মহাকাল মহাজ্ঞান মহাকাল তমোঽপহন্ |

মহাকাল মহাকাল মহাকাল নমোঽস্তু তে ||

ভবায চ নমস্তুভ্যং শর্বায চ নমো নমঃ |

রুদ্রায চ নমস্তুভ্যং পশুনাং পতযে নমঃ ||

উগ্রায চ নমস্তুভ্যং মহাদেবায বৈ নমঃ |

ভীমায় চ নমস্তুভ্যং মিশানায নমো নমঃ ||

ঈশ্বরায নমস্তুভ্যং তৎপুরুষায বৈ নমঃ |

সদ্যোজাত নমস্তুভ্যং শুক্লবর্ণ নমো নমঃ ||

অধঃ কালাগ্নিরুদ্রায রুদ্ররূপায বৈ নমঃ |

স্থিত্যুৎপত্তিলযানাং চ হেতুরূপায বৈ নমঃ |

পরমেশ্বররূপস্তবং নীলকণ্ঠ নমোঽস্তু তে ||

পবনায নমস্তুভ্যং হুতাশন নমোঽস্তু তে |

সোমরূপ নমস্তুভ্যং সূর্যরূপ নমোঽস্তু তে ||

যজমান নমস্তুভ্যং আকাশায নমো নমঃ |

সর্বরূপ নমস্তুভ্যং বিশ্বরূপ নমোঽস্তু তে ||

ব্রহ্মরূপ নমস্তুভ্যং বিষ্ণুরূপ নমোঽস্তু তে |

রুদ্ররূপ নমস্তুভ্যং মহাকাল নমোঽস্তু তে ||

স্থাবরায নমস্তুভ্যং জঙ্গমায নমো নমঃ |

নমঃ উভযরূপাভ্যাং শাশ্বতায নমো নমঃ ||

হূঁ হূঁঙ্কার নমস্তুভ্যং নিষ্কলায নমো নমঃ |

সচিদানন্দরূপায মহাকালায তে নমঃ ||

প্রসীদ মে নমো নিত্যং মেঘবর্ণ নমোঽস্তু তে |

প্রসীদ মে মহেশান দিগ্বাসায নমো নমঃ ||

ওঁ হ্রীং মাযাস্বরূপায সচ্চিদানন্দতেজসে |

স্বাহা সম্পূর্ণমন্ত্রায সোঽহং হংসায তে নমঃ ||

ইত্যেবং দেব দেবস্য মহাকালস্য ভৈরবী |

কীর্তিতং পূজনং সম্যক্ সাধকানাং সুখাবহম্ ||

|| শ্রীমহাকালস্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ||

||ইতি শিব স্তোত্রাবলী সমাপ্তম্ ||

https://issgt100.blogspot.com

➢ অধ্যায় নং 25- মুদ্রা প্রকরণ :-

কূর্মমুদ্রা



সুরভীমুদ্রা/ধেনুমুদ্রা



অবগুণ্ঠন মুদ্রা/সকলীকরণ মুদ্রা



পঞ্চমুখী মুদ্রা



সাষ্টাঙ্গ প্রণাম



কুরঙ্গমুদ্রা(ভস্মন্যাসের সময়)



নমষ্কার মুদ্রা



শূলমুদ্রা/ত্রিশূলমুদ্রা



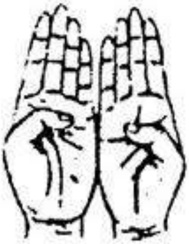
তত্ত্ব মুদ্রা



মৃগমুদ্রা




আবাহনী
স্থাপনী
সন্নিধাপনী
সন্নিরোধিনী
সম্মুখীকরণ
পরমীকরণ



আবাহনীমুদ্রা



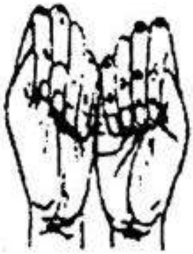
স্থাপনীমুদ্রা



সন্নিধাপনীমুদ্রা



সন্নিবোধনীমুদ্রা



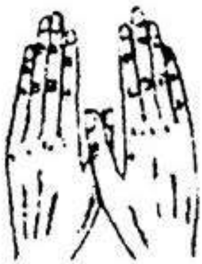
সম্মুখকরনীমুদ্রা



অবগুন্ঠনমুদ্রা



ধেনুমুদ্রা



পরমীকরনমুদ্রা

আবাহনের সময় পঞ্চমুদ্রা প্রদর্শন করাইবেন–

পঞ্চমুদ্রা অর্থাৎ আবাহনী, স্থাপনী, সন্নিধাপনী, সন্নিবোধনী এবং সম্মুখকরনীমুদ্রা, পরে হুঁ মন্ত্রে অবগুন্ঠন, বং মন্ত্রে ধেনুমুদ্রা ও পরমীকরনমুদ্রা দেখাইয়া দেবদেবীকে পূজার সময় স্থির হইয়া পরিবার সমেত থাকিতে প্রার্থনা করিবেন।



তত্ত্বমুদ্রা



লেলিহানমুদ্রা



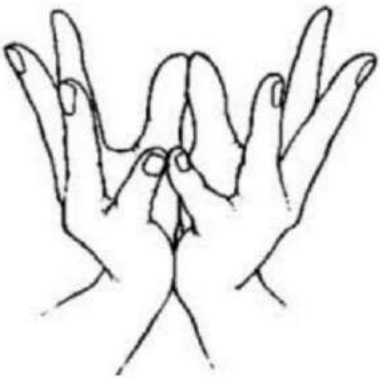
সংহারমুদ্রা
বিসর্জনের মন্ত্র বলিবার সময়



লিঙ্গমুদ্রা



পদ্মমুদ্রা



বীজ মুদ্রা





যোনি মুদ্রা



➢ অধ্যায় নং - 26

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর পর্ব:-

1.প্রশ্ন: শিবলিঙ্গে কি তুলসী পাতা অর্পণ করা যায়? পরমেশ্বর শিবকে আর কোন কোন পত্র অর্পণ করা যায়?

উত্তর: হ্যাঁ, দেওয়া যায়। শিবমহাপুরাণ এবং শৈব আগমগুলিতে শিবকে তুলসীপাতা দেওয়ার বিধান রয়েছে। বঙ্গীয় রীতির সাথে আগমোক্ত শৈব রীতির ভিন্নতা থাকতেই পারে, তবে শিবপূজার ক্ষেত্রে শৈব আগমোক্ত মতই বেশি মান্যতা পাবে। পরমেশ্বর শিবকে তুলসী পাতা নিবেদনের অর্থ এই নয় যে তিনি পরমবৈষ্ণব। শিব যেহেতু সাক্ষাৎ পরমেশ্বর তাই তাঁকে সবকিছুই দেওয়া যায়। শিবকে বৈষ্ণব ভেবে তুলসী পাতা অর্পণ করা হলে সেই অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য। তবে শিবকে বিল্বপত্র দেওয়ার বিধান সার্বজনীন এবং সর্বশাস্ত্র মান্য। তাই বিল্বপত্রের দ্বারাই প্রধানত শিবার্চন করবেন আপনারা।

শৈব আগম মতে পরমেশ্বর শিবকে বিল্বপত্র, কুশ, দূর্বা, তুলসী, কৃষ্ণ তুলসী, জম্বুক, নাগনন্দিকা, শমী, করবী, ধুতুরা, ত্রিকালমল্লিকা, তপস্বিনী, দ্রোণপুষ্প, ভদ্রা, বিষ্ণুক্রান্তা, শঙ্খিনী, গোক্ষুর, নন্দ্যাবর্ত, কনকাম্বরা প্রভৃতি বৃক্ষের পত্র অর্পণ করা যায়।

2.প্রশ্ন: শিবলিঙ্গে কি সিঁদুর বা সিঁদুরের বিন্দু/টিপ দেওয়া যায়?

উত্তর: শৈবশাস্ত্রে শিবলিঙ্গে সিঁদুরের পরিবর্তে কুঙ্কুমের টিপ বা কুঙ্কুম দেওয়ার বিধান আছে। বিশেষ কোনো তান্ত্রিক বা অঘোর ক্রিয়ার ক্ষেত্রে সিঁদুর ব্যবহার হতেই পারে, তবে সেটির সাথে গৃহে শিবার্চনের কোনো সম্পর্ক নেই। কেউ একান্তই যদি চান তাহলে শিবের ব্রহ্মযোনি ভাগ অর্থাৎ গৌরীপট্টে সিঁদুর নিবেদন করতেই পারেন। তবে কুঙ্কুমের অভাবে শিবলিঙ্গে অঙ্কিত ত্রিপুণ্ড্রের মাঝখানে গোলাকার বিন্দু হিসেবে সিঁদুরও ব্যবহার করতে পারেন। তবে শিবলিঙ্গে সিঁদুর না ব্যবহার করাই শ্রেয়।

3.প্রশ্ন: শিবলিঙ্গে কি বৈষ্ণব তিলক দেওয়া যায়?

উত্তর: একদম না। কেননা এটি সম্পূর্ণ মনগড়া এবং শৈবশাস্ত্র বিরুদ্ধ। শিবলিঙ্গে একমাত্র ত্রিপুণ্ড্রই অঙ্কন করতে হয়, এটাই শাস্ত্রসম্মত বিধান।

4.প্রশ্ন: শিবলিঙ্গে কীসের তৈরী ত্রিপুণ্ড্র অঙ্কন করা উচিৎ?

উত্তর: সাধারণত ভস্মের ত্রিপুণ্ড্র। তবে অভাবে খড়িমাটি অথবা যেকোনো ধরনের মাটি দিয়ে তৈরী ত্রিপুণ্ড্র ব্যবহারের উল্লেখ আছে শিবমহাপুরাণে। **[শিঃপুঃ/বিদ্যেঃসঃ/২১/৫৬]**সাধারণত গৃহস্থদের ক্ষেত্রে গোবর/ঘুঁটে পুড়িয়ে তৈরী ভস্ম অথবা হোম/অগ্নিহোত্রের ভস্ম ব্যবহার করার বিধান আছে।

5.প্রশ্ন: একসাথে একই স্থানে কি দুটো শিবলিঙ্গের পূজা করা উচিৎ?

উত্তর: একসাথে একঘরে দুটো শিবলিঙ্গ রাখা বা পূজা করা উচিৎ নয়। শিবলিঙ্গ হচ্ছে একটি Source of Positive Energy Field. এখন দুটি সমধর্মী শক্তিক্ষেত্রে একসাথে একঘরে থাকলে সেটির পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া বাড়ির বাস্তুতে পড়তে পারে। তবে মন্দিরে একাধিক শিবলিঙ্গ থাকতেই পারে। কেননা মন্দিরের বাস্তু এবং গৃহের বাস্তু সম্পূর্ণ আলাদা। তবে শিবের ছবির ক্ষেত্রে এরকম কোনো নিয়ম নেই।

6.প্রশ্ন: শিবলিঙ্গ কি কোনো যৌনাঙ্গকে ইঙ্গিত করে?

উত্তর: কখনই না। সংস্কৃতে 'লিঙ্গ' শব্দটির অর্থ হল চিহ্ন বা প্রতীক। শিবলিঙ্গ নিরাকার পরমেশ্বর পরমশিবের প্রতীক। নির্গুণ-সগুণ অর্থাৎ নির্গুণ ও সগুণ এই দুইয়ের অন্তর্বর্তী অবস্থাই শিবলিঙ্গ। "লযনাল্লিঙ্গমিত্যুক্তং তত্রৈব নিখিলং জগতৎ " **[শিঃপুঃ/রুঃসংঃ/সৃঃখঃ/১০/৩৮]** – প্রলয়ের পর সমগ্র নিখিল জগৎ-সংসার এই শিব-অঙ্গেই লয়প্রাপ্ত হয় তাই একে শিবলিঙ্গ বলে। কৃষ্ণ যজুর্বেদের তৈত্তিরীয় আরণ্যকের দশম প্রপাঠকের ১৬ নং অনুবাকে শিবলিঙ্গের উল্লেখ আছে শব্দপ্রমাণ সহ (লিঙ্গসূক্ত)। শ্রীবৃষভেন্দ্র পণ্ডিত শিবাচার্য এবং শৈবপণ্ডিত শ্রী উমাচিগি শঙ্কর শাস্ত্রী মহাশয় এই মতের সপক্ষে ভাষ্য করে গেছেন, এমন কি পুরাতন

বেদভাষ্যকার সায়ণাচার্যও এই ১৬ নং অনুবাকে উল্লিখিত বেদবাক্যসমূহকে পরমেশ্বর শিবের উদ্দেশ্যেই সমর্পিত করে গেছেন তাঁর ভাষ্যে।

7.প্রশ্ন: পরমেশ্বর শিব কি গঞ্জিকা খান?

উত্তর: একদম না। শৈব আগম, শিবমহাপুরাণ সহ অন্যান্য সার্বজনীন মান্য শাস্ত্রে, পুরাণে কোথাও এমন কথা বলা নেই। গঞ্জিকা/ভাং সেবন শিবের চারপাশে থাকা গণেরা যেমন – ভূত, পিশাচ, ভৃঙ্গী, শৃঙ্গী, মহাকাল এনারা। যদিও বাংলায় এই অপপ্রচারের উপর ভিত্তি করেই শিবকে গঞ্জিকা প্রদান করা হয়, যেটা সম্পূর্ণ শৈবশাস্ত্র বিরুদ্ধ।

8.প্রশ্ন: বঙ্গে প্রচলিত শিবমূর্তিতে শিবের ঘন গোঁফ-দাড়ি, ভুঁড়ি এসব দেখানো হয়। এটা কি শাস্ত্র সম্মত?

উত্তর: কখনই শাস্ত্রসম্মত নয়। কেননা শিবমহাপুরাণ, শৈব আগম, তন্ত্র ইত্যাদি শাস্ত্রে সাকার শিবের যে ধ্যান মন্ত্র পাওয়া যায় সেখানে এসব মনগড়া অপবাদ যেমন - ভুঁড়ি, গোঁফ, হাতে কলকি এসবের কোনো উল্লেখ নেই। বরং শাস্ত্রে শিবকে যোগীশ্বর, যোগেশ্বর, নটেশ্বর, নটরাজ এবং চিরযৌবন সম্পন্ন এইসব স্বরূপে বর্ণন করা হয়েছে।

9.প্রশ্ন: শিবলিঙ্গ না শিবমূর্তি কোন স্বরূপের পূজা অধিক উত্তম?

উত্তর: দুটো মার্গই উত্তম। কেননা উভয়ের মধ্যে বস্তুত ভেদ নেই। তবে শৈব আগম অজিত-আগমে বলা হয়েছে যে শিবলিঙ্গ পূজার চেয়ে উত্তম অপর কোনো ধর্ম নেই ত্রিজগতে। **[অজিতাগম/ক্রিয়াপাদ/১৮/৬]** শিবলিঙ্গে একই সাথে মাতা আদিশক্তি, ব্রহ্মা, শ্রীবিষ্ণুদেব এবং রুদ্রদেব অবস্থান করেন। কোনো শিবলিঙ্গের চারপাশের পবিত্র শৈবক্ষেত্রে পুরো চতুর্দশভুবনই সূক্ষ্মভাবে অবস্থান করে, বলছে শিবহাপুরাণ **[বিদ্যেশ্বর সংহিতা]** ও মহানির্বাণ তন্ত্র। **[মহাঃনিঃতঃ/১৪/১৮]** মহাভারতে ব্যাসদেব বলছেন যে – যিনি পরমেশ্বর শিবকে সর্বব্যাপী জেনে তাঁর লিঙ্গস্বরূপের অর্চনা করেন তার প্রতি পরমেশ্বর শিব অধিক প্রসন্ন হন। **[মহাঃভাঃ/দ্রোণঃপঃ/১৬৯/৬৪]**

10.প্রশ্ন: পরমেশ্বর শিব কি পরমবৈষ্ণব?

উত্তর: কখনই না। কেননা নির্গুণ পরমেশ্বরকে কোনো গুণ বা উপমা দ্বারা সীমাবদ্ধ করা যায় না। শৈবপুরাণের পাশাপাশি বৈষ্ণব পুরাণ গুলিতেও বলা আছে যে সদাশিব থেকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্রদেব প্রকটিত হন। তাই সদাশিব হলেন ত্রিদেব জনক। সুতরাং বঙ্গদেশে প্রচলিত এই প্রবাদটি গুজব ছাড়া আর কিছুই না। আর শম্ভু মানে যে সেটা সর্বদা শিবকে বোঝাবে তেমন কোনো মানে নেই। একজন শিবগণের নামও শম্ভু। আবার মহর্ষি ধ্রুবের একজন পুত্রের/বংশধরের নাম হল শম্ভু, যিনি পরমবৈষ্ণব ছিলেন। সুতরাং পরমেশ্বর সদাশিব কখনই বৈষ্ণব নন। বরং স্কন্দমহাপুরাণে স্পষ্টভাবেই

শ্রীবিষ্ণুদেবকে পরমশৈব বলা হয়েছে – **“নাস্তি শৈবাগ্রণীবির্ষ্ণো” [স্কঃপুঃ/মাহেঃখঃ/অরুণাঃমাঃ/উত্তঃ/৪/৫৬,নবভারত]।**

মহাভারতে, শিবপুরাণে, লিঙ্গপুরাণে এবং কূর্মমহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণকেও পরমশৈব (পাশুপত মতে দীক্ষিত) বলা হয়েছে।

“স এস রুদ্রভক্তশ্চ কেশবো রুদ্রসম্ভবঃ |

সর্ব্বরূপং ভবং জ্ঞাতা লিঙ্গে যো অর্চযেৎ প্রভুম্ || ৬২||”

[মহাঃভাঃ/দ্রোঃপঃ/১৬৯/৬২]

- ব্যাসদেব বললেন যে- জগদীশ্বর শিবকে সর্বভূতে ব্যাপ্ত জেনে যিনি তাঁর লিঙ্গস্বরূপের অর্চনা করতেন সেই নারায়ণই হল এই কৃষ্ণ, যিনি শিবাংশ হতে জাত এবং শিবভক্ত।

11. প্রশ্ন: পরমেশ্বর শিব কি পরমশাক্ত?

উত্তর: অজন্মা, শাশ্বত, সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম যিনি, যিনি ত্রিগুণাতীত তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর শিব। তিনি না শাক্ত, না বৈষ্ণব। এসবের উর্ধ্বে তিনি। তিনি অকুল, নিরঞ্জন। সুতরাং তিনি কেনইবা কারও অর্চনা বা স্তুতি করতে যাবেন? পরমেশ্বর শিব কারও স্তুতি বা ভজনা করেন না সেটার প্রমাণ স্পষ্টভাবেই শিবমহাপুরাণ এবং পদ্মপুরাণে উল্লিখিত রয়েছে। **[শিঃপুঃ/কোঃরুঃসঃ/৪২/১৫ & পদ্মপুরাণ/পাতাঃখঃ/১১৪/২৪৭-**

২৪৮]সাকার অবস্থায় রুদ্রস্বরূপে তিনি যদি কারও স্তুতি করেও থাকেন সেটা তাঁর সম্মানার্থে, তাঁর মহিমা প্রচারের নিমিত্তে এবং জগৎবাসীকে শিক্ষা প্রদানের নিমিত্তে।

বিশেষ কিছু কিছু শাক্ত তন্ত্রে শিব বলেছেন যে – শক্তির অথবা দেবী কালিকার বা দেবী ষোড়শীর অর্চনা করে তিনি মৃত্যুঞ্জয়, শিব, ত্রিপুরান্তক এসব পদ লাভ করতে পেরেছেন। তবে এই কথনের সঠিক অন্তর্নিহিত অর্থ ও সঠিক মীমাংসা জানতে হবে আগে। অর্চনা বা স্তুতি করার অর্থ আরাধনা নয় বা অধীনত্ব নয়, বরং তাঁর সম্মান করা এবং জগতবাসীর সমক্ষে তাঁর মহিমাকে ছড়িয়ে দেওয়া। ব্যবহারিক পর্যায়ে শিব যদি নিজের শক্তির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনার্থে তাকে প্রণিপাতও করে থাকেন তবে তাতে তাঁর পরমেশ্বরত্বের(পরমব্রহ্মত্ব) খণ্ডন হয়ে যাবে এবং শিব দেবীর চেয়ে ছোট হয়ে যাবেন এমন কোনো মানে নেই। অর্চনা কথার অর্থ হল- নিজের হৃদয় পদ্মে শ্রদ্ধা, প্রেম আর আবেগের মোড়কে আগলে রাখা, সম্মান করা, যেমনটা পরমেশ্বর শিব দেবী আদ্যাশক্তি মাতা পার্বতীকে সদা নিজের হৃদপদ্ম জুড়ে রাখেন। ব্যবহারিক পর্যায়ে সেই স্ত্রীরুপিনী শক্তি উমাই সেই সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর শিবের পরিপূরক, সহধর্মিণী, মনবল, বিশ্বাস, সহায়িকা এবং গৃহিণী। যোনিতন্ত্রে মহাদেব নিজে এই কথা বলেছেন – **“পূজযামি সদাদুর্গে হৃদপদ্মে সুরসুন্দরী” - যোনি তন্ত্রম্ /প্রথম পটল/ ৯নং শ্লোক** – হৃদপদ্মে অর্চনা অর্থাৎ হৃদয়ে আগলে রাখা, স্মরণ

করা এবং শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা। পরমার্থে কুলাতীত অদ্বিতীয় নির্গুন ব্রহ্ম পরমেশ্বর শিব কোনো নিয়মেই আবদ্ধ নন কিন্তু ব্যবহারিক পর্যায়ে তিনিই আবার নিজেকে স্বেচ্ছায় বেঁধে রাখেন, সীমাবদ্ধ করে নেন নিজেকে। বহু তন্ত্রে সদাশিব একথাও বলে গেছেন যে – সেই আদিভূতসনাতন পরব্রহ্ম শিব/আদিনাথের অর্চনা করে তিনি অজর অমর হয়েছেন। **[কামাখ্যা তন্ত্র/৫/৪-৫]** আবার পরক্ষণেই কিছু তন্ত্রে তিনি বলছেন যে – তাঁর(শিবের) চেয়ে উপরে আর কোনো সত্ত্বা নেই, কোনো সর্বেশ্বর প্রভু নেই। **[মহাঃনিঃতঃ/২/১০ & গোরক্ষ সংঃ/১/১২/১৯৯-২০০]** সুতরাং সাকার অবস্থায় শিব কর্তৃক কারও স্তব বলুন, অর্চনা বলুন এসব কিছুই পরমেশ্বর শিবের লীলা মাত্র জগতবাসীকে শিক্ষা প্রদানের নিমিত্তে।

12. প্রশ্ন: পরমেশ্বর শিব কি দেবী ভুবনেশ্বরী বা দেবী ত্রিপুরাসুন্দরীর পায়ের নীচে বসে সর্বদা তাঁর জপ করেন?

উত্তর: এই মত কখনই মান্য নয়। কেননা এরফলে শৈব তন্ত্র এবং শাক্ত তন্ত্রগুলিতে সদাশিবকে যে পরব্রহ্ম পরমেশ্বর বলা হয়েছে সেই মতের খণ্ডন হয়ে যায়, শিববাক্যের উলঙ্ঘন হয়ে যায় সাথে যোগশাস্ত্র, বেদশাস্ত্র, উপনিষদ, মহাভারত এবং বড় বড় সাধকদের মতবাদও মিথ্যা হয়ে যায়। তাহলে এর সঠিক মীমাংসা কি? আমরা যদি যোগশাস্ত্র অধ্যয়ন করি তাহলে সেখানেই এর মীমাংসা পাওয়া যায়। যোগশাস্ত্র মতে পরমেশ্বর

শিবের অনেকগুলি স্বরূপ আছে। এদের মধ্যে পঞ্চশিব অন্যতম যেমন – ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর এবং মনোন্মন সদাশিব। শৈবাগম মতে এনারা যথাক্রমে পরমেশ্বর সদাশিবের পাঁচটি মস্তকের স্বরূপমাত্র। শাক্তমতে এই পঞ্চশিবই আসলে দেবীর মঞ্চের পাঁচটি পায়া রূপে থাকেন এবং যথাক্রমে সৃষ্টি, স্থিতি, লয়, তিরোভাব ও অনুগ্রহ করে থাকেন। এনারা সেই দেবীর জপ করে থাকেন, পরমশ্বর শিব নয়। এই পায়াস্বরূপ পঞ্চশিবের উপরে মঞ্চ রূপে যিনি সায়িত থাকেন **(আজ্ঞাচক্রে)** তিনিও পরমেশ্বরের একটি স্বরূপ মাত্র তাঁকেও সদাশিব বলে। সেই সদাশিবের নাভি হতে প্রস্ফুটিত সহস্রদল পদ্মে বসে থাকেন সাক্ষাৎ পরমশিব, তাঁকেই সাকার অবস্থায় আবার শ্রীকুলে মহাকামেশ্বর বলা হয়। তাঁকে যোগশাস্ত্রে, তন্ত্রান্তরে সদাশিবও বলা হয়ে থাকে। ইনিই নির্গুণ পরমব্রহ্ম এবং এনার বাম ক্রোড়ে অথবা বাম পার্শ্বে পরাশক্তি কুলকুণ্ডলিনী স্বরূপে বিরাজ করেন দেবী শিবা অর্থাৎ দেবী পার্বতীরই পরমস্বরূপ মাতা ত্রিপুরাসুন্দরী। পরব্রহ্মের শক্তিকে তাই পরমব্রহ্মস্বরূপিণীও বলা হয়ে থাকে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে পরমেশ্বর শিবের পরমব্রহ্মত্বের কখনই খণ্ডন হচ্ছে না। কেউ যদি জোড় পূর্বক শিবকে দেবীর সেবক বা দেবী হতে সৃষ্ট বলে দাবী করে তাহলে তার সেই মত বেদশাস্ত্র, উপনিষদ, যোগশাস্ত্র , শৈবতন্ত্র, শৈবআগম এবং শাক্ত তন্ত্রেরও বিরুদ্ধ হয়ে যায় এবং বেদশাস্ত্র(শ্রুতিশাস্ত্র) বিরুদ্ধ মত কখনই মান্যতা লাভ করতে পারে না। “পরমাত্মা শিব কখনই স্বয়ং অপর

কারও থেকে উৎপন্ন হননা এবং সর্বেশ্বর পরমব্রহ্ম পরমাত্মাই সর্ব ঐশ্বর্যশালী হওয়ায় সাক্ষাৎ শিব নাম ধারণ করেন" – **[শিঃপুঃ/কৈঃসংঃ/১২/৭-১০]**

13. প্রশ্ন: পরমেশ্বর শিব কার ধ্যান করেন?

উত্তর: পরমেশ্বর শিব বস্তুত কারও ধ্যান করেন না। শিবমহাপুরাণ সহ পদ্মপুরাণেও তিনি নিজে একথা বলেছেন। **[শিঃপুঃ/কোঃরুঃসঃ/৪২/১৫ & পদ্মপুরাণ/পাঃখঃ/১১৪/২৪৭-২৪৮]** বরং সেই পরমেশ্বর শিবের ধ্যানেই সকল যোগীগণ এবং শ্রীবিষ্ণুদেবও মগ্ন থাকেন। একথা বলছে স্বয়ং মহাভারত। **[মহাঃভাঃ/অনুশাসন পঃ/১৩/৫-৯]** শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে বলা হয়েছে সেই পরমশম্ভু, নির্গুণ ব্রহ্ম, আদিনারায়ণ ইত্যাদি নামে বোধিত পরমেশ্বর সদাশিবের ধ্যানেই শ্রীহরি জলশায়ী হন। **[শঃসঃতন্ত্র/ছিন্নঃখঃ/৮/২-৪]** পরমেশ্বর শিবকে সাকার গুণাত্মক রুদ্র/হর স্বরূপে কৈলাসে ধ্যানরত অবস্থায় দেখে থাকি আমরা, কারণ তিনি শান্ত, নিশ্চল, সত্যস্বরূপ ও তূরীয়। তিনি নিজেরই আত্মস্বরূপ, পরমস্বরূপ নির্গুণ পরমশিব/সদাশিব অবস্থার সাথে একাত্ম হয়ে থাকেন। এই অবস্থাকেই মাণ্ডূক্য উপনিষদের ৭ নং শ্লোকে বলা হয়েছে – "শান্তং শিবং অদ্বৈতং" । তিনি এইভাবে ধ্যানস্থ অবস্থায় থাকেন কেবলমাত্র জগতবাসীকে শিক্ষা প্রদানের নিমিত্তে। ধ্যানস্থ শিব সৃষ্টির পূর্বের অব্যক্ত অবস্থাকে বোঝায় এবং নৃত্যরত শিব সৃষ্টি, স্থিতি, লয়, তিরোভাব ও অনুগ্রহ এই পঞ্চকৃত্যকে বোঝায়।

14. প্রশ্ন: পরমেশ্বর শিব কি পঞ্চমুখে রামনাম করেন?

উত্তর: এটি শুধুমাত্র বঙ্গে প্রচলিত একটি গুজব। কোনো মান্য শাস্ত্রে এরূপ কথা বলা নেই। যদিও পরবর্তীকালে অন্য সম্প্রদায়ের আগ্রাসনের ফলে বিশেষ কিছু কিছু নকল সংহিতার রচনা করা হয়। শুধুমাত্র কিছু মনগড়া কল্পকাহিনীর উপর ভিত্তি করেই এসব অপপ্রচার হয়ে এসেছে। ভগবান শিব চারমুখে বেদকে প্রকট করেছেন (মতান্তরে তাঁর নিশ্বাস থেকে বেদ প্রকটিত হয়েছে) এবং সাথে পঞ্চমুখে তিনি প্রণব ওঁকারের ব্যক্ত পাঁচ মাত্রাকে (অ, উ, ম, বিন্দু ও নাদ) সাথে পুরো তন্ত্র ও আগমকে প্রকট করেছেন। সাক্ষাৎ পরমেশ্বর যিনি, তিনি কেনইবা শ্রীবিষ্ণুদেবের অবতার, মনুষ্য যোনিতে আবির্ভূত শ্রীরামের ভক্তি করবেন? বরং শ্রীরামচন্দ্র ছিলেন পরমশৈব এবং শিবভক্ত। শিবগীতা পড়লে একথা আপনারা জানতে পারবেন। শুধু শ্রীরাম কেন, শ্রীকৃষ্ণও একজন পরম শিবভক্ত ছিলেন, তিনি পাশুপত শৈবধর্মে দীক্ষিত ছিলেন। একথা মহাভারত, শিবমহাপুরাণ, লিঙ্গপুরাণ, কূর্মপুরাণে স্পষ্টভাবেই উল্লিখিত রয়েছে। পরমেশ্বর তাঁর ভক্তের গুণগান ভক্তবাৎসল্যতার দরুন করে থাকেন। কোনো মহাত্মার নামে প্রশংসা করা আর তাঁর নাম জপ করা এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে।

15. প্রশ্ন: শিবপূজায় কোন কোন পুষ্প দেওয়া নিষেধ?

উত্তর: শৈব আগমে স্পষ্টভাবেই সদাশিব নির্দেশ দিচ্ছেন যে - কুন্দ, কেতকী, যুথীকা, নবমল্লিকা, নিম্ব, শিরীষ, কুষ্মাণ্ড, শাল্মলী, করঞ্জ, কুমুদ,

কিংশুক, লাঙ্গলী, অতিমুক্তা, বন্ধুকপুষ্প, কুসুম, দাড়িমী, মদয়ন্তি, মাধবী, সর্জক, বিভীতা, দীপ্তা, কার্পাস, শ্রীকর্ণ, মৎসাক্ষী এসব পুষ্প দেওয়া নিষেধ। কোনো রকমের নীচে পড়ে যাওয়া ফুল, বাসি ফুল, গন্ধহীন ফুল, উগ্রগন্ধের ফুল এসবও দেওয়া বারণ শৈবআগম মতে। তাছাড়া বঙ্গীয় আচার মতে শিবকে রক্তজবা, রক্তকরবী, সন্ধ্যামালতী, শেফালি এইসব ফুল দেওয়াও বারণ। তবে অভাবে ভক্তিসহকারে যেকোনো পুষ্প পরমেশ্বর শিবকে প্রদান করলে পরমেশ্বর তা গ্রহণ করবেন।

16. প্রশ্ন: শিবপূজায় কি কি ফুল দেওয়া যায়?

উত্তর: সাদা, লাল, হলুদ, কৃষ্ণ-নীল বর্ণ সবরকমেরই পুষ্পপ্রদানের বিধান আছে শৈব আগমে। শ্বেতপদ্ম, মল্লিকা/জ্যাসমিন, শঙ্খপুষ্প, মন্দার/আকন্দ, নন্দাবর্ত, তমাল, বহুকর্ণিকা, বকুল, চম্পক, দ্রোণপুষ্প, ভদ্রা, শ্বেতকরবী, নীলপদ্ম, বিষ্ণুক্রান্তা, গিরিকর্ণিকা, রক্তপদ্ম, পলাশ, রক্তউৎপল, ধুতুরা, রক্ত মন্দার, পাটলি, ব্যাঘ্রী, নীলকণ্ঠ, পট্টিকা, বৈজিকা, মুনিপুষ্প, বকফুল, শমীপুষ্প, জাতিপুষ্প, অর্কপুষ্প, বিজয়াপুষ্প, নীলোৎপল, শতপত্র, কুসুম, নাগচম্পা, পুন্নগা পুষ্প, কনক, কদম্ব, কুরণ্ড, পারিজাত, নাগদন্তি, চন্দ্রকান্তা, স্থলপদ্ম ইত্যাদি পুষ্প প্রদানের বিধান আছে শৈব আগমে। প্রধান শৈবাগম পূর্ব-কামিকাগমে লালবর্ণের করবী পুষ্প

প্রদানেরও বিধান আছে, বঙ্গীয় আচারে যেটি প্রদানের বিধান নেই। **[পূর্বকামিকাগম/ ৫/ ৪৫-৪৬]**

17. প্রশ্ন: শিব আর রুদ্রের মধ্যে তফাৎ কোথায়?

উত্তর: 'রুদ্র' শব্দটি স্থান, কাল, পাত্র ভেদে একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে বিভিন্ন শাস্ত্রে। আপনি যদি শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ, কৃষ্ণ যজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয় আরণ্যকের মহানারায়ণ উপনিষদ, শুক্ল যজুর্বেদীয় মাধ্যন্দিন-বাজসনেয়ী সংহিতার অন্তর্ভুক্ত রুদ্রসূক্ত, কূর্মমহাপুরাণ, শিবমহাপুরাণ, শিবগীতা, ঈশ্বরগীতা অধ্যয়ন করেন তাহলে সেইসব শাস্ত্রে রুদ্র বলতে অদ্বিতীয় পরমেশ্বর সদাশিবকে বোঝানো হয়েছে। আবার অনেক শৈব ও শাক্ত তন্ত্রে, শিবপুরাণে রুদ্র বলতে সদাশিবের একটি স্বরূপ লয়কর্তা রুদ্রদেবকে বোঝানো হয়েছে। আবার শিবপুরাণ, ঋগ্বেদীয় রুদ্রসূক্ত ইত্যাদি নানা শাস্ত্রে রুদ্র বলতে পরমেশ্বর রুদ্র ছাড়াও বাকি রুদ্রগণদের অর্থাৎ একাদশরুদ্র, কোটিরুদ্র, শতরুদ্র এদেরকে বোঝানো হয়ে থাকে।

18. প্রশ্ন: শিব আর মহাকালের মধ্যে তফাৎ কোথায়?

উত্তর: পরমেশ্বর সদাশিবের একটি ভৈরব স্বরূপ হচ্ছে মহাকাল। শিবমহাপুরাণ মতে শিবের দশটি বিদ্যাপতি স্বরূপের প্রথমটির নাম মহাকাল যেমনটা ঠিক দেবী আদ্যাশক্তি পার্বতী মা-এর দশমহাবিদ্যা স্বরূপের প্রথম স্বরূপের নাম কালী। যদি শৈব আগম শাস্ত্র অধ্যয়ন করা হয় তাহলে দেখা

যাবে যে মহাকাল হচ্ছেন শিবের একজন গণ তিনি কৈলাসের দ্বার রক্ষকও বটে।**[রৌরবাগম্/২/৩২/৬, দীপ্তাগম/৬৭/১ & যোগজাগম /৬/২৪৪]** পরমেশ্বর সদাশিবের চারপাশে থাকা পঞ্চাবরণের মধ্যে দ্বিতীয় আবরণে থাকা একজন গণ হলেন মহাকাল। শাক্তশাস্ত্র মহাকাল সংহিতার গুহ্যকালী খণ্ডেও মহাকালকে একজন শিবগণ বলা হয়েছে। **[মহাঃসংঃ/গুহ্যকাঃখঃ/১২/৫৬৫]** কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে মহাকাল শব্দের দ্বারা সাক্ষাৎ পরমেশ্বর শিবকে বোঝানো হয়ে থাকে। যেমন - মহাকাল স্তোত্রে মহাকালরূপী শিবের বন্দনা করা হয়েছে। শক্তিসঙ্গম তন্ত্রের ছিন্নমস্তা খণ্ডে মহাকালরূপী সদাশিবকে পূর্ণব্রহ্ম সনাতন বলা হয়েছে। **[শঃসঃতঃ/ছিন্নঃখঃ/৯/৫৮]**আবার স্বামী প্রজ্ঞানানন্দজী তাঁর ‘তন্ত্রে তত্ত্ব ও সাধনা’ পুস্তকে মহাকালকে নির্গুণ ব্রহ্ম সদাশিবের সগুণ স্বরূপ বলেছেন। **[পৃষ্ঠা- ৩৪-৩৫]**

19. প্রশ্ন: ত্রিদেব কারা?

উত্তর: ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র এরা ত্রিদেব। সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা রজগুণী, পালনকর্তা শ্রীবিষ্ণুদেব সত্ত্বগুণী এবং প্রলয়কর্তা রুদ্রদেব তমগুণী। এই ত্রিদেবের সৃষ্টি সদাশিব থেকে। এটাই শাস্ত্রসম্মত মত। প্রকৃতপক্ষে সদাশিবই নিজে রুদ্ররূপে কৈলাসে বসবাস করেন জগৎবাসীকে লীলা প্রদর্শনের নিমিত্তে।

20. প্রশ্ন: ত্রিদেবের সাথে শিবের কি সম্পর্ক?

উত্তর: এক পরমেশ্বর সদাশিবই ত্রিদেব হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। তাঁর থেকেই প্রকটিত হন ব্রহ্মা ও বিষ্ণুদেব। আর লীলা প্রদর্শনের জন্য তিনি নিজেও নিজের প্রকৃত স্বরূপকে মায়া দ্বারা আবৃত করে, নিজের ইচ্ছাতে নিজেকে সীমাবদ্ধ করে সাকার গুণাত্মক রুদ্রদেব(হর) হিসেবে প্রকটিত হন। তবে সেই মূল সদাশিব স্বরূপ কিন্তু অবিকৃতই থাকছে। সদাশিবকে এই জন্যই ত্রিদেবজনক বলা হয়েছে শিবমহাপুরাণ, তন্ত্র, শৈবআগম সহ অন্যান্য শাস্ত্রেও।

21. প্রশ্ন: শৈবদর্শনে অথবা তন্ত্র ,আগম ও যোগশাস্ত্র মতে শিবের কয়টি স্বরূপ? সপ্তশিবের পরিচয় কি?

উত্তর: শিবমহাপুরাণ, শৈবতন্ত্র, শৈবআগম, শাক্ততন্ত্র এসব অধ্যয়ন করলে জানা যায় যে – পরমেশ্বর সদাশিবের পাঁচটি সাকার স্বরূপ। যথা – ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর/মহেশ্বর ও সদাশিব।

ব্রহ্মা == সৃষ্টিকর্তা == সদ্যোজাত == অকার == ভূমিতত্ত্ব = নিবৃত্তি কলা

বিষ্ণু == পালনকর্তা == বামদেব == উকার == জলতত্ত্ব = প্রতিষ্ঠা কলা

রুদ্র == লয়কর্তা == অঘোর == মকার == আগুনতত্ত্ব = বিদ্যা কলা

ঈশ্বর == তিরোভাবকর্তা == তৎপুরুষ == বিন্দু == বায়ুতত্ত্ব = শান্তি কলা

সদাশিব == অনুগ্রহকর্তা == ঈশান == নাদ == আকাশ তত্ত্ব = শান্ত্যতীত

আমাদের দেহের সাতটি চক্রে অবস্থানকারী শিবস্বরূপ গুলিকে বলে সপ্তশিব। এনারা হলেন – ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর, সদাশিব(মনোন্মন), ইতরাখ্য শিব ও পরমশিব (সদাশিব)।

মূলাধার চক্রে ব্রহ্মা, স্বাধিষ্ঠান চক্রে বিষ্ণুদেব, মনিপুর চক্রে রুদ্র, অনাহত চক্রে ঈশ্বর/মহেশ্বর, বিশুদ্ধি চক্রে সদাশিব(মনোন্মন বা ঈশানদেব), আজ্ঞাচক্রে ইতরাখ্য শিব এবং সহস্রার পদ্মে পরমব্রহ্ম পরমাত্মা পরমেশ্বর পরমশিব(সদাশিব) অবস্থান করেন।

22. প্রশ্ন: সনাতন ধর্মের সর্বপ্রাচীন ধারা/গুরুপরম্পরা কোনটি?

উত্তর: শৈবধারা। প্রাচীন অদ্বৈত পাশুপত শৈবধারাই সর্বপ্রাচীন ধারা।

23. প্রশ্ন: শৈবদর্শন কয়টি ভাগে বিভক্ত? সেগুলির অন্তর্ভুক্ত গুরুপরম্পরা কি কি?

উত্তর: অদ্বৈত ত্রিক দর্শন (ঈশ্বরাদ্বয়বাদ), অদ্বৈত দর্শন (নন্দীকেশ্বর দর্শন), বিশিষ্ট-অদ্বৈত দর্শন (শিবাদ্বৈত), দ্বৈত দর্শন, রসেশ্বর দর্শন।

কাশ্মীর ত্রিক দর্শন = আগম ধারা, স্পন্দ ধারা, প্রত্যভিজ্ঞা ধারা, কুল ধারা, কৌলধারা

অদ্বৈত দর্শন = নন্দীকেশ্বর ধারা (নন্দীকেশ্বর কাশিকা ভিত্তিক) , শ্বেতঋষি প্রবর্তিত প্রাচীন পাশুপত ধারা, নাথ পরম্পরা , অবধূত শৈব সম্প্রদায়(কৌল এবং যোগমার্গিক)

বিশিষ্টাদ্বৈত দর্শন = শ্রৌত শৈব পরম্পরা, বীরশৈব পরম্পরা, লিঙ্গায়েত ধারা, লকুল পাশুপত ধারা

দ্বৈত দর্শন = তামিল শৈব সিদ্ধান্ত পরম্পরা

24. প্রশ্ন: সাকার অবস্থায় শিবের কয়টি মস্তক? কয়টি হাত? দেহের বর্ণ কি?

উত্তর: শিবপুরাণ ও শৈব আগমোক্ত ধ্যান মন্ত্র অনুযায়ী সদাশিবের পাঁচটি মস্তক এবং দশটি হাত। প্রত্যেক মস্তক ত্রিনেত্রবিশিষ্ট। তাঁর গাত্র বর্ণ শুদ্ধস্ফটিকের ন্যায় অথবা কর্পূরের ন্যায় গৌর ও উজ্জ্বল। শ্রুতিশাস্ত্রে তাঁর গায়ের রং সোনালী অর্থাৎ হিরণ্যবর্ণের বলা হয়েছে।

25. প্রশ্ন: শিবের পাঁচ মস্তকের নামগুলি কি কি?

উত্তর: শিবের পাঁচ মস্তকের নাম – সদ্যোজাত, বামদেব, অঘোর, তৎপুরুষ ও ঈশান।

26. প্রশ্ন: রুদ্রলোক আর শিবলোক এর মধ্যে কি তফাৎ?

উত্তর: রুদ্রলোক অর্থাৎ কৈলাস এবং শিবলোক হল পরমধাম জ্ঞানকৈলাস। ব্রহ্মরন্ধ্রে সহস্রার পদ্মকেই সেই জ্ঞানকৈলাস বলে, ইহা মাত্রাতীত, তুরীয়াতীত অবস্থা। রুদ্রলোক থেকে আত্মার পুনর্জন্ম হয় কিন্ত শিবলোকই হল সেই পরমপদ, নির্বাণমুক্তিস্থল, যেখানে পৌছালে আর পুনর্জন্ম হয়না অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে চিরমুক্তি লাভ করা সম্ভব। সদাশিবের যেমন স্থূলস্বরূপ রুদ্রদেব তেমনই জ্ঞানকৈলাসেরও স্থূলস্বরূপ হচ্ছে কৈলাস বা রুদ্রলোক। রুদ্রলোক প্রণব ওঁকারের তৃতীয়মাত্রা মকারকে প্রকাশ করে। অন্যদিকে শিবলোক ওঁকারের অ, উ, ম, বিন্দু, নাদ (অর্ধমাত্রা), নাদান্ত, সমনা, উন্মনারও ঊর্ধ্বে তূরীয়াতীত কলাতীত অন্তিমতম অব্যক্ত মাত্রাকে প্রকাশ করে। যোগশাস্ত্র শিবসংহিতাতে পরমেশ্বর শিব নিজেই পরমকৈলাসকে সহস্রারপুর অর্থাৎ পরমধাম বলেছেন। **[শিঃসংঃ/৫/১৫২]**

[ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ/পূঃভাঃ/১৯/১১ , নবভারত]

27. প্রশ্ন: শৈবমতে মুক্তির প্রকারভেদ কয়টি?

উত্তর: শিবমহাপুরাণ মতে মুক্তি পাঁচ প্রকারের যথা – সারূপ্য, সালোক্য, সান্নিধ্য, সাজুয্য এবং এবং কৈবল্যমুক্তি বা নির্বাণমুক্তি। শিবগীতা অনুযায়ী পঞ্চপ্রকার মুক্তির নামগুলি হল – সারূপ্য, সালোক্য, সার্ষ্ট্য, সাযুজ্য এবং কৈবল্য। শিবমহাপুরাণ এবং শিবগীতা মতে একমাত্র পরমেশ্বর শিবই এই পাঁচপ্রকারের মুক্তি দিতে সক্ষম। **[শিঃপুঃ/কোঃরুঃসংঃ/৪১/৩-৬]**

28. প্রশ্ন: পরমেশ্বর শিব কি আসলেই শব? শিব কি আসলেই অক্ষম?

উত্তর: এটা একদল বঙ্গীয় নতুন নতুন শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তিবর্গের অপপ্রচার। মা দক্ষিণাকালীকার ধ্যান মন্ত্র অনুযায়ী দক্ষিণাকালিকা শবরূপ মহাদেবের হৃদয়ের উপর সংস্থিতা। সুতরাং এখানে 'শব' কথাটির অন্তর্নিহিত অর্থ আগে জানতে হবে। শব অর্থাৎ নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, শান্ত, নিষ্কল অবস্থা, পরমশিব অবস্থা। অদ্বৈত বেদান্তে বর্ণিত সেই তৎ ব্রহ্ম অবস্থা, মাণ্ডূক্য উপনিষদে বর্ণিত সেই **'শান্তং শিবং অদ্বৈতম্'** অবস্থা', যে অবস্থায় শক্তিও সুপ্তভাবে পরমশিবের হৃদয়ে অবস্থিতা হন। ঋগ্বেদের নাসদীয় সূক্তমে এবং শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেও এই পরমশিব অবস্থার উল্লেখ মেলে। সেই জন্যই সদাশিব শান্ত, নিষ্ক্রিয় ও শবস্বরূপ কেননা তিনি মূলত কোনো কাজ করেননা(পরমার্থে), তিনি সবকিছুরই সাক্ষী। তিনি পূর্ণরূপ এবং অদ্বৈত সত্ত্বা। **[শঃসঃতঃ/তাঃখঃ/৪৬/২১ & শ্রীনেত্রতন্ত্র/২১/৪১]** এই পরমশিবের মনে নিজ চৈতন্যশক্তির দ্বারা যখন সৃষ্টির ইচ্ছা জন্মায় তখন সেই পরাশক্তি তাঁর হৃদয় থেকে স্ফুরিত হয় এবং জগৎচরাচরকে সৃষ্টি করে(ব্যবহারিক জগত), তাই তো সদাশিবের বুকের উপরেই মা কালিকা (আদ্যশক্তি) নৃত্যরতা কেননা পরমেশ্বরের হৃদয়াস্থিতা সেই পরাশক্তিই হলেন মা কালিকা। **[মহাঃনিঃতঃ/৪/২৫ & ২৯]** মহানির্বাণ তন্ত্র, আচার্য জয়রথ রচিত তন্ত্রালোকের টীকা, পরাপ্রবেশিকা, তান্ত্রিক গুরু, তন্ত্রে তত্ত্ব ও

সাধনা, কৌলজ্ঞাননির্ণয়, শারদাতিলক তন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করলেই এবিষয়ে ধারণা লাভ লরা যায়। সুতরাং শিব কখনই অক্ষম নন, তিনি তাঁর শক্তির দ্বারা সকল কৃত্য করে থাকেন এবং এই শক্তি শিবের থেকে কখনও আলাদা হন না, শিব সর্বদাই শক্তির সাথে যুক্ত থাকেন ঠিক যেমনটা মানুষ তার নিজের হৃদয়ের সাথে সর্বদা জুড়ে থাকে। শাস্ত্র একথা বলছে। **[গোরক্ষ সংঃ/১/১৬/৪৯ & শ্রীতন্ত্রালোক/৩/৬৭]** শিবের হৃদয়কেই পরাশক্তি/স্পন্দ/পরাচৈতন্য বলা হয়ে থাকে। সুতরাং পরমেশ্বর শিবকে নিয়ে রটানো সমস্ত রকমের গুজব শাস্ত্র বিরুদ্ধ এবং অমান্য।

29. প্রশ্ন: শিবলিঙ্গে কি স্পর্শদোষ লাগে?

উত্তর: শিবলিঙ্গ সর্বদাই স্পর্শদোষ মুক্ত। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে পরমেশ্বর সদাশিব আদ্যাশক্তি মাতা পার্বতীকে বলছেন যে - শ্রীদুর্গাদেবীর প্রতিমাতেও স্পর্ষদোষ লাগে কিন্তু শিবলিঙ্গে কখনই তা লাগে না। **[মহাঃনিঃতন্ত্র/১৪/২০-২১]**

30. প্রশ্ন: পরমেশ্বর শিব কেন গায়ে ভস্ম মাখেন?

উত্তর: ভস্মই অন্তিম সত্য। ভস্মই সেই চূড়ান্ত অঘোর অবস্থা। কেননা জগতের সবকিছুকেই একদিন ভস্মে বিলীন হতে হবে। তাই ভস্মও ব্রহ্মস্বরূপ। সর্বজগতই ভস্মময়। মায়ার কারণে সেই ভস্মই আমাদের কাছে চাকচিক্য, রঙিন ও লাবণ্যময় হিসেবে প্রতিভাত হয়। অগ্নি, বায়ু, জল, মাটি

ও আকাশ সবকিছুই আসলে ভস্মময়, সবকিছুরই অন্তিমরূপ সেই ভস্ম। পপরমেশ্বর শিব নিজ গাত্রে সেই ভস্মকে লেপন করে এই বার্তা দেন যে সবকিছুর অন্তিম গন্তব্যস্থল একমাত্র তিনিই। প্রলয়ের পর সবকিছুকেই তাঁর মধ্যে বিলীন হতে হবে।

31. প্রশ্ন: বাণলিঙ্গ পূজায় কারা অধিকারী?

উত্তর: শিবমন্ত্রে দীক্ষিতরা। পূজার নিয়ম সাধারণ শিবলিঙ্গের পূজার মতোই। শুধুমাত্র ধ্যান, প্রণাম মন্ত্র আলাদা হয়। বাণলিঙ্গের সাথে সর্বদা গৌরীপট্ট যুক্ত করেই পূজা করতে হয়।

32. প্রশ্ন: শ্বেত শিবলিঙ্গ, পারদলিঙ্গ কি গৃহে পূজ্য?

উত্তর: দীক্ষা ও গুরুর অনুমতি ব্যতীত কখনই নয়। শ্বেতলিঙ্গ, রৌদ্রলিঙ্গ এসবর পূজা গৃহে করা সঠিক নয়। শিব সাধক, সন্ন্যাসীদের জন্যই মূলত।

33. প্রশ্ন: শৈবমত কি বর্ণাশ্রম প্রথার সমর্থন করে?

উত্তর: না। কেননা সর্বজগতই যদি শিবময় হয় তাহলে বর্ণভেদের কোনো প্রশ্নই আসে না। আর দীক্ষার পর কে ব্রাহ্মণ আর কে শূদ্র, সকলেই এক। বর্ণাশ্রম প্রথার ঊর্ধ্বে শৈবরা অর্থাৎ শৈবরা অতিবর্ণাশ্রমী (বর্ণাশ্রমের ঊর্ধ্বে) হন। শৈবশাস্ত্রের বিভিন্ন অংশে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম (ব্রহ্মা দ্বারা প্রচারিত ধর্ম) এবং বর্ণাশ্রম প্রথাকে সমর্থন করে নির্দেশ দেওয়া রয়েছে কিন্তু যে ব্যক্তি শিবধর্ম মার্গে প্রতিষ্ঠিত তাঁর ক্ষেত্রে এই বর্ণাশ্রম প্রথার এইসব নিয়ম প্রযোজ্য নয়।

তিনি শিবধর্ম/শৈবধর্ম অনুসারে অতিবর্ণাশ্রমী হয়ে যাবতীয় ভেদাভেদের ঊর্দ্ধে উঠে যান।

34. প্রশ্ন: শৈবশাস্ত্র বলতে আমরা কি বুঝব?

উত্তর: শিবমহাপুরাণ, শৈবআগম, শৈবতন্ত্র, শিবসূত্র, মহেশ্বর সূত্র, যোগশাস্ত্র (যেমন – শিবসংহিতা ইত্যাদি), শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ সহ অন্যান্য শৈবউপনিষদ (বৈদিক ও শৈবসম্প্রদায় ভিত্তিক)এবং শৈব গুরুপরম্পরাগত শাস্ত্রসমূহকেই শৈবশাস্ত্র বলা হয়। সাথে রয়েছে লিঙ্গমহাপুরাণ, সূতসংহিতা, শিবগীতা, ঈশ্বরগীতা, ব্রহ্মগীতা, সূতগীতা, সৌরপুরাণ, শিবধর্মপুরাণ, মহেশ্বরপুরাণ, বেদোক্ত রুদ্রসূক্ত, শিবসংকল্পসুক্ত, রুদ্রাষ্টাধ্যায়ী, কৃষ্ণ যজুর্বেদের তৈত্তিরীয় আরণ্যক ও তৈত্তিরীয় সংহিতার বিশেষ কিছু অংশ, শিব বিষয়ক বিভিন্ন স্তোত্র, শৈবসাধক ও পণ্ডিতদের বাণী ও মতাদর্শ, শ্রুতিশাস্ত্র, ব্রহ্মসূত্র শৈবআগম প্রভৃতির উপরে শৈবপণ্ডিতদের দ্বারা রচিত বিভিন্ন শৈবভাষ্য ইত্যাদি। সাথে বায়ুপুরাণ, কূর্মমহাপুরাণ এই সকল শাস্ত্রে শিবতত্ত্ব, শৈবধারা, শিবধর্ম, শিবনীতি প্রভৃতি সম্পর্কিত বিশদ আলোচনা থাকার দরুন এই শাস্ত্রগুলিও শৈবশাস্ত্র হিসেবে মান্য।

35. প্রশ্ন: আলোচ্য পুস্তকটি মূলত শৈবাগমোক্ত আচার ভিত্তিক। কিন্ত কিছু কিছু অংশে কেন শৈব উপনিষদোক্ত, বৈদিক এবং শিবমহাপুরাণোক্ত মন্ত্রের ব্যবহার করা হয়েছে?

উত্তর: শিবপুরাণ সঠিকভাবে অধ্যয়ন করলে জানা যাবে যে শিবপুরাণের কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড উভয়েই শৈবআগম, শৈব উপনিষদ এবং বেদ শাস্ত্রের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। শিবপুরাণের একটি বৃহৎ অংশে শৈবাগমোক্ত আচার উল্লিখিত হয়েছে। সুতরাং আমরা শিবপুরাণোক্ত মন্ত্র, রীতিনীতিগুলিকে আগমোক্ত আচারে ব্যবহার করতেই পারি।

অন্যদিকে শৈবসিদ্ধান্ত আগমগুলির জ্ঞান ও কর্মকাণ্ড একদম শ্রুতিশাস্ত্রের অনুকুল(শ্রৌত) তাই বেদোক্ত বা শৈব উপনিষদোক্ত মন্ত্রসমূহকে শৈবাগমোক্ত আচারে বিশেষ কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়। শ্রৌত শৈবপরম্পরার অনুসারীগণ এমনটাই করে থাকেন। এই একই যুক্তি আমরা পূর্বকামিকাগমের ক্রিয়াপাদের ৮ম পটলের ২৪-২৫ নং শ্লোকে দেখতে পাই। তাই আলোচ্য পুস্তকে শিবপুরাণ এবং শ্রুতিশাস্ত্রোক্ত মন্ত্রও ব্যবহার করা হয়েছে।

36. প্রশ্ন: আলোচ্য পুস্তকটিতে বর্ণিত বিধিগুলি কি দীক্ষিত, অদীক্ষিত সকলের জন্য?

উত্তর: হ্যাঁ, দীক্ষিত-অদীক্ষিত, বর্ণ, জাতি নির্বিশেষে সকলেই ভক্তির সাথে আলোচ্য পুস্তকে বর্ণিত বিধি অনুযায়ী শিবার্চনা করতে পারবেন। অদীক্ষিতদের জন্য মন্ত্রবীজ উচ্চারণ নিষ্প্রয়োজন। শুধুমাত্র মূলমন্ত্র ভাগটুকু উচ্চারণ করলেই হবে। শিবমন্ত্রে দীক্ষিতদের জন্য এই বিধি বিশেষ ফলপ্রদ হবে। মনে রাখবেন জপ, তপ, সাধনা, আনুষ্ঠানিক ভাবে মন্দিরে পূজা অর্চনা - এসবের জন্যই মূলত দীক্ষার দরকার পড়ে, গৃহে শিব-পার্বতীর পূজার ক্ষেত্রে দীক্ষা নিষ্প্রয়োজন। তবে এই পুস্তকে বর্ণিত শৈবাগমোক্ত আচারে শিবাগ্নি প্রজ্জ্বলন শৈব ঘরানায় দীক্ষিতদের জন্য অধিকফলপ্রদ।

37. প্রশ্ন: পরমেশ্বর শিব কি তমগুণী?

উত্তর: একদমই না। পরমেশ্বর শিব ত্রিগুণাতীত, নির্বিকার ও নিরঞ্জন। তিনি নিরাকার অবস্থায় তূরীয় ব্রহ্ম, বাক্য ও মনের অগোচর, সাক্ষাৎ পরমশিব। সাকার অবস্থায় তিনি ত্রিগুণধারী। কেননা ত্রিগুণ প্রকটিত হয় অব্যক্ত প্রকৃতির থেকে। আর পরমেশ্বর শিব অব্যক্ত প্রকৃতি এবং পুরুষেরও ঊর্ধ্বে। তিনি ৩৬ তত্ত্বেরও অতীত। পূর্ণ সাকার রুদ্র স্বরূপে তিনি বাইরে তমগুণকে নিজ ইচ্ছায় ধারণ করেন কিন্ত অন্তরে তিনি সর্বদাই সত্ত্বগুণকে ধারণ করে রাখেন, একথা বলছে শিবমহাপুরাণ। **[শিঃপুঃ/রুঃসঃ/সৃঃখঃ/৯/৫৯-৬১]**

38.প্রশ্ন: মা পার্বতীই কি সাক্ষাৎ আদ্যাশক্তি?

উত্তর: একদম সঠিক। শিব যেমন নিরাকার তেমনই শক্তিও নিরাকারা(অদ্বৈত শিবরূপে)। শিবমহাপুরাণ, মুণ্ডমালা তন্ত্র সহ বিভিন্ন শাস্ত্রে একথা স্পষ্টভাবে উল্লেখিত রয়েছে। নিরাকার পরমশিব যেমন সাকার সদাশিব হন ঠিম তেমনই সেই পরাশক্তিও সাকার স্বরূপে আবির্ভূতা হন, তাঁর নাম দেবী শিবা। আদ্যাশক্তি দেবী শিবা যখন লীলাচ্ছলে পর্বতরাজ হিমালয়ের পুত্রীরূপে প্রকটিত হন তখন তিনিই পার্বতী বা উমা নাম ধারণ করেন। সুতরাং দেবী পার্বতীই পূর্ণ সাকার সাক্ষাৎ মা আদ্যাশক্তি। শিবমহাপুরাণ, কূর্মমহাপুরাণ, মৎসপুরাণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ সহ বেশিরভাগ মহাপুরাণেই দেবী পার্বতীকে আদ্যাশক্তি বলা হয়েছে। মালিনী বিজয়োত্তর আগম, পারমেশ্বর আগম, মহানির্বাণ তন্ত্র, যোনি তন্ত্র, মুণ্ডমালা তন্ত্র, নিগম তত্ত্বসারতন্ত্র সহ বিভিন্ন তন্ত্র অধ্যয়ন করলেও এই কথা স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। আদিশঙ্করাচার্য তাঁর সৌন্দর্যলহরী, আনন্দলহরী, মীনাক্ষী পঞ্চরত্নম, মহিষাসুরমর্দিনী স্তোত্র সহ বিভিন্ন স্তোত্রে স্পষ্টভাবেই আদ্যাশক্তিকে গিরিকন্যা, সদাশিব কুটুম্বিনী, শিতিকণ্ঠকুটুম্বিনী, পরব্রহ্মমহিষী, শৈলসুতে প্রভৃতি নামে সম্বোধন করে গেছেন। শিবহাপুরাণে তাঁকেই মণিদ্বীপবাসীনি দেবী শিবা বলা হয়েছে। কেনো-উপনিষদেও ব্রহ্মের শক্তি স্বরূপিনী উমা-হৈমবতীর উল্লেখ মেলে। এই উমা হৈমবতীই যে গিরিরাজকন্যা দেবী পার্বতী সে কথা আদিশঙ্করাচার্য তাঁর কেনোউপনিষদের অদ্বৈত ভাষ্যে এবং শিবাচার্য উমাচিগি শঙ্কর শাস্ত্রী তাঁর কেনোউপনিষদের শৈবভাষ্যে

স্বীকার করে গেছেন। বেদের পুরাতন ভাষ্যকার শ্রী সায়ণাচার্যও তাঁর বেদভাষ্যে দেবী পার্বতীকে জগন্মাতা হিসেবে স্বীকার করে গেছেন।

39.প্রশ্ন: ভগবদগীতা জ্ঞান কার দেওয়া?

উত্তর: ভগবদগীতার বাণী শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত ছিল ঠিকই কিন্ত মহাভারতের আশ্বমেধিক পর্বে শ্রীকৃষ্ণ নিজে বলেছেন যে – পরমব্রহ্মের সাথে যোগযুক্ত হয়ে তিনি সেই পরমজ্ঞান দান করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং দ্বিতীয়বার সেই জ্ঞান দান করার সামর্থ্য তাঁর আর নেই। তাহলে কে এই অদ্বিতীয় ব্রহ্ম? এর উত্তর ব্যাসদেব নিজে কূর্মমহাপুরাণের ঈশ্বরগীতার একাদশ নং অধ্যায়ে দিয়েছেন। তিনি সেখানে স্পষ্টভাবেই বলেছেন যে – পূর্বকালে পরমেশ্বর শিব যে ঈশ্বরগীতা জ্ঞান ঋষিমুনি এবং দেবতাদের প্রদান করেছিলেন সেই জ্ঞানই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে প্রদান করেছিলেন। অর্থাৎ ভগবদগীতার সেই জ্ঞান, বেদান্তের সারকথা আসলেই ছিল ভগবান শিব প্রদত্ত জ্ঞান। যোগের মাধ্যমে ব্রহ্মরন্ধ্রের সহস্রার পদ্মের কর্ণিকার উপরে মণিদ্বীপের উপরে নাদবিন্দুর উপরে স্থিত হংস পীঠের উপরে বসবাসকারী পরমহংস পরমব্রহ্ম পরমাত্মা পরমশিবের সাথে নিজের চিত্তকে একীভূত করে তবেই শ্রীকৃষ্ণ সেই জ্ঞান প্রদান করতে সমর্থ হহয়েছিলন।

[মহাঃভাঃ/আশ্বমেঃপঃ/১৭/১০-১৩, বিশ্ববাণী প্রকাশনী,

কূঃপুঃ/উপঃ/ঈঃগীঃ/১১/১৩০-১৩২, নবভারত]

40.প্রশ্ন: ভগবদগীতায় বর্ণিত বিশ্বরূপ আসলেই কার ছিল?

উত্তর: সাধারণত আমরা সকলে জানি যে ভগবদগীতায় প্রদর্শিত বিশ্বরূপ ছিল কৃষ্ণের বা বিষ্ণুদেবের। কিন্ত গীতায় সরাসরি কোথাও বিশ্বরূপধারী পরমেশ্বর নিজেকে কৃষ্ণ বা নারায়ণ বা বিষ্ণু বলে অভিহিত করেননি, বরং সেই বিরাট পুরুষের মধ্যে ব্রহ্মা, রুদ্রদেব(হর বা শঙ্কর), বিষ্ণুদেব সহ অন্যান্য দেবদেবী নিহিত ছিলেন। সুতরাং কে এই অদ্বিতীয় পূর্ণ পরমেশ্বর যাঁর মধ্যে সকল দেবদেবী নিহিত ছিলেন? ব্যাসদেব নিজে এই প্রশ্নের উত্তর কূর্মমহাপুরাণের পূর্বভাগের ঊনত্রিংশ নং অধ্যায়ে দিয়েছেন। তিনি সেখানে বলেছেন যে - অর্জুন পরমেশ্বরের যে বিশ্বতোমুখ, বিশ্ববাহু বিশ্বরূপ দেখেছিলেন সেই বিশ্বরূপ পরমেশ্বর রুদ্রের ছিল, শ্রীকৃষ্ণ ছিল নিমিত্ত মাত্র অর্থাৎ রুদ্রই সর্বজগদ্ব্যাপী অদ্বিতীয় পরমেশ্বর এবং এইকথা উপনিষদ এবং বেদ সম্মতও বটে। **[কূঃপুঃ/পূর্বঃ/২৯/৫৮-৬০, নবভারত]** অথবা **[কূঃপুঃ/পূর্বঃ/২৮/৫৮-৬০, গীতাপ্রেস]**

[সমাপ্ত]

-----শিব ওঁ-------শিব ওঁ-------শিব ওঁ-------শিব ওঁ-----

শৈব আগম ও শৈবতন্ত্র সমূহ

১০ টি শিবভেদাগম(ভেদ)+ ১৮ টি রুদ্রভেদাগম(ভেদ-অভেদ) + ৬৪ টি কাশ্মীর ভৈরবাগম(অভেদ) + লাকুলাগম (পাশুপত তন্ত্র) + অন্যান্য শৈব তন্ত্র , উপততন্ত্র এবং উপআগম

১০টি শিবভেদাগম(বেদানুকূল)

কামিকাগম
যোগজাগম
চিন্ত্যাগম
কারণাগম
অজিত আগম
দীপ্ত আগম
সূক্ষ্মাগম
সহস্রাগম
অংশুমান আগম
সুপ্রভেদাগম



১৮ টি রুদ্রভেদাগম(বেদানুকূল)

বিজয়াগম
নিঃশ্বাস আগম
স্বায়ম্ভুবাগম
অনলাগম
বীরাগম
রৌরবাগম
মকুটাগম
চন্দ্রজ্ঞানাগম
বিম্ব/মুখবিম্বাগম
প্রোদ্গীতাগম
ললিতাগম
সিদ্ধাগম
সন্তানাগম
শার্ব্বোক্ত /নারসিংহ
পারমেশ্বরাগম
কিরণাগম
বাতুলাগম

কাশ্মীর ভৈরবাগম(কৌল মার্গিক)

স্বচ্ছন্দ তন্ত্র, বীণাশিখাতন্ত্র, কবন্ধশিখা তন্ত্র, কাদম্বিকা তন্ত্র, অন্ধক তন্ত্র, ব্রাহ্মীকলা তন্ত্র, গুহ্য তন্ত্র, রুদ্রযামল,চন্দ্রকলা,রক্তাখ্য তন্ত্র ইত্যাদি

অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ আগম/তন্ত্র

মালিনীবিজয়োত্তর আগম, নেত্রতন্ত্র(মৃত্যুঞ্জয়ভট্টারক) , বীরভদ্রেশ্বর তন্ত্র, নন্দীশিখাতন্ত্র, মৃগেন্দ্র তন্ত্র, বিজ্ঞান ভৈরব তন্ত্র, লিঙ্গার্চন তন্ত্র, জয়দ্রথ যামল, সিদ্ধিযোগেশ্বরীমাতা তন্ত্র, নিঃশ্বাস তত্ত্ব সংহিতা, সর্বজ্ঞানোত্তর আগম, গোরক্ষ সংহিতা, গোরক্ষ তন্ত্র, কৌলজ্ঞাননির্ণয়, তন্ত্রালোক, কালোত্তর আগম, বাতুল শুদ্ধাখ্য তন্ত্র, উড্ডামরেশ্বর তন্ত্র, ঘেরণ্ড সংহিতা ইত্যাদি।



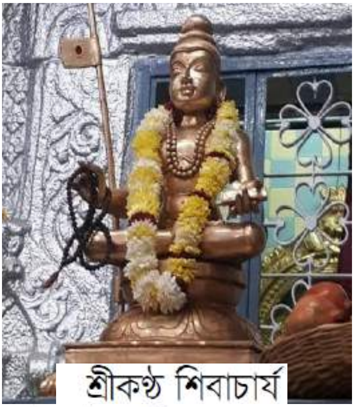
বন্দে গুরুপরম্পরা



কানাপ্পা নায়নার (তামিল শৈবসিদ্ধান্ত পরম্পরা)



শ্রীনন্দিকেশ্বর মহারাজ



শ্রীকণ্ঠ শিবাচার্য
(শ্রৌত শৈবসিদ্ধান্ত পরম্পরা)



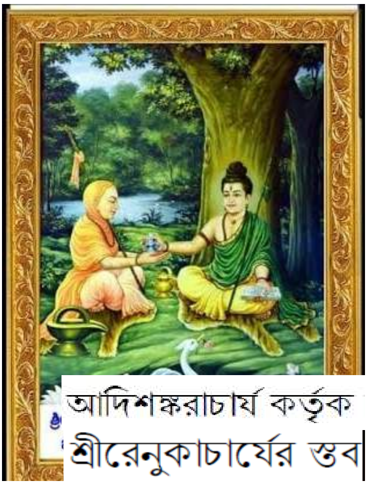
জগত গুরু শ্রীরেনুকাচার্য
(Rewanacharya)



শ্রীলকুলীশ/নকুলীশ মহারাজ
(পাশুপত শৈব পরম্পরা)

রেনুকাচার্য এবং অগস্ত্যমুনি সংবাদ
(সিদ্ধান্তশিখামণি)





আদিশঙ্করাচার্য কর্তৃক
শ্রীরেনুকাচার্যের স্তব



গুরু গোরক্ষনাথ (নাথ পরম্পরা)





মহামহেশ্বর শ্রীঅভিনবগুপ্ত (কাশ্মীর শৈবসাধক ও পণ্ডিত)



স্বামী লক্ষ্মণজু
(কাশ্মীর শৈবসাধক ও পণ্ডিত)



দাদাগুরু শ্রীমৎসেন্দ্রনাথ (নাথ পরম্পরা)



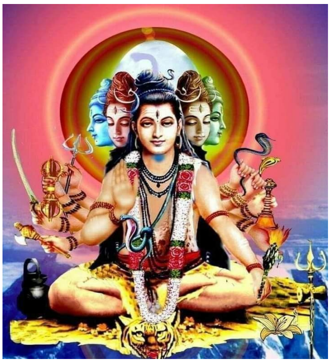
বসবেশ্বর/বসভান্না
(লিঙ্গায়েত শৈব পরম্পরা)



মুডিগোণ্ডা নাগালিঙ্গা স্বামী
(শ্রৌত শৈবসিদ্ধান্তমার্গী পণ্ডিত)



কাশী ১০০৮ জগৎগুরু ডঃ চন্দ্রশেখর
শিবাচার্য মহাস্বামীজী (বীরশৈব পরম্পরা)





গুরুদেব দয়ানন্দ অবধূত
(শৈব অবধূত পরম্পরা)



পঞ্চাচার্য (বীরশৈব পরম্পরা)

নায়নার (তামিল শৈবসিদ্ধান্ত পরম্পরা)











পরমশিবের প্রত্যক্ষ সাকার বিগ্রহ
স্বচ্ছন্দ ভৈরব (কাশ্মীর শৈবধারার)







মহাসদাশিব বিগ্রহ এবং কোলে আদ্যাশক্তি মনোন্মনী
(মনোন্মনী দেবী শিবার/পার্বতীরই একটি স্বরূপ)

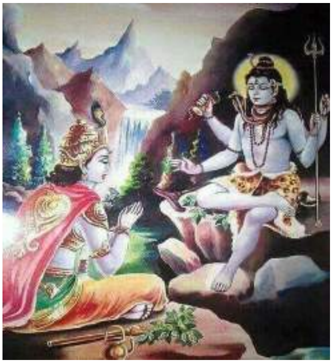









শ্রীকৃষ্ণের শিবচরণে দাসত্ব স্বীকার
ISSGT
/International Shiva Shakti Gyan Tirtha






পরমশিব
ISSGT
Editing by Koushik Roy
সদাশিব ও শিবা
International Shiva Shakti Gyan Tirtha
সমগ্রটিকে একত্রে শিবতত্ত্ব বলে। যা শিবলিঙ্গের প্রতীক।
ব্রহ্মা ও সরস্বতী
রুদ্র ও রুদ্রাণী
বিষ্ণু ও লক্ষ্মী
শিবতত্ত্ব রহস্য চিত্র


ঈশ্বরগীতা জ্ঞান প্রদান
ISSGT

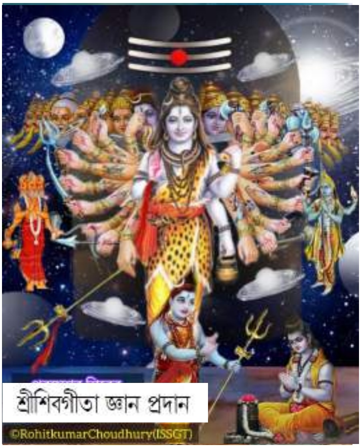




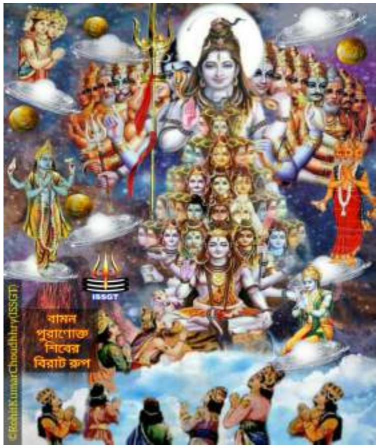


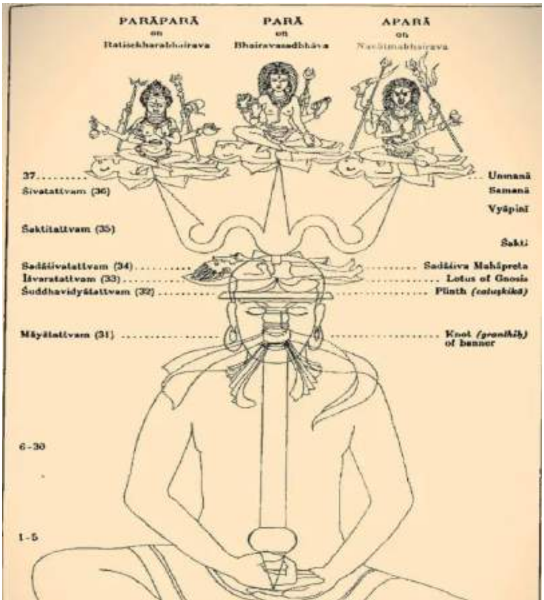


পরমেশ্বর বৃষভবাহন কৈলাসপতি হর



শ্রীশিবগীতা জ্ঞান প্রদান



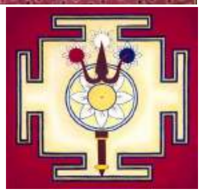


কাশ্মীর শৈবধারায় ত্রিংশিকার ধারণা
পরা, পরাপরা ও অপরা দেবী
(সিদ্ধিযোগেশ্বরী মাতা তন্ত্রোক্ত/কাশ্মীর শৈব তন্ত্র)





কাশ্মীর রিসার্চ ইনস্টিটিউট থেকে সংগৃহীত





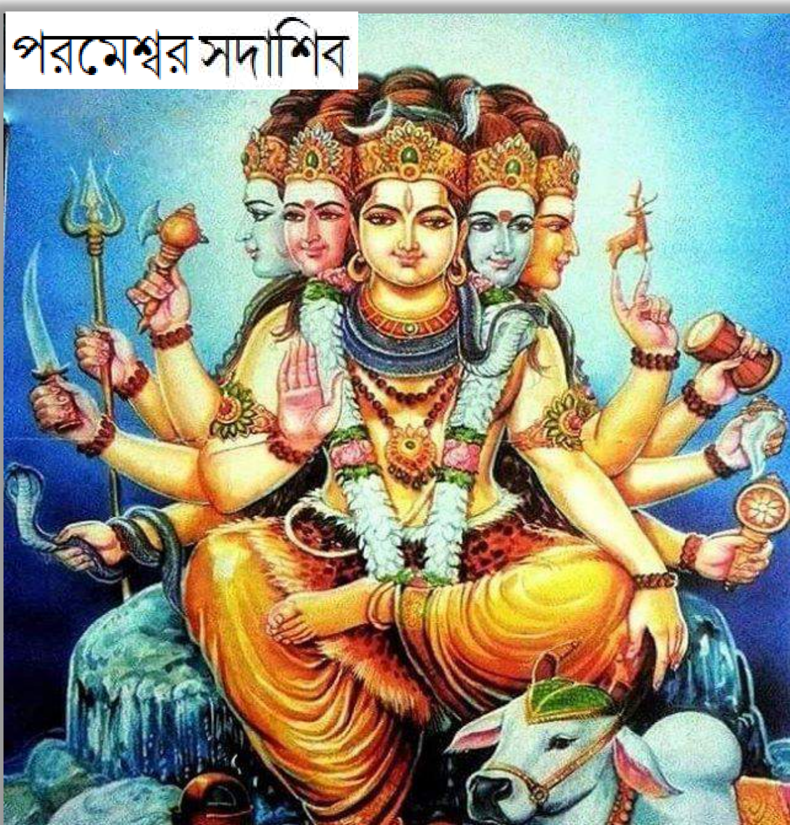


পরমশিব অবস্থা



পরমেশ্বর সদাশিবের বিশ্বরূপ এবং ভগবদগীতা জ্ঞান প্রদান





সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ || ২২ ||

পদং যৎপরমং বিষ্ণোস্তদেবাখিলদেহিনাম্ |

পদং পরমমদ্বৈতং স শিবঃ সাম্ববিগ্রহঃ || ২৩ ||

(স্কন্দপুরাণ / সূতসংহিতা / যজ্ঞবৈভবখণ্ড / উত্তরভাগ / ব্রহ্মগীতা / অধ্যায় নং ১১)

------------------------------------ **শিব ওঁ তৎ সৎ** ------------------------------------

|| শিব ওঁ তৎসৎ ||



পরমশৈব শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বর শিবের আরাধনা করছেন

To visit our blog scan this QR code

ISSGT

FOLLOW OUR PAGE - International Shiva Shakti Gyan Tirtha

& আদ্যাশক্তি পার্বতী মাতা

FOLLOW OUR BLOG - https://shaivadharma.wordpress.com

& https://issgt100.blogspot.com